মূসালিখিত

আদিপুস্তক

এবং

যাত্রাপুস্তকের প্রথম ভাগ।

THE BOOK

OF

GENESIS

AND

PART OF EXODUS

IN BENGÁLÍ.

TRANSLATED FROM THE HEBREW

BY

The Calcutta Baptist Missionaries.

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE BIBLE TRANSLATION SOCIETY, AT

THE BAPTIST MISSION PRESS.

SECOND EDITION.

1842.

1st Ed. 2500 *Copies.*
2nd Ed. 5000 *Copies.*

আদিপুস্তক,

অর্থাৎ

মূসালিখিত প্রথম পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করি-
২ লেন। পৃথিবী নির্জন ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার গভীর
জলের উপরে ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে
ব্যাপ্ত ছিলেন।
৩ পরে, দীপ্তি হউক, ঈশ্বর এই আজ্ঞা করিলে দীপ্তি
৪ হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তিকে উত্তম দেখিয়া অন্ধকার-
৫ হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া দীপ্তির নাম দিবস, ও
অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃ-
কাল হইলে প্রথম দিবস হইল।
৬ পরে, জলের মধ্যে শূন্য জন্মিয়া জলকে দুই ভাগে
৭ পৃথক করুক, এই আজ্ঞাদ্বারা ঈশ্বর শূন্যের সৃষ্টি করিয়া
জলকে অধঃস্থিত ও উর্দ্ধস্থিত দুই ভাগে পৃথক্ করিলেন;
৮ তাহাতে সেই রূপ হইল। এবং ঈশ্বর ঐ শূন্যের নাম
আকাশ রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে
দ্বিতীয় দিবস হইল।
৯ পরে ঈশ্বর এই আজ্ঞা করিলেন, আকাশের নীচস্থ
তাবৎ জল এক স্থানে একত্র হউক, ও স্থল সপ্রকাশ হউক;
১০ তাহাতে তদ্রূপ হইল। তখন ঈশ্বর স্থলের নাম পৃথিবী
ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন, এবং তাহা উত্তম
দেখিলেন।
১১ অপর ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন, এই পৃথিবীতে তৃণ
ও সবীজ ওষধি ও নানা জাতীয় সবীজ ফলদায়ক বৃক্ষ

উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল; অর্থাৎ পৃথি- ১২
বীতে তৃণ ও সবীজ নানা জাতীয় ওষধি ও সবীজ নানা
জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইল; তখন ঈশ্বর সেই সকলকে
উত্তম দেখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ১৩
তৃতীয় দিবস হইল।

অপর ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন, রাত্রিহইতে দিবসকে ১৪
বিভিন্ন করণের নিমিত্তে, এবং দিবস ও বৎসর ও ঋতু ও
চিহ্নের নিমিত্তে আকাশমণ্ডলে জ্যোতির্গণ উৎপন্ন হউক;
এবং পৃথিবীতে আলো দিবার জন্যে আকাশমণ্ডলে স্থিত ১৫
হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল। এই প্রকারে ঈশ্বর দিনের ১৬
উপরে কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতি, ও রাত্রির উপরে
কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতি, এই দুই বৃহৎ
জ্যোতির এবং নক্ষত্রগণের সৃষ্টি করিলেন। পরে পৃথি- ১৭
বীতে দীপ্তি দানার্থে এবং দিবারাত্রির উপরে কর্তৃত্ব
করণার্থে, এবং দীপ্তিকে ও অন্ধকারকে পৃথক করণার্থে
ঈশ্বর ঐ জ্যোতির্গণকে আকাশমণ্ডলে স্থাপন করিলেন; ১৮
এবং ঈশ্বর সে সকলকে উত্তম দেখিলেন। এবং সন্ধ্যা ১৯
ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

পরে জলের মধ্যে নানা জাতীয় উরোগামি প্রাণিবর্গ ২০
এবং পৃথিবীর ঊর্দ্ধে আকাশমণ্ডলে উড়িতে পারে এমত
পক্ষিগণ বাহুল্যরূপে উৎপন্ন হউক, এই আজ্ঞা করিয়া ২১
ঈশ্বর বৃহৎ মৎস্যাদি ও নানা জাতীয় উরোগামি জলচর
প্রাণিবর্গ ও নানা জাতীয় পক্ষিগণের সৃষ্টি করিলেন। পরে
ঈশ্বর এই সকলকে উত্তম দেখিয়া এই আশীর্ব্বাদ করি- ২২
লেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া সমুদ্রের জল
পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীর উপরে পক্ষিগণ অনেক
হউক। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল। ২৩

তাহার পর ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন; পৃথিবীতে গ্রাম্য ২৪
ও বন্য পশু ও উরোগামি জন্তু প্রভৃতি নানা জাতীয়
জন্তুবর্গ উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল। এই ২৫

রূপে ঈশ্বর নানা জাতীয় গ্রাম্য ও বন্য পশুগণকে ও
ভূমির নানা জাতীয় উরোগামি জন্তুগণকে সৃষ্টি করিয়া
সকলকেই উত্তম দেখিলেন।
২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতি-
মূর্ত্তিতে ও সাদৃশ্যে আদমের (মনুষ্যের) সৃষ্টি করি; সে
জলচর মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষিগণের এবং গ্রাম্য
ও বন্য পশুগণের ও তাবৎ পৃথিবীর এবং ভূমিস্থিত
২৭ উরোগামি প্রাণিবর্গের উপরে কর্তৃত্ব করিবে। পরে
ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্ব-
রের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহার সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী
২৮ করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহা-
দিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও
বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া বশী-
ভূত কর, এবং জলচর মৎস্যগণ ও খেচর পক্ষিগণ ও
ভূমিস্থ উরোগামি জন্তুগণের উপরে কর্তৃত্ব কর।
২৯ ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ, পৃথিবীস্থ তাবৎ সবীজ
ওষধি ও তাবৎ সবীজ ফলদায়ি বৃক্ষ তোমাদের আহা-
৩০ রার্থে দিলাম। এবং বন্য পশু ও খেচর পক্ষী ও ভূমিস্থ
সজীব উরোগামি জন্তু এই সকলের আহারার্থে তাবৎ
৩১ হরিদ ওষধি দিলাম; তাহাতে সেই মত হইল। পরে
ঈশ্বর আপন সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে
সকলকেই উত্তম দেখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল
হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

২ অধ্যায়।

১ এই রূপে আকাশের ও পৃথিবীর এবং তদুভয়স্থ
২ সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি সাঙ্গ হইল। পরে সপ্তম দিনে ঈশ্বর
আপন কৃত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া আপন কৃত কার্য্যহইতে
৩ বিশ্রাম করিলেন। এবং ঐ দিন সমস্ত সৃষ্ট ও কৃত
কার্য্যহইতে বিশ্রামের দিন হওয়াতে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ
করিয়া ঐ সপ্তম দিনকে পবিত্র করিলেন।

সৃষ্টিকালে আকাশের ও পৃথিবীর এই বিবরণ। ৪
যে সময়ে প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর ও আকাশের সৃষ্টি
করিলেন, সেই সময়ে ক্ষেত্রে কোন তৃণ ছিল না ও ৫
ক্ষেত্রে কোন ওষধি ছিল না; কেননা প্রভু পরমেশ্বর
পৃথিবীতে বৃষ্টি করাইতেন না, ও কৃষি কর্ম্ম করিতে মনুষ্য
ছিল না। কিন্তু পৃথিবীহইতে কুজ্‌ঝটিকা উঠিয়া তাবৎ ৬
ভূমিকে জলাভিষিক্ত করিত।

অপর পরমেশ্বর মৃত্তিকাদ্বারা মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়া ৭
তাহার নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলে সে সজীব
প্রাণী হইল। পরে প্রভু পরমেশ্বর পূর্ব্বদিকস্থিত এদন্ ৮
নামক দেশে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে
আপন সৃষ্ট ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। এবং প্রভু পর- ৯
মেশ্বর সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে অমৃত বৃক্ষ ও সদসদ্
জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ ও ভূমিতে প্রত্যেক জাতীয় সুদৃশ্য ও
সুখাদ্য বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। এবং উদ্যানে জল- ১০
সেচন করণার্থে এদন্‌হইতে এক নদী নির্গত হইয়া ভিন্ন ২
চতুর্ম্মুখ হইয়া গমন করিল। তাহার পীশোন্ নামক প্রথম ১১
নদী স্বর্ণোৎপাদক হবীলা দেশসমূহকে বেষ্টন করিয়া
গেল। ঐ দেশের স্বর্ণ অতি উত্তম, এবং সেই স্থানে ১২
রত্ন ও বৈদূর্য্য মণি জন্মে। এবং তাহার গীহোন্ নামক ১৩
দ্বিতীয় নদী সমস্ত কূশ্ দেশ বেষ্টন করিয়া গেল। এবং ১৪
তাহার হিদ্দেকল্ নামক তৃতীয় নদী অশূরিয়া দেশের
পূর্ব্বদিক দিয়া গমন করিল। এবং তাহার চতুর্থ নদীর
নাম ফরাৎ।

পরে প্রভু পরমেশ্বর আদম্‌কে লইয়া ঐ উদ্যানের কর্ম্ম ১৫
ও তাহার রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। এবং প্রভু পর- ১৬
মেশ্বর তাহাকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের
সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদসৎ ১৭
জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, কেননা যে
দিনে তাহা করিবা, সেই দিনে নিতান্ত মরিবা।

১৮ অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, একাকী থাকা মনু-
ষ্যের বিহিত নয়, আমি তাহার উপযুক্ত এক সহকারী
১৯ নির্ম্মাণ করিব। প্রভু পরমেশ্বরকর্তৃক মৃত্তিকানির্ম্মিত বন-
পশু ও খেচর পক্ষিগণের কি নাম আদম্ রাখিবে, তাহা
জানিতে যে সময়ে ঈশ্বর তাবৎ প্রাণিকে তাহার নিকটে
আনিলেন, তৎকালে সে যাহার যে নাম রাখিল, তাহার
২০ সেই নাম হইল। কিন্তু আদম্ যে পশুদের ও খেচর
পক্ষিদের ও বন পশুদের নাম রাখিল, তাহাদের মধ্যে
২১ আদমের উপযুক্ত এক সহকারী প্রাপ্ত হইল না। অন-
ন্তর প্রভু পরমেশ্বর আদম্কে ঘোর নিদ্রিত করিয়া সেই
নিদ্রা সময়ে তাহার এক পঞ্জর লইয়া মাংসদ্বারা সেই
২২ ক্ষত স্থান পূরাইলেন। এবং প্রভু পরমেশ্বরকর্তৃক আ-
দম্হইতে নীত যে পঞ্জর, তদ্দ্বারা এক স্ত্রী নির্ম্মাণ
২৩ করিয়া তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। তখন আ-
দম্ কহিল, এ আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস;
এবং এ স্ত্রী নরহইতে জন্মিয়াছে, এই নিমিত্তে ইহার নাম
২৪ নারী রাখিতে হইবে। এবং মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে
ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সে দুই
২৫ জন একাঙ্গ হইবে। ঐ সময়ে আদম্ ও তাহার স্ত্রী উভয়ে
উলঙ্গ থাকিলেও তাহাদের লজ্জা বোধ ছিল না।

৩ অধ্যায়।

১ প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্ট ভূচর জন্তুদের মধ্যে সর্প অতি-
শয় খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ওগো, এই উদ্যানের
এক বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে
২ নিষেধ করিয়াছেন, ইহা কি সত্য? তাহাতে নারী সর্পকে
কহিল, আমরা এই উদ্যানের তাবৎ বৃক্ষের ফল ভোজন
৩ করিতে পারি; কেবল উদ্যানের মধ্যস্থিত বৃক্ষের ফল
বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও
না এবং স্পর্শও করিও না, তাহা করিলেই মরিবা।
৪ তখন সর্প নারীকে কহিল, তোমরা অবশ্য মরিবা না,

বরং যে দিনে তাহা খাইবা, সেই দিনে তোমাদের চক্ষুঃ- ৫
প্রকাশ হইলে ঈশ্বরের ন্যায় ভালমন্দ জ্ঞান পাইবা,
ইহা ঈশ্বর জানেন। তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুদৃশ্য ও ৬
সুখাদ্য ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় জানিয়া তাহার ফল
পাড়িয়া ভোজন করিল, এবং আপন স্বামিকে দিলে
সেও ভোজন করিল। তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষুঃ ৭
প্রকাশ হইলে, তাহারা আপনাদের উলঙ্গতা বোধ পা-
ইয়া বটপত্র সিঙ্গাইয়া কটিবন্ধ করিল।

পরে দিবাবসানে উদ্যানের মধ্যে গমনাগমনকারি প্রভু ৮
পরমেশ্বরের রব শুনিয়া আদম্ ও তাহার স্ত্রী তাঁহার
সম্মুখহইতে বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল। তখন প্রভু ৯
পরমেশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়?
তাহাতে সে কহিল, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ১০
উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে লুকাইয়াছি।
তিনি কহিলেন, তুমি উলঙ্গ আছ, ইহা তোমাকে কে ১১
বুঝাইয়া দিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তো-
মাকে নিষেধ করিয়াছি, তুমি কি সেই বৃক্ষের ফল
ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম্ কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে ১২
আমার সঙ্গিনী করিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল
দিলে আমি খাইলাম। প্রভু পরমেশ্বর নারীকে কহি- ১৩
লেন, এ কি করিলা? নারী কহিল, সর্পের প্রবঞ্চনাতে
আমি খাইলাম।

পরে প্রভু পরমেশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম ১৪
করিয়াছ, এই জন্যে গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের অপেক্ষা
অধিক শাপগ্রস্ত হইয়া বক্ষঃস্থল দিয়া গমন করিবা,
এবং যাবজ্জীবন ধূলী ভোজন করিবা। এবং আমি ১৫
তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশেতে ও তাহার
বংশেতে পরস্পর বৈরিভাব জন্মাইব; তাহাতে সে তো-
মার মস্তকে আঘাত করিবে, এবং তুমি তাহার পাদ-
মূলে আঘাত করিবা।

১৬ পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার প্রসব
বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তাহাতে তুমি অতি কষ্টেতে
সন্তান প্রসব করিবা, এবং স্বামির অধিনী হইয়া থাকিলে
১৭ সে তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। অনন্তর তিনি আ-
দম্‌কে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে আমি
তোমাকে নিষেধ করিয়াছি, তুমি স্ত্রীর কথা শুনিয়া সেই
বৃক্ষের ফল ভোজন করিলা, এই নিমিত্তে ভূমি অভিশপ্ত
হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া তাহার শস্যাদি
১৮ ভোজন করিবা। এবং তাহাতে সেয়াল কাঁটা ও নানা
কণ্টক বৃক্ষ জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন
১৯ করিবা। এবং যে মৃত্তিকাহইতে জন্মিয়াছ, যাবৎ তাহাতে
লীন না হও, তাবৎ ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবা; কে-
ননা তুমি মৃত্তিকা, এবং পুনশ্চ মৃত্তিকাতে লীন হইবা।
২০ পরে আদম্ ঐ স্ত্রীর নাম হবা (জীবন) রাখিল, কেননা
২১ সে তাবৎ সজীব লোকের মাতা। পরে প্রভু পরমেশ্বর
চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আদম্‌কে ও তাহার স্ত্রীকে পরি-
ধান করাইলেন।

২২ অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য ভাল
মন্দ জ্ঞান পাইয়া আমাদের একের মত হইল; এখন
সে যেন হস্ত বিস্তার করিয়া অমৃত বৃক্ষের ফল পাড়িয়া
২৩ ভোজন করিয়া অমর না হয়, এই নিমিত্তে প্রভু পরমে-
শ্বর তাহাকে এদনের উদ্যানহইতে দূর করিয়া তাহার
উৎপাদক মৃত্তিকাতে কৃষি কর্ম্ম করিতে তাহাকে নিযুক্ত
২৪ করিলেন। এই রূপে তিনি সেই মনুষ্যকে দূর করিয়া
অমৃত বৃক্ষের পথ রক্ষা করিতে এদন্ উদ্যানের পূর্ব্ব-
দিগে ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গধারি স্বর্গীয় কিরূব্‌গণ-
কে রাখিলেন।

৪ অধ্যায়।

১ অপর আদম্ আপন স্ত্রী হবাতে উপগত হইলে
সে গর্ব্ভবতী হইয়া কাবিল্ (লাভ) নামক এক পুত্র

প্রসব করিয়া কহিল, পরমেশ্বরহইতে আমার এক পুত্র
লাভ হইল। পরে সে হাবিল্ (অলীক) নামে তাহার ২
সহোদরকে প্রসব করিল; ঐ হাবিল্ মেষপালক, ও
কাবিল্ কৃষক ছিল। অপর কালানুক্রমে কাবিল্ প্রভুর ৩
উদ্দেশে আপন কৃষিকর্ম্মের ফল উৎসর্গ করিল। এবং ৪
হাবিল্ আপন পালের প্রথম জাত হৃষ্টপুষ্ট পশু উৎসর্গ
করিল। কিন্তু পরমেশ্বর কাবিল্কে ও তাহার উৎসৃষ্ট ৫
বস্তু অগ্রাহ্য করিয়া হাবিল্কে ও তাহার উৎসৃষ্ট বস্তু
গ্রাহ্য করিলেন, এই নিমিত্তে কাবিল ক্রুদ্ধ হইয়া বিষণ্ণ-
বদন হইল। তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি ৬
কেন ক্রোধ করিলা? ও কেন বিষণ্ণবদন হইলা? যদি সৎ- ৭
কর্ম্ম কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবা না? আর যদি সৎক্রিয়া
না কর, তবে পাপ দ্বারে থাকে; তোমার ভ্রাতা তোমার
বশীভূত থাকিবে, ও তুমি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবা।
অপর কাবিল্ আপন ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিল; ৮
পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কাবিল্ আক্রমণ করিয়া
আপন ভ্রাতা হাবিল্কে বধ করিল।

অনন্তর পরমেশ্বর কাবিল্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ৯
তোমার ভ্রাতা হাবিল্ কোথায়? তাহাতে সে উত্তর করিল,
আমি জানি না, আমি কি আপনার ভ্রাতার রক্ষক?
তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি কি করিলা? তোমার ১০
ভ্রাতার রক্ত ভূমিহইতে আমার প্রতি উচ্চৈঃস্বর করি-
তেছে। অতএব যে ভূমি তোমার হস্তদ্বারা হত ভ্রাতার ১১
রক্ত পান করিয়াছে, সেই ভূমিতে তুমি অভিশপ্ত
হইলা। তাহাতে কৃষিকর্ম্ম করিলেও বহুশস্য উৎপন্ন ১২
হইবে না, এবং পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী
হইবা। তাহাতে কাবিল্ পরমেশ্বরকে কহিল, এমত দণ্ড ১৩
আমার অসহ্য। অদ্য যদি তুমি আমাকে এই স্থানহইতে ১৪
দূর করিয়া দেও, তবে আমি তোমার সাক্ষাৎহইতে
বহিষ্কৃত হইয়া পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী

হইলে কোন লোক আমাকে পাইলেই বধ করিবে।
১৫ তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, যে কেহ কাবিল্‌কে বধ
করিবে, তাহার সাত গুণ দণ্ড হইবে; অতএব কেহ তা-
হাকে দেখিয়া যেন বধ না করে, এই জন্যে পরমেশ্বর
কাবিলেতে এক চিহ্ন রাখিলেন।
১৬ কাবিল্‌ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎহইতে প্রস্থান করিয়া
১৭ এদনের পূর্ব্বদিগে নোদ্‌ নামক দেশে বাস করিল। পরে
কাবিল্‌ আপন স্ত্রীতে উপগত হইলে সে গর্ভ্ভবতী হইয়া
হনোক্‌ নামে এক পুত্র প্রসব করিল, এবং এক নগর
পত্তন করিয়া আপন পুত্রের নামানুসারে তাহার নাম
১৮ হনোক্‌ রাখিল। ঐ হনোকের পুত্র ঈরদ্‌, ও ঈরদের
পুত্র মিহূয়ায়েল্‌, ও মিহূয়ায়েলের পুত্র মিথূশায়েল্‌,
১৯ ও মিথূশায়েলের পুত্র লেমক্‌। ঐ লেমকের দুই স্ত্রী,
এক স্ত্রীর নাম আদা ও অন্যের নাম সিল্লা ছিল।
২০ ঐ আদার গর্ভ্ভে উৎপন্ন যে যাবল্‌, সে তাম্বুগৃহবাসি
২১ পশুপালকদের আদিপুরুষ ছিল। এবং যূবল্‌ নামে
তাহার এক ভ্রাতা বীণাবাদকদের ও বংশীবাদকদের
২২ আদিপুরুষ ছিল। আর সিল্লার গর্ভ্ভজাত তূবল্‌কাবিল্‌
নামে পুত্র পিত্তলের ও লৌহের নানা প্রকার কর্ম্ম
করিতে নিপুণ ছিল; ঐ তূবল্‌কাবিলের নয়মা নাম্নী
২৩ এক ভগিনী ছিল। পরে লেমক্‌ আপন স্ত্রীদিগকে কহিল,
হে আদা ও হে সিল্লা, তোমরা আমার কথা শুন;
হে আমার নারীগণ, আমার বাক্যে মনোযোগ কর;
আমি আক্রান্ত হওয়াতে এক মনুষ্যকে, ও আঘাত প্রাপ্ত
২৪ হওয়াতে এক যুবকে বধ করিলাম। যদ্যপি কাবিলের
বধের প্রতিফল সাত গুণ হয়, তবে আমার বধের প্রতি-
ফল সাতাত্তর গুণ হইবে।
২৫ অনন্তর আদম্‌ পুনর্ব্বার হবা স্ত্রীতে উপগত হইলে সে
গর্ভ্ভবতী হইয়া আর এক পুত্র প্রসব করিল, এবং কাবিল্‌
কর্তৃক হত হাবিলের প্রতিনিধিস্বরূপ আর এক পুত্র

পরমেশ্বর আমাকে দিলেন, ইহা কহিয়া সে তাহার নাম
শেৎ (প্রতিনিধি) রাখিল। পরে ঐ শেতের এক পুত্র ২৬
জন্মিলে সে তাহার নাম ইনোশ্ রাখিল; তৎকালে
লোকেরা পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

৫ অধ্যায়।

আদমের বংশাবলির বিবরণ। যে দিনে ঈশ্বর মনু- ১
ষ্যের সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনে আপন সাদৃশ্যে তাহার
সৃষ্টি করিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি ২
করিলেন; এবং সেই দিনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ
করিয়া আদম্ (মনুষ্য) এই নাম দিলেন। এবং আদমের ৩
এক শত ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে তাহার সদৃশ ও
তুল্য এক পুত্র জন্মিলে তাহার নাম শেৎ রাখিল। এই ৪
শেতের জন্মের পরে আদম আট শত বৎসর জীবৎ
থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ নয় ৫
শত ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

পরে শেতের এক শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে ইনোশ্ ৬
নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর ৭
শেৎ আট শত সাত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান
সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত বারো বৎসর বয়সে ৮
তাহার মৃত্যু হইল।

ইনোশের নব্বই বৎসর বয়স হইলে কৈনন্ নামে ৯
তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর ইনোশ্ ১০
আট শত পনের বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান
সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত পাঁচ বৎসর বয়সের ১১
সময়ে তাহার মৃত্যু হইল।

ঐ কৈননের সত্তর সৎসর বয়স হইলে মহললেল্ নামে ১২
তাহার এক পত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর কৈনন্ ১৩
আট শত চল্লিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান
সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত দশ বৎসর বয়- ১৪
সের সময়ে তাহার মৃত্যু হইল।

১৫ ঐ মহললেলের পঁয়ষষ্টি বৎসর বয়স হইলে যেরদ্
১৬ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর মহ-
ললেল্ আট শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো
১৭ সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ আট শত পঁচানব্বই
বৎসর বয়সের সময়ে তাহার মৃত্যু হইল।

১৮ যেরদের এক শত বাষষ্টি বৎসর বয়স হইলে হনোক্
১৯ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর যেরদ্
আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির
২০ জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত বাষষ্টি বৎসর বয়সের
সময়ে তাহার মৃত্যু হইল।

২১ হনোকের পঁয়ষষ্টি বৎসর বয়স হইলে মিথূশেলহ
২২ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর
হানোক তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহিত গমনা-
২৩ গমন করিল, এবং আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। সে
ঈশ্বরের সহগামী হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত পঁয়ষষ্টি বৎ-
২৪ সর বয়সের সময়ে অন্তর্হিত হইল; ফলতঃ ঈশ্বর তা-
হাকে আপনার নিকটে লইয়া গেলেন।

২৫ পরে মিথূশেলহের এক শত সাতাশি বৎসর বয়স হই-
২৬ লে লেমক্ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের
পর সে সাত শত বিরাশি বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো
২৭ সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত ঊনসত্তরি
বৎসর বয়সের সময়ে তাহার মৃত্যু হইল।

২৮ অনন্তর লেমকের এক শত বিরাশি বৎসর বয়সের
২৯ সময়ে তাহার এক পুত্র হইলে, ভূমিতে আমাদের পরি-
শ্রম ও ক্লেশজনক ঈশ্বরের যে অভিশাপ আছে, তদ্বি-
ষয়ে ঐ পুত্র আমাদের সান্ত্বনা জন্মাইবে, ইহা ভাবিয়া
৩০ লেমক ঐ পুত্রের নাম নোহ (সান্ত্বনাকারী) রাখিল। ঐ
নোহের জন্মের পর লেমক্ পাঁচ শত পঁচানব্বই বৎসর
৩১ জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্ব-
শুদ্ধ সাত শত সাতাত্তরি বৎসর বয়সের সময়ে তাহার

মৃত্যু হইল। পরে নোহের পাঁচ শত বৎসর বয়স হইলে ৩২
শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে তাহার তিন পুত্র জন্মিল।

৬ অধ্যায়।

এই রূপে পৃথিবীতে মনুষ্যের বৃদ্ধি হইলে ও অনেক ২ ১
কন্যা জন্মিলে, ঈশ্বরীয় লোকেরা ঐহিক লোকদের কন্যা- ২
গণকে পরম সুন্দরী দেখিয়া আপন ২ ইচ্ছামতে প্রত্যেক
জন বিবাহ করিতে লাগিল। অতএব পরমেশ্বর কহি- ৩
লেন, আমার আত্মা মনুষ্যের সহবাসে সর্ব্বদা থাকি-
বেন না, কেননা তাহারা পাপেতে মাংসপিণ্ডমাত্র; তা-
হাদের জীবৎকাল কেবল এক শত বিশ বৎসর হইবে।
ঐ সময়ে পৃথিবীতে মহাবীর ছিল, এবং ঈশ্বরীয় লোক- ৪
দের ঔরসে ঐহিক লোকদের কন্যাগণের গর্ভজাত
অনেক ২ সন্তান ছিল; তাহারা পূর্ব্বকালে পরাক্রমী ও
প্রসিদ্ধ বীর ছিল।

অপর ঈশ্বর পৃথিবীতে মনুষ্যদের নানা অত্যাচার ও ৫
সর্ব্বদা অন্তঃকরণের কল্পনা কেবল দুষ্ট, ইহা দেখি-
লেন; এবং পরমেশ্বর পৃথিবীতে আপনার মনুষ্য সৃষ্টি ৬
করণ নিমিত্তে শোক ও মনেতে অনুতাপ করিয়া কহি-
লেন, আমি মনুষ্য ও উরোগামি ও পদগামি জন্তু ও ৭
খেচর পক্ষি প্রভৃতি যে সকল পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি,
সে সকলকেই নষ্ট করিব; কেননা ইহাদের সৃষ্টি করণ
প্রযুক্ত আমার অনুতাপ হইতেছে। কিন্তু নোহ পরমে- ৮
শ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হইল।

নোহের বংশাবলির বিবরণ। ঐ নোহ আপন বংশে ৯
সাধু ও ধার্ম্মিক হইয়া ঈশ্বরের সহগামী ছিল। এবং ১০
শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে তাহার তিন পুত্র ছিল।
অপর পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে দুষ্ট, এবং দৌরাত্ম্যে ১১
পরিপূর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী দুষ্ট ও পৃথিবীস্থ তাবৎ ১২
প্রাণির পথ সদোষ, ইহা ঈশ্বর পৃথিবীতে অবলোকন
করিয়া দেখিলেন। তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, আ- ১৩

মার গোচরে সকল মনুষ্যের অন্তিম কাল উপস্থিত,
কেননা তাহাদের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী পরিপূর্ণ হওয়াতে
১৪ আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বিনাশ করিব। তুমি
গোফর্ কাষ্ঠদ্বারা এক জাহাজ নির্ম্মাণ কর; এবং তা-
হার মধ্যে কুঠরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতরে বা-
১৫ হিরে ধুনা দিয়া লেপন কর। এবং তাহার দীর্ঘতা
তিন শত হস্ত, ও প্রস্থতা পঞ্চাশ হস্ত, ও উচ্চতা ত্রিশ
১৬ হস্ত; এই প্রকারে তাহার নির্ম্মাণ কর। এবং তাহার
ছাতের এক হাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখ, ও
তাহার পার্শ্বে দ্বার রাখ, এবং তাহার প্রথম ও দ্বিতীয়
১৭ ও তৃতীয় তালা নির্ম্মাণ কর। কেননা আমি আকাশের
নীচস্থ তাবৎ প্রাণিকে নষ্ট করণার্থে পৃথিবীতে জল-
প্লাবন করিব, তাহাতে পৃথিবীর তাবৎ প্রাণী প্রাণত্যাগ
১৮ করিবে। কিন্তু তোমার সহিত আমি নিয়ম স্থির করি;
তাহাতে তুমি আপন পুত্রগণকে ও স্ত্রীকে ও পুত্রবধূ-
১৯ দিগকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে আরোহণ করিবা। প্রত্যেক
জাত্যনুসারে সমস্ত জীব জন্তুর স্ত্রী ও পুরুষ যুগ্ম ২ লইয়া
প্রাণ রক্ষার্থে তাহাদিগকে আপনার সহিত জাহাজে আন;
২০ ফলতঃ পক্ষী ও পশু ও পৃথিবীতে উরোগামী দুই ২
আপন জাত্যনুসারে প্রাণ রক্ষার্থে তোমার নিকটে যা-
২১ ইবে। এবং তোমাদের ও ইহাদের আহারার্থে উপ-
২২ যুক্ত সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে সঞ্চয় কর। তা-
হাতে নোহ সেই রূপ করিল, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তা-
বৎ কর্ম্ম করিল।

৭ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি সপরিবারে জা-
হাজে আরোহণ কর, কেননা এই কালে তোমাকেই
২ সাধু দেখিতেছি। অতএব পৃথিবীতে যেন এই সক-
লের বংশ থাকে, তন্নিমিত্তে শুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া
প্রত্যেক জাতির সাত যোড়া, এবং অশুচি পশুর স্ত্রী-

পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির দুই যোড়া, এবং খেচর ৩
পক্ষিগণের স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত যোড়া
আপনার সঙ্গে লও। কেননা সপ্তাহের পর আমি ৪
চল্লিশ দিবারাত্রি পৃথিবীতে বৃষ্টি করাইব, এবং পৃথি-
বীস্থিত আমার সৃষ্ট তাবৎ প্রাণী বিনষ্ট করিব। তখন ৫
নোহ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাবৎ কর্ম্ম করিল।
এই নোহের ছয় শত বৎসর বয়সের সময়ে পৃথিবীতে ৬
জলপ্লাবন হইল।

পরে জলপ্লাবনের ভয়ে নোহ ও তাহার স্ত্রী ও ৭
পুত্রগণ এবং পুত্রবধূগণ সকলে জাহাজে আরোহণ
করিল। এবং নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে শুচি ৮
ও অশুচি পশু ও পক্ষী ও ভূচর ও উরোগামি জন্তুগণ ৯
যোড়া ২ জাহাজে আরোহণ করিল। পরে সপ্তাহ গত ১০
হইলে পৃথিবীতে জলপ্লাবনের আরম্ভ হইল। তাহাতে ১১
নোহের বয়সের ছয় শত বৎসর দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ
দিনে মহাসমুদ্রের সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং
আকাশস্থ মেঘদ্বার সকল মুক্ত হইল। তাহাতে পৃথি- ১২
বীতে চল্লিশ দিবারাত্রি মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল।
সে দিনে নোহ ও তাহার স্ত্রী, ও শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ ১৩
নামক তিন পুত্র ও পুত্রবধূগণ জাহাজে আরোহণ করিল।
এবং প্রত্যেক জাতীয় গ্রাম্য ও বন্যপশু ও প্রত্যেক ১৪
জাতীয় উরোগামি জন্তু এবং প্রত্যেক জাতীয় ভূচর ও
খেচর পক্ষী, তাবৎ সজীব প্রাণী স্ত্রীপুরুষ যুগ্ম ২ হইয়া ১৫
নোহের নিকটে জাহাজে আরোহণ করিল। এবং ঈশ্ব- ১৬
রের আজ্ঞানুসারে তাবৎ প্রাণির স্ত্রীপুরুষ যোড়া ২ আ-
রোহণ করিলে পর পরমেশ্বর দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

এই রূপে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত প্লাবন হইল, ১৭
এবং জল বৃদ্ধি পাইলে জাহাজ মৃত্তিকা ছাড়িয়া ভাষিয়া
উঠিল। পরে ক্রমে২ পৃথিবীতে অতিশয় জলবৃদ্ধি ১৮
হইলে জাহাজ ভাষিয়া গেল। এই রূপে পৃথিবীতে ১৯

অত্যন্ত জল বাড়িল; তাহাতে আকাশের নীচস্থ তাবৎ
২০ মহাপর্ব্বত মগ্ন হইল, ও তাহার উপরে পনের হস্ত
২১ জল উঠিলে সকল পর্ব্বত মগ্ন হইল। তাহাতে ভূচর তা-
বৎ প্রাণী মরিল; ফলতঃ পক্ষী এবং গ্রাম্য ও বন্য
২২ পশু ও পৃথিবীর উরোগামি জন্তু ও মনুষ্য ও শুষ্ক
২৩ ভূমিস্থ তাবৎ প্রাণী মরিল। এই রূপে পৃথিবীর উপরিস্থ
প্রত্যেক প্রাণী, অর্থাৎ মনুষ্য ও পশু ও উরোগামি জন্তু ও
আকাশীয় পক্ষি সকল বিনষ্ট হইল; পৃথিবীতে সমস্তই
বিনষ্ট হইল, কেবল নোহ ও তাহার সঙ্গী জাহাজস্থ
২৪ প্রাণিরা বাঁচিল। এই রূপে পৃথিবী জলপ্লাবিত হইলে
এক শত পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত জল থাকিল।

৮ অধ্যায়।

১ পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার সঙ্গি জাহাজস্থিত পশ্বাদি
তাবৎ প্রাণিকে স্মরণ করিয়া পৃথিবীতে প্রবল বায়ু বহা-
২ ইলে জল নিবৃত্ত হইল। এবং মহাসমুদ্রের উনুই ও আকা-
শের মেঘদ্বার সকল বন্ধ হইলে আকাশের বৃষ্টি নিবৃত্ত
৩ হইল। তাহাতে ক্রমে২ জল বহিয়া এক শত পঞ্চাশ দিনে
৪ হ্রাস পাইল; এবং সপ্তম মাসের সপ্তদশ দিনে অরারট্
৫ নামক পর্ব্বতের উপরে জাহাজ লাগিয়া রহিল। পরে
ক্রমে২ দশ মাস পর্য্যন্ত জল বহিয়া অল্পতর হইল;
ঐ দশ মাসের প্রথম দিনে পর্ব্বতগণের শৃঙ্গ দৃষ্ট হইল।
৬ অপর আরো চল্লিশ দিন গত হইলে নোহ আপন
নির্ম্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলিয়া একটা দাঁড়কাককে
৭ উড়াইয়া দিল। তাহাতে সে পৃথিবীর জল শুষ্ক হওন
৮ পর্য্যন্ত গতায়াত করিল। পরে নোহ ভূমির জলহ্রাস
বুঝিবার জন্যে পুনর্ব্বার এক কপোতকে উড়াইয়া দিল।
৯ তাহাতে পৃথিবী জলাচ্ছাদিত প্রযুক্ত সে পদার্পণ করিবার
স্থান না পাইয়া পুনর্ব্বার জাহাজে তাহার নিকটে প্রত্যা-
গমন করিল; তখন নোহ হস্ত বিস্তার করিয়া কপোতকে
ধরিয়া জাহাজের ভিতরে আপনার নিকটে আনিল।

অপর আর সপ্তাহ বিলম্বে নোহ জাহাজহইতে সেই ১০
কপোতকে উড়াইয়া দিল। তাহাতে সে চঞ্চুদ্বারা জিত- ১১
বৃক্ষের এক পত্র ছিড়িয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে তাহার নিকটে
ফিরিয়া আইল; তাহাতে পৃথিবীর জলের আরো হ্রাস
হইয়াছে, নোহ ইহা বুঝিল। পরে আর এক সপ্তাহ ১২
গত হইলে নোহ সেই কপোতকে উড়াইয়া দিল,
কিন্তু সে তাহার নিকটে আর ফিরিয়া আইল না।
নোহের বয়সের ছয় শত এক বৎসরের প্রথম মাসের ১৩
প্রথম দিনে পৃথিবীতে জল শুষ্ক হওনের উপক্রম
হইল; তাহাতে নোহ জাহাজের ছাত খুলিয়া অব-
লোকন করিয়া ভূমিকে শুষ্ক দেখিল। এই রূপে দ্বিতীয় ১৪
মাসের সাতাইশ দিনে পৃথিবী শুষ্ক হইল।

পরে ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি এখন আপন স্ত্রী ১৫
ও পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজহইতে ১৬
নাম। এবং তোমার সহিত যে পশু ও পক্ষী ও পৃথিবীর ১৭
উরোগামী প্রভৃতি জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে তোমার
সঙ্গে বাহিরে আন; তাহাতে তাহারা পৃথিবীতে অনেক
হউক এবং পৃথিবীতে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হউক। তখন ১৮
নোহ আপন স্ত্রী ও পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া
জাহাজহইতে নামিল। এবং স্ব ২ জাত্যনুসারে প্রত্যেক ১৯
পশু ও পক্ষী ও উরোগামী ও তাবৎ ভূচর জন্তু নির্গত
হইল।

অনন্তর নোহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ ২০
করিয়া কতক শুচি পশু ও শুচি পক্ষী লইয়া বেদির
উপরে হোম করিল। তাহাতে পরমেশ্বর তাহার সৌরভ ২১
আঘ্রাণ করিয়া মনে ২ কহিলেন, মনুষ্যদের দোষে
পৃথিবীকে আর অভিশাপ দিব না; যদ্যপি বাল্যকালা-
বধি মনুষ্যের মনের কল্পনা দুষ্ট, তথাপি যেমত করি-
লাম, সেমত আর কখনো তাবৎ প্রাণিকে সংহার করিব
না। যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকে, তাবৎ বপনের ও ছেদনের ২২

সময়, এবং শীত ও গ্রীষ্ম, এবং গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল,
এবং দিবা ও রাত্রি, এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না।

৯ অধ্যায়।

১ পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার পুত্রগণকে এই আশী-
র্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া পৃথি-
২ বীকে পরিপূর্ণ কর। পৃথিবীর তাবৎ পশু ও খেচর পক্ষী-
ও ভূচর উরোগামী জন্তু ও সমুদ্রের মৎস্য সকলেই
তোমাদেরহইতে ভীত ও শঙ্কাযুক্ত হইবে, এই সকল
৩ তোমাদের হস্তে সমর্পিত আছে। প্রত্যেক গমনশীল
প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে, আমি হরিদ ওষধির
৪ ন্যায় এই সকল তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু সজীবন
৫ অর্থাৎ সরক্ত মাংস ভোজন করিও না। আমি তোমাদেরও
জীবনরূপ রক্তপাতের পরিশোধ লইব; আমি পশুর
নিকটে ও মনুষ্যের নিকটেও তাহার পরিশোধ লইব;
প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটেই মনুষ্যের জীবনের পরি-
৬ শোধ লইব। যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে,
মনুষ্যকর্ত্তৃক তাহার রক্তপাত হইবে; কেননা পরমেশ্বর
৭ আপন সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা
প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীতে বহুতর হইয়া
বর্দ্ধিষ্ণু হও।

৮ অপর ঈশ্বর নোহকে ও তাহার সঙ্গি পুত্রগণকে
৯ কহিলেন, দেখ, তোমাদের ও তোমাদের ভাবিবংশের
১০ ও তোমাদের সঙ্গি জাহাজহইতে নির্গত গ্রাম্য ও বন্য
পশু ও পক্ষি প্রভৃতি পৃথিবীস্থ তাবৎ প্রাণির সহিত
১১ আমি নিয়ম স্থির করি। আমি তোমাদের সহিত এই
নিয়ম স্থির করি, জলপ্লাবনের দ্বারা তাবৎ প্রাণী
আর বিনষ্ট হইবে না; এবং জলপ্লাবনের দ্বারা
১২ পৃথিবীও আর কখনো বিনষ্ট হইবে না। ঈশ্বর আরো
কহিলেন, আমি তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গি তাবৎ
প্রাণির ও ভাবিবংশের সহিত যে নিয়ম স্থির করি,

তাহার এই এক চিহ্ন থাকিবে। আমি মেঘে আপন ১৩
ধনুঃ স্থাপন করি, তাহা পৃথিবীর সহিত আমার নিয়-
মের চিহ্ন হইবে। যে সময়ে আমি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মেঘের ১৪
সঞ্চার করিব, এবং সেই মেঘধনু দৃষ্ট হইবে, তৎকালে ১৫
তোমাদের ও প্রত্যেক প্রকার প্রাণির সহিত আমার
এই নিয়ম আছে, ইহা আমার স্মরণে হইলে তাবৎ
প্রাণি বিনাশের জন্যে আর জলপ্লাবন হইবে না।
কেননা মেঘধনুকের প্রতি আমার দৃষ্টিপাত হইলে পৃথি- ১৬
বীস্থ তাবৎ প্রাণির সহিত আমার চিরস্থায়ি নিয়ম
আছে, ইহা আমার স্মরণে আসিবে। ঈশ্বর নোহকে ১৭
কহিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণির সহিত আমার স্থাপিত
নিয়মের এই লক্ষণ হইবে।

ঐ শাম ও হাম্ ও যেফৎ নামে নোহের যে তিন পুত্র ১৮
জাহাজহইতে বহির্গত হইল, তাহাদের মধ্যে হাম্ কিনান্
বংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিল। নোহের এই তিন পুত্রের ১৯
বংশতে তাবৎ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। পরে নোহ কৃষি- ২০
কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিল। তাহাতে সে ২১
দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হইয়া তাম্বুর মধ্যে বিবস্ত্র
হইয়া পড়িল। তাহাতে কিনানের পিতা হাম্ আপন ২২
পিতাকে উলঙ্গ দেখিয়া বাহিরে আপন দুই ভ্রাতাকে
সমাচার দিল। তখন শাম্ ও যেফৎ তাহার বস্ত্র লইয়া ২৩
স্কন্ধেতে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া উলঙ্গ পিতাকে আচ্ছা-
দিত করিল; তাহারা পশ্চাৎ হাঁটিয়া পিতার উলঙ্গতা
দেখিল না। পরে নোহ দ্রাক্ষারসের নিদ্রাহইতে ২৪
জাগৃত হইয়া আপন কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ জানিয়া
কহিল, কিনান্ অভিশপ্ত হউক, সে আপন ভ্রাতাদের ২৫
দাসানুদাস হইবে। সে আরো কহিল, শামের প্রভু ২৬
পরমেশ্বর ধন্য হউন্; কিনান্ শামের দাস হইবে, ও
ঈশ্বর যেফতের উন্নতি করিবেন; তাহাতে সে শামের ২৭
তাম্বুতে বাস করিবে, ও কিনান্ তাহার দাস হইবে।

২৮ জলপ্লাবনের পরে নোহ আর তিন শত পঞ্চাশ
২৯ বৎসর বাঁচিল। এবং নোহ সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত পঞ্চাশ
বৎসর বয়সের সময়ে প্রাণত্যাগ করিল।

১০ অধ্যায়।

১ ঐ নোহের শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামক তিন পুত্রের
বংশাবলি। জলপ্লাবনের পরে তাহাদের এই সকল
২ সন্তান সন্ততি হয়। গোমর্ ও মাজূজ্ ও মাদয়্ ও যূনান্ ও
৩ তূবল্ ও মেশক্ ও তীরস্, ইহারা যেফতের পুত্র। অস্কিনস্
৪ ও রীফৎ ও তোগর্ম, ইহারা গোমরের পুত্র। এবং ইলীশা
ও তর্শীশ ও কিত্তীম্ ও দোদানীম ইহারা যূনানের
৫ পুত্র। এই সকল হইতে নানা উপদ্বীপের দেবপূজকগণ
স্থানে২ বিভক্ত হইল, এবং সকলের পৃথক২ ভাষা
ও বংশ ও জাতি হইল।

৬ এবং কূশ্ ও মিসর্ ও পূট্ ও কিনান্, ইহারা হামের
৭ পুত্র। সিবা ও হবীলা ও সব্তা ও রয়মা ও সব্তিকা, ইহারা
৮ কূশের পুত্র; এবং রয়মার পুত্র শিবা ও দিদন্। এবং
কূশের পুত্র নিম্রোদ্; সে পৃথিবীর মধ্যে পরাক্রমী হইতে
৯ লাগিল, ও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ হইল;
অতএব লোকেরা অদ্যাপি এই দৃষ্টান্ত কহে, পরমে-
১০ শ্বরের সাক্ষাতে নিম্রোদের তুল্য পরাক্রান্ত ব্যাধ। এবং
শিনিয়র্ দেশে বাবিল্ ও এরক্ ও অক্কদ্ ও কল্নী,
১১ এই সকল নগর তাহার প্রথম রাজ্য হইল। সে তথা-
হইতে অশূরিয়া দেশে গিয়া নিনিবী ও রিহোবোৎ
১২ ও কেলহ ও নিনিবীর ও কেলহের মধ্যস্থিত মহানগর
১৩ রেষন্, এই সকল নগরের পত্তন করিল। এবং লূদীয় ও
১৪ অনামীয় ও লিহাবীয় ও নপ্তুহীয় ও পথ্রুষীয় ও পিলে-
ষ্টিয়দের আদিপুরুষ কস্লূহীয় এবং কপ্তোরীয়, এই
১৫ সকল মিসরের পুত্র। ঐ কিনানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীদোন্,
১৬ তাহার পর হেৎ ও যিবূষীয় ও ইমোরীয় ও গির্গাশীয় ও
১৭ হিব্বীয় ও অর্কীয় ও সীনীয় ও অর্বদীয় ও সিমারীয় ও

হমাতীয়, এই সকল পুত্রেতে কিনান্ দেশ ব্যাপিয়া গেল। ১৮
তাহাতে সীদোন্ হইতে গিররের দিগে অসা অবধি এবং ১৯
সিদোম্ ও অমোরা ও অদ্মা ও সিবোয়িম্ ও লেশা
পর্য্যন্ত কিনানীয়দের বসতির সীমা ছিল। এই সকলেই ২০
হামের বংশ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠী ও ভাষা ও
দেশ ও জাতির ভেদ ছিল।

জ্যেষ্ঠ যেফতের ভ্রাতা যে শাম্, তাহারও সন্তান সন্ততি ২১
ছিল, এবং সে ইব্রীয় লোকের আদিপুরুষ ছিল। তাহার ২২
এই সকল বংশ, এলম্ ও অশ্বর্ ও অর্ফক্ষদ্ ও লূদ্ ও
অরাম্। ঐ অরামের বংশ ঊষ্ ও হূল্ ও গেথর ও ২৩
মশ্। এবং অর্ফক্ষদের বংশ শেলহ, ও শেলহের পুত্র ২৪
এবর্। ঐ এবরের দুই পুত্র; একের নাম পেলগ্ ২৫
(ভাগ,) কেননা তৎকালে পৃথিবী বিভক্তা হইল; তাহার
ভ্রাতার নাম যক্তন্। এবং যক্তনের পুত্র অল্মোদদ্ ও ২৬
শেলফ্ ও হৎসর্মাবৎ ও যেরহ ও হদোরাম্ ও ঊষল্ ও ২৭
দিক্ল ও ওবল্ ও অবীমায়েল্ ও শিবা ও ওফীর্ ও হবীলা ২৮
ও যোবব্; এ সকল যক্তনের বংশ। মেষা অবধি পূর্ব্ব- ৩০
দিগের সিফর্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাহাদের বসতি ছিল।
এই সকলেই শামের বংশ; ইহাদের মধ্যে দেশ ও গোষ্ঠী ৩১
ও ভাষা ও জাতি ভেদ ছিল। এই সকলের গোষ্ঠী ও জাতি ৩২
ভেদ থাকিলেও তাহারা নোহের পুত্রদের বংশ ছিল;
এবং জলপ্লাবনের পরে ইহাদের হইতে নানা জাতি
পৃথিবীতে বিভক্ত হইল।

১১ অধ্যায়।

পূর্ব্বে পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকের এক ভাষা ও একরূপ ১
উচ্চারণ ছিল। পরে লোকেরা পূর্ব্বদিগে ভ্রমণ করিতে ২ ২
শিনিয়র্ দেশের এক প্রান্তর পাইয়া সে স্থানে বসতি
করিল। এবং পরস্পর পরামর্শ করিল, আইস, আমরা ৩
ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া উত্তমরূপে দগ্ধ করি; ইহাতে তা-
হাদের প্রস্তরের পরিবর্ত্তে ইষ্টক হইল, ও চূণের পরি-

৪ বর্ত্তে শিলাজতু হইল। পরে তাহারা কহিল, আইস, আ-
মরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগনস্পর্শ এক
উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করি; তাহাতে আমাদের সুখ্যাতি হইবে
৫ এবং আমরা তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন হইব না। পরে
ঐ মনুষ্যেরা যে নগর ও গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল, পর-
৬ মেশ্বর তাহা দেখিতে নামিয়া আইলেন। পরমেশ্বর কহি-
য়াছিলেন, দেখ, ইহারা সকলেই এক জাতি এবং ইহা-
দের ভাষাও এক, এবং তাহারা এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই-
তেছে; এবং এখন যাহা২ করিতে মনস্থ করিতেছে, তাহা-
৭ হইতে নিবৃত্ত হইবে না। অতএব তাহারা যেন আপনাদের
ভাষা আপনারা পরস্পর বুঝিতে না পারে, এই জন্যে
আইস, আমরা নীচে সে স্থানে গিয়া তাহাদের ভাষার
৮ ভেদ জন্মাই। এই রূপে পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাবৎ
পৃথিবীর দিগদিগন্তরে ভিন্নভিন্ন করিলে তাহাদের নগর
৯ পত্তনের নিবৃত্তি হইল। এই নিমিত্তে সেই নগরের নাম
বাবিল্ (ভেদ) থাকিল; কেননা পরমেশ্বর তাবৎ পৃথি-
বীর ভাষার ভেদ জন্মাইয়া তথাহইতে তাহাদিগকে তাবৎ
পৃথিবীতে ভিন্নভিন্ন করিলেন।
১০ শামের বংশাবলি। জলপ্লাবনের পরে দুই বৎসর
গত হইলে শামের এক শত বৎসর বয়সে অর্ফক্ষদ্ নামে
১১ তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর শাম্ পাঁচ
শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম
১২ দিল। এবং অর্ফক্ষদের পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে
১৩ শেলহ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর
অর্ফক্ষদ্ চারিশত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো
১৪ সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। এবং শেলহের ত্রিশ বৎসর বয়স
১৫ হইলে এবর্ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের
পর শেলহ চারিশত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো
১৬ সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। এবং এবরের চৌত্রিশ বৎসর
১৭ বয়স হইলে পেলগ্ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার

জন্মের পর এবর্ চারিশত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া
আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। এবং পেলগের ত্রিশ ১৮
বৎসর বয়স হইলে রিয়ূ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল।
তাহার জন্মের পর পেলগ্ দুইশত নয় বৎসর জীবৎ থা- ১৯
কিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। এবং রিয়ূর বত্রিশ ২০
বৎসর বয়স হইলে সিরুগ্ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল।
তাহার জন্মের পর রিয়ূ দুইশত বৎসর জীবৎ থাকিয়া ২১
আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। এবং সিরুগের ত্রিশ বৎ- ২২
সর বয়স হইলে নাহোর্ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল।
তাহার জন্মের পর সিরুগ্ দুই শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া ২৩
আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। এবং নাহোরের ঊনত্রিশ ২৪
বৎসর বয়স হইলে তেরহ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল।
তাহার জন্মের পর নাহোর্ এক শত ঊনিশ বৎসর জীবৎ ২৫
থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। এবং তেরহের ২৬
সত্তরি বৎসর বয়স হইলে ইব্রাম্ ও নাহোর্ ও হারণ্
নামে তাহার তিন পুত্র জন্মিল।

তেরহের বংশাবলি। ঐ তেরহের পুত্র ইব্রাম্ ও নাহোর্ ২৭
ও হারণ্। এবং হারণের পুত্র লোট্, কিন্তু হারণ্ আ- ২৮
পন পিতা তেরহের অগ্রে আপন জন্মস্থান কস্দীয়দের
ঊর্ নামক নগরে প্রাণত্যাগ করিল। পরে ইব্রাম্ ও না- ২৯
হোর্ বিবাহ করিল; ইব্রামের স্ত্রীর নাম সারী, ও নাহো-
রের স্ত্রীর নাম মিল্কা। ঐ নাহোরের স্ত্রী মিল্কা হারণের
কন্যা ছিল, ও ঐ হারণ্ মিল্কার ও যিষ্কার পিতা ছিল।

ঐ সারী বন্ধ্যা হইল; তাহার সন্তান হইল না। অনন্তর ৩০
তেরহ ইব্রাম্ পুত্রকে ও হারণের পুত্র লোট্ নামক পৌত্রকে ৩১
এবং ইব্রামের ভার্য্যা সারী নাম্নী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া
কস্দীয়দের ঊর্ নামক নগরহইতে কিনান্ দেশের
উদ্দেশে যাইতে২ হারণ্ নগরে উত্তরিয়া সে স্থানে বাস
করিল। পরে তেরহ ঐ হারণ্ নগরে থাকিয়া দুই শত ৩২
পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে প্রাণত্যাগ করিল।

১২ অধ্যায়।

১ অনন্তর পরমেশ্বর ইব্রাম্‌কে কহিলেন, তুমি আপন দেশ
ও জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া আমি
২ যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল। আমি তোমা-
হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ
৩ করিব, তাহাতে তুমি বিখ্যাত ও মঙ্গলদাতা হইবা। এবং
যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, আমি তাহাদিগকে
আশীর্ব্বাদ করিব; ও যাহারা তোমাকে অভিশাপ দেয়,
আমি তাহাদিগকে অভিশাপ দিব; তোমাহইতে পৃথিবীর
তাবৎ বংশ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

৪ পরে ইব্রাম্ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে গমন করিল,
তাহাতে লোট্‌ও তাহার সঙ্গে গেল। ইব্রামের হারণ্‌-
৫ হইতে গমন কালে পঁচাত্তর বৎসর বয়স ছিল। এই
রূপে ইব্রাম্ সারী ভার্য্যাকে ও ভ্রাতৃপুত্র লোট্‌কে এবং
হারণে প্রাপ্ত আপনাদের সঞ্চিত ধন ও দাসদাসীগণকে
লইয়া কিনান্‌দেশে যাইতে যাত্রা করিয়া সেই দেশে
উপস্থিত হইল।

৬ অনন্তর সেই দেশে ভ্রমণ করিতে ২ শিখিম্ স্থানের
নিকটস্থ মোরির প্রান্তরে উত্তরিল; তৎকালে কিনানীয়
৭ লোকেরা সেই দেশে বাস করিত। পরে পরমেশ্বর ইব্রা-
ম্‌কে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই
দেশ দিব; অতএব ইব্রাম্ সেই স্থানে দর্শনদাতা পরমে-
৮ শ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। পরে সে ঐ স্থান
ত্যাগ করিয়া বৈথেলের পূর্ব্বদিগের পর্ব্বতে গিয়া তাম্বু
স্থাপন করিল; তাহার পাশ্চমে বৈথেল্ ও পূর্ব্বদিগে
অয়্ নগর ছিল; এবং সে স্থানেও পরমেশ্বরের উদ্দেশে
এক যজ্ঞবেদি করিয়া তাঁহার নামে প্রার্থনা করিল।
৯ তাহার পরে ইব্রাম্ ভ্রমণ করিতে ২ আরো দক্ষিণ দেশে
গমন করিল।

১০ ঐ সময়ে সে দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে ইব্রাম্ মিসর্‌দেশে

বাস করিতে যাত্রা করিল; কেননা কিনান্ দেশে অতিশয়
দুর্ভিক্ষ বাড়িল। পরে মিসর্দেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত ১১
হইলে ইব্রাম্ নিজ পত্নী সারীকে কহিল, দেখ, তুমি
দেখিতে সুন্দরী, তাহা আমি জানি। এ কারণ মিস্রীয় ১২
লোকেরা তোমাকে দেখিয়া আমার ভার্য্যা জানিলে
আমাকে বধ করিয়া তোমাকে জীবৎ রাখিবে। অতএব ১৩
আমি বিনয় করি, তুমি আমার ভগিনী, এই কথা কহিও;
তাহাতে তোমাদ্বারা আমার মঙ্গল হইবে ও তোমাদ্বারা
আমার প্রাণ রক্ষা হইবে।

পরে ইব্রাম্ মিসরে প্রবেশ করিলে মিস্রীয় লোকেরা ১৪
ঐ স্ত্রীকে পরমসুন্দরী দেখিল। এবং রাজার অধ্যক্ষগণ ১৫
তাহাকে দেখিয়া রাজার সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা করিল;
তাহাতে সেই স্ত্রী রাজার বাটীতে আনীতা হইল। এবং ১৬
তন্নিমিত্তে রাজা ইব্রামকে সমাদর করিয়া তাহাকে মেষ ও
গোরু ও গর্দ্দভ ও গর্দ্দভী ও উষ্ট্রাদি এবং দাসদাসী দিল।
কিন্তু সেই নারী ইব্রামের ভার্য্যা, এই জন্যে পরমেশ্বর ১৭
সপরিবারে রাজার নানা মহাক্লেশ ঘটাইলেন। অতএব ১৮
রাজা ইব্রামকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত এ কি
ব্যবহার করিলা? ঐ নারী তোমার ভার্য্যা, এ কথা
আমাকে কেন কহিলা না? তাহাকে আপনার ভগিনী ১৯
কেন বলিলা? তাহাতে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে লই-
লাম; তুমি এখন তোমার সেই স্ত্রীকে লইয়া যাও। তখন ২০
রাজার আজ্ঞাতে ভৃত্যবর্গ সর্ব্বস্বের সহিত তাহাকে ও
তাহার স্ত্রীকে বিদায় করিল।

১৩ অধ্যায়।

তদনন্তর ইব্রাম্ ও তাহার স্ত্রী ও লোট্ সকলে সকল ১
সম্পত্তি লইয়া মিসর্হইতে গিয়া দক্ষিণ দেশে উত্তরিল।
ঐ ইব্রাম্ পশুতে ও স্বর্ণরূপ্যেতে অতিশয় ধনবান্ ছিল। ২
পরে সে পূর্ব্বযাত্রানুসারে দক্ষিণহইতে বৈথেল্দিগে ৩
যাইতে২ বৈথেলের ও অয়ের মধ্যবর্ত্তি যে স্থানে পূর্ব্বে

৪ তাহার তাম্বু স্থাপিত ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া
আপন পূর্ব্বনির্ম্মিত যজ্ঞবেদির নিকটে পরমেশ্বরের নাম
৫ লইয়া প্রার্থনা করিল। এবং ইব্রামের সঙ্গী যে লোট্,
৬ তাহারও অনেক ২ মেষ ও গো ও তাম্বু থাকাতে সেই দেশে
একত্র বাস সম্পোষ্য হইল না, তাহাদের প্রচুর সম্পত্তি
৭ হওয়াতে তাহারা একত্র বাস করিতে পারিল না। এবং
ইব্রামের পশুপালকদের ও লোটের পশুপালকদের
পরস্পর বিরোধ হইল; তৎকালে সেই দেশে কিনা-
৮ নীয় ও পিরিষীয় লোকেরা বসতি করিত। অতএব
ইব্রাম্ লোটকে কহিল, আমি তোমাকে বিনয় করি, তুমি
আমার জ্ঞাতি, তোমাতে ও আমাতে, এবং তোমার পশু-
পালকগণে ও আমার পশুপালকগণে বিরোধ না হউক্।
৯ তোমার সম্মুখে কি সমস্ত দেশ নাই? অতএব তোমাকে
বিনতি করি, তুমি আমাহইতে পৃথক হও; হয়, তুমি বামে
যাও, আমি দক্ষিণে যাই; কিম্বা তুমি দক্ষিণে যাও, আমি
বামে যাই।
১০ তখন লোট্ চক্ষু তুলিয়া দেখিল সোয়র্ দিগে যর্দ্দন
নদীর তাবৎ প্রান্তর পরমেশ্বরের উদ্যানের তুল্য মিসর্
দেশের ন্যায় সর্ব্বত্র জলস্থলে উত্তম বটে; কেননা তৎকালে
সিদোম্ ও অমোরা পরমেশ্বর কর্তৃক বিনষ্ট হয় নাই।
১১ অতএব লোট্ যর্দ্দনের তাবৎ প্রান্তর মনোনীত করিয়া
পূর্ব্বদিগে প্রস্থান করিল; এই রূপে তাহারা পরস্পর
১২ পৃথক্ হইল। তাহাতে ইব্রাম্ কিনান্ দেশে বাস করিল,
এবং লোট্ সেই প্রান্তরস্থিত সকল নগরের মধ্যে
১৩ সিদোম্ নগরের নিকটে তাম্বু স্থাপন করিল। ঐ সিদো-
মের লোকেরা অতি দুষ্ট ও পরমেশ্বরের গোচরে অতি
পাপিষ্ঠ হইল।
১৪ এই রূপে ইব্রাম্‌হইতে লোট্ পৃথক হইলে পর, পর-
মেশ্বর ইব্রাম্‌কে কহিলেন, তুমি এই স্থানহইতে চক্ষু তুলিয়া
১৫ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে দেখ। তুমি যত দূর দেখিতে

পাইবা, তাবৎ ভূমি চিরকালের নিমিত্তে তোমাকে ও
তোমার বংশকে দিব। এবং পৃথিবীর ধূলির ন্যায় তোমার ১৬
বংশ বৃদ্ধি করিব; কেহ যদি ধূলি গণিতে পারে, তবে
তোমার বংশ গণ্য হইবে। উঠ, এই দেশের দীর্ঘ প্রস্থে ১৭
ভ্রমণ কর, সেই তাবৎ ভূমি তোমাকে দিব। তখন ইব্রাম্ ১৮
তাম্বু তুলিয়া হিব্রোণের নিকটস্থ মম্রি নামক প্রান্তরে গিয়া
বাস করিল, এবং সেখানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক
যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল।

১৪ অধ্যায়।

অনন্তর শিনিয়রের অম্রাফল্ নামে রাজা, ও ইল্লাস- ১
রের অরিযোক্ নামে রাজা ও এলমের কিদর্লায়োমর্
নামে রাজা এবং অন্যজাতীয় তিদিয়ল্ নামে রাজা, ইহারা ২
সিদোমের বিরা নামক রাজার ও অমোরার বির্শা নামক
রাজার ও অদ্মার শিনাব্ নামক রাজার ও সিবোয়িমের
শিমেবর্ নামক রাজার ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রা-
জার সহিত যুদ্ধ করিল। তাহাতে সকলে সিদ্দীম্ প্রান্তরে ৩
অর্থাৎ লবণসমুদ্রে একত্র হইল। কারণ তাহারা দ্বাদশ ৪
বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কিদর্লায়োমর্ রাজার বশীভূত থাকিয়া
ত্রয়োদশ বৎসরে তাহার অবশ হইল। এই জন্যে চতুর্দ্দশ ৫
বৎসরে কিদর্লায়োমর্ রাজা আপন সহায় রাজগণের
সহিত আসিয়া অস্তিরোৎ-কর্ণয়িম্ দেশীয় রিফায়ীয়
লোকদিগকে ও হম্ দেশীয় সূষীয় লোকদিগকে ও শাবি-
কিরিয়াথয়িম্ দেশীয় এমীয় লোকদিগকে ও এল্পারণ্ ৬
প্রান্তর অবধি সেয়ীর্ পর্ব্বত নিবাসি হোরীয় লোকদিগকে
জয় করিল। এবং তাহারা তথাহইতে ফিরিয়া ঐন্মিস্প- ৭
টের অর্থাৎ কাদেশের মধ্য দিয়া গিয়া অমালেকীয়
লোকদের তাবৎ দেশকে ও হৎসসোন্-তামর্ নিবাসি
ইমোরীয় লোকদিগকে পরাস্ত করিল। অতএব সিদোমের ৮
রাজা ও অমোরার রাজা ও অদ্মার রাজা ও সিবোয়ি-
মের রাজা ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজা, এই পাঁচ ৯

রাজা একত্র হইয়া এলম্ দেশের কিদর্লায়োমর্ রাজার ও
অন্য জাতীয়দের তিদিয়ল্ রাজার ও শিনিয়রের অম্রা-
ফল্ রাজার ও ইল্লাসরের অরিয়োক্ রাজার, এই চারি
১০ রাজার সহিত সিদ্দীম্ প্রান্তরে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ
সিদ্দীম্ প্রান্তরে পঙ্কের খাত ছিল; তাহাতে সিদোমের
ও অমোরার রাজগণ পলাইতে তাহার মধ্যে পতিত
১১ হইল; এবং অবশিষ্টেরা পর্ব্বতে পলায়ন করিল। অতএব
তাহারা সিদোমের ও অমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও ভক্ষ্য
১২ দ্রব্য লুটিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। এবং ইব্রামের ভ্রাতৃ-
পুত্র সিদোম্ নিবাসি লোট্কে ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি
লইয়া গেল।

১৩ তখন এক জন পলায়ন করিয়া ইব্রীয় ইব্রাম্কে সমাচার
দিল; ঐ সময়ে ইব্রাম্ ইষ্কোলের ও আনেরের ভ্রাতা
ইমোরীয় মম্রির প্রান্তরে বাস করিতেছিল, এবং তাহারা
১৪ ইব্রামের সহায় ছিল। তখন ইব্রাম্ আপন ভ্রাতৃপুত্রকে
ধরিয়া লইয়া যাওনের সমাচার শুনিবামাত্র আপন গৃহজাত
তিন শত অষ্টাদশ শিক্ষিত ভৃত্যকে সজ্জা করিয়া শত্রু-
গণের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইয়া দান্ নগর পর্য্যন্ত গেল।
১৫ পরে আপন ভৃত্যগণকে দুই দল করিয়া রাত্রিকালে শত্রু-
গণের প্রতি আক্রমণ করিল, এবং দম্মেষকের বামস্থিত
১৬ হোবা নগর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এবং
সকল সম্পত্তি, বিশেষতঃ আপন ভ্রাতৃপুত্র লোট্ ও তাহার
স্ত্রীগণ ও সম্পত্তি, ও লোক সকলকে ফিরাইয়া আনিল।
১৭ এইরূপে ইব্রাম্ কিদর্লায়োমর্কে ও তাহার সহায়
রাজগণকে জয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলে পর, সিদোমের
রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শাবী প্রান্তরে অর্থাৎ
১৮ রাজার প্রান্তরে উপস্থিত হইল। এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্ব-
রের যাজনকারী মল্কীষেদক্ নামে শালমের রাজা রুটী
১৯ ও দ্রাক্ষারস লইয়া ইব্রাম্কে এই আশীর্ব্বাদ করিল, আ-
কাশের ও পৃথিবীর স্বামী সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর ইব্রামের

মঙ্গল করুন। সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর ধন্য হউন, তিনি তো- ২০
মার শত্রুগণকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলেন; তখন
ইব্রাম্ সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ তাহাকে দিল। অনন্তর ২১
সিদোমের রাজা ইব্রাম্‌কে কহিল, তুমি সমস্ত সম্পত্তি লও,
কিন্তু লোকদিগকে আমাকে দেও। তাহাতে ইব্রাম্ সিদো- ২২
মের রাজাকে উত্তর করিল, আমি আকাশের ও পৃথিবীর
স্বামি সর্ব্বোপরিস্থ প্রভু পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিয়া
কহিতেছি, আমার যুবলোকেরা যাহা ভোজন করিয়াছে, ২৩
এবং আমার সহকারি আনের্ ও ইষ্কোল্ ও মম্রি ইহা-
দের যে ভাগ প্রাপ্তব্য, তদ্ব্যতিরেকে যাহা আছে, তাহা
তোমার; আমি ইব্রাম্‌কে ধনবান্ করিয়াছি, এমত কথা ২৪
যেন না বল, এই জন্যে তোমার এক গাছ সূতা কি জুতার
বন্ধন রজ্জুও আমি লইব না।

১৫ অধ্যায়।

ঐ ঘটনার পরে পরমেশ্বর ইব্রাম্‌কে স্বপ্নবৎ দর্শন দিয়া এই ১
বাক্য কহিলেন, হে ইব্রাম্, ভয় করিও না, আমি তোমার
ঢাল ও মহাপুরস্কার স্বরূপ। তাহাতে ইব্রাম্ উত্তর করিল, ২
হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমাকে কি দিবা? আমি নিজে
নিঃসন্তান এবং এই দম্মেষকীয় ইলীয়েষর্ নামে আমার
গৃহের ধনাধিকারী আছে। ইব্রাম্ পুনশ্চ কহিল, দেখ, ৩
তুমি আমাকে সন্তান দিলা না, সুতরাং আমার গৃহজাত
কোন লোক আমার উত্তরাধিকারী হইবে। তখন ইব্রামের ৪
প্রতি পরমেশ্বর এই কথা কহিলেন, ঐ ব্যক্তি তোমার উত্ত-
রাধিকারী হইবে না, কিন্তু যে তোমার ঔরসে জন্মিবে,
সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবে। পরে তিনি তাহাকে ৫
বাহিরে আনিয়া কহিলেন, তুমি আকাশে দৃষ্টি করিয়া যদি
তারাগণ গণিতে পার, তবে গণিয়া বল। তিনি আরও
কহিলেন, এই রূপ তোমার বংশ হইবে। তখন সে পর- ৬
মেশ্বরেতে বিশ্বাস করিলে তিনি তাহার বিশ্বাসকে পুণ্যার্থে
গণনা করিলেন। পরে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, যিনি ৭

তোমাকে এই দেশ অধিকার দিতে কস্‌দীয়দের ঊর্‌ নগর-
৮ হইতে আনিলেন, সেই পরমেশ্বর আমি। তখন সে কহিল,
হে প্রভো পরমেশ্বর, আমি যে এই দেশের অধিকারী
৯ হইব, তাহা কিসে জানিব? পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি তিন
বৎসরের এক গোবৎসকে ও তিন বৎসরের এক ছাগীকে
ও তিন বৎসরের এক মেষকে এবং এক ঘুঘুকে ও এক
১০ কপোতকে আমার নিকটে আন। তাহাতে সে ঐ সকল
পশু তাহার নিকটে আনিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া এক খণ্ডের
অগ্রে অন্য খণ্ড রাখিল, কিন্তু পক্ষিগণকে দ্বিখণ্ড করিল
১১ না। পরে হিংস্র পক্ষিগণ সেই মৃত পশুদের উপরে না-
১২ মিলে ইব্রাম্‌ তাহাদিগকে খেদাইয়া দিল। পরে সূর্য্যের
অস্তগমন সময়ে ইব্রাম্‌ ঘোর নিদ্রিত হইয়া মহান্ধকারে
১৩ ভয়গ্রস্ত হইল। তখন পরমেশ্বর ইব্রাম্‌কে কহিলেন, তো-
মার সন্তানগণ চারি শত বৎসর পরদেশে থাকিয়া দাস্য
কর্ম্ম করিয়া ক্লেশ ভোগ করিবে, ইহা নিশ্চয় জা-
১৪ নিবা; কিন্তু যাহারা তাহাদিগকে দাস্য কর্ম্ম করাইবে,
আমি তাহাদের দণ্ড করিব; পরে তাহারা যথেষ্ট ধন
১৫ লইয়া সেই দেশহইতে নির্গত হইবে। এবং তুমি কুশলে
পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে যাইবা ও অতি বৃদ্ধাবস্থাতে কবর
১৬ প্রাপ্ত হইবা। এবং তোমার বংশের চতুর্থ পুরুষ এই
দেশে প্রত্যাগমন করিবে; কেননা অদ্যাপি ইমোরীয়
১৭ লোকদের পাপ সম্পূর্ণ হয় নাই। অপর সূর্য্য অস্তগত ও
অন্ধকার হইলে চূলার ধূম ও অগ্নিপ্রদীপ ঐ দুই ২ খণ্ডের
১৮ মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। এবং সেই দিনেই পরমেশ্বর
ইব্রামের সহিত নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিয়া কহিলেন, আমি
এই মিস্রীয় নদী অবধি ফরাৎ নামক বড় নদী পর্য্যন্ত
১৯ কেনীয়দের ও কিনসীয়দের ও কদ্‌মোনীয়দের ও হিত্তী-
২০ য়দের ও পিরিষীয়দের ও রিফায়ীয়দের ও ইমোরীয়দের
২১ ও কিনানীয়দের ও গির্গাশীয়দের ও যিবূষীয়দের তাবৎ
দেশ তোমার বংশকে দিব।

১৬ অধ্যায়।

ঐ ইব্রামের স্ত্রী সারী বন্ধ্যা ছিল, এবং মিস্রীয়া হাজিরা ১
নামে তাহার এক দাসী ছিল। তাহাতে সারী ইব্রাম্‌কে ২
কহিল, পরমেশ্বর আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; অতএব
আমি বিনতি করি, তুমি আমার এই দাসীতে উপগত
হও, তাহাতে আমি ইহাহইতে পুত্র পাইতে পারিব;
তখন ইব্রাম্ সারীর বাক্যে স্বীকৃত হইল। তাহাতে তাহার ৩
স্ত্রী সারী ঐ মিস্রীয়া হাজিরা দাসীকে লইয়া আপন স্বামি
ইব্রামের সহিত বিবাহ দিল; ঐ সময়ে ইব্রাম্ কিনান্‌দেশে
দশ বৎসর বসতি করিয়াছিল।
অপর ইব্রাম্ হাজিরাতে উপগত হইলে সে গর্ব্ভবতী ৪
হইল; এবং আপনার গর্ব্ভ হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া সে
নিজ কর্ত্রীকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে লাগিল। তাহাতে সারী ৫
ইব্রাম্‌কে কহিল, আমার প্রতি এই অন্যায়ের ফল তো-
মার হউক; আমি আপনার যে দাসীকে তোমার ক্রোড়ে
দিয়াছি, সে এখন আপন গর্ব্ভ জানিয়া আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান
করিতেছে; পরমেশ্বরই তোমার ও আমার বিচার করুন।
তাহাতে ইব্রাম্ সারীকে কহিল, দেখ, সে তোমার দাসী, ৬
তোমারই হস্তগতা আছে; তোমার ইচ্ছানুসারে তাহার
প্রতি কর; তাহাতে সারী হাজিরার প্রতি কঠিন ব্যবহার
করিলে সে তাহার নিকটহইতে পলায়ন করিল। পরে ৭
পরমেশ্বরের দূত শূরের পথে প্রান্তরের মধ্যে এক সজল
কূপের নিকটে তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, হে সারীর ৮
দাসি হাজিরা, তুমি কোথাহইতে আইলা? এবং কোথায়
যাইবা? তাহাতে সে কহিল, আমি আপন কর্ত্রী সারীর
নিকটহইতে পলাইতেছি। তখন পরমেশ্বরের দূত তা- ৯
হাকে কহিলেন, তুমি আপন কর্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া গিয়া
তাহার হস্তের বশীভূতা হও। আর পরমেশ্বরের দূত ১০
কহিলেন, আমি তোমার বংশের এমত বৃদ্ধি করিব, যে
বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে। পরমেশ্বরের দূত তাহাকে ১১

আরো কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ব্ভহইতে যে পুত্র জন্মিবে,
তাহার নাম ইস্মায়েল্ (ঈশ্বর শুনেন) রাখিবা, কেননা
১২ পরমেশ্বর তোমার দুঃখের কথা শুনিলেন। এবং সে
অবাধ্য পুরুষ হইবে, ও তাহার হস্ত সকলের বিরুদ্ধে
ও সকলের হস্ত তাহার বিরুদ্ধে থাকিবে; এবং সে নিজ
১৩ ভ্রাতৃগণের পূর্ব্বদিগে বসতি করিবে। অপর হাজিরা
আপনার সহিত কথোপকথন করিলেন যে পরমেশ্বর,
তাঁহার নাম মদ্দর্শক ঈশ্বর রাখিল; কেননা সে কহিল,
১৪ আমি কি মদ্দর্শককে দর্শন করি নাই? এবং সেই কূপের
নাম বের্-লহয়-রোয়ী (স্বয়ংজীবি মদ্দর্শকের কূপ)
রাখিল; সেই কূপ কাদেশের ও বেরদের মধ্যে আছে।
১৫ পরে হাজিরা পুত্র প্রসব করিলে ইব্রাম্ হাজিরাহইতে জাত
১৬ সেই পুত্রের নাম ইস্মায়েল্ রাখিল। ইব্রামের ছেয়াশী
বৎসর বয়সের সময়ে হাজিরা ইস্মায়েল্‌কে প্রসব করিল।

১৭ অধ্যায়।

১ ইব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে পরমেশ্বর তাহাকে
দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমার
২ সক্ষাতে ধর্ম্মাচরণ করিয়া সিদ্ধ হও। আমি তোমার সহিত
আপন নিয়ম স্থির করিয়া তোমার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি
৩ করিব। তখন ইব্রাম্ অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে ঈশ্বর তাহার
৪ সহিত আলাপ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, দেখ, আমিই
তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিতেছি, তুমি বহু-
৫ জাতির আদিপুরুষ হইবা। এবং তোমার নাম ইব্রাম্
(মহাপিতা) আর থাকিবে না, কিন্তু ইব্রাহাম্ (বহুলোকের
৬ পিতা) এই নাম হইবে কেননা আমি তোমাকে বহু-
জাতির আদিপুরুষ করিয়া তোমার অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি
করিব; এবং তোমাহইতে বহুজাতি জন্মাইব, ও রাজ-
৭ গণ তোমাহইতে উৎপন্ন হইবে। আমি তোমার ও
তোমার ভাবিবংশের বিষয়ে যে নিয়ম স্থির করি-
লাম, তাহা চিরস্থায়ী হইবে; তাহাতে আমি তোমার

ও তোমার ভাবিবংশের ঈশ্বর হইব। এবং তুমি ৮
এখন এই যে কিনান্ দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহা
সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবিবংশকে চির-
কাল অধিকারার্থে দিব, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর
হইব। আর ঈশ্বর ইব্রাহীম্‌কে কহিলেন, তুমি ও ৯
তোমার ভাবিবংশ পুরুষানুক্রমে আমার নিয়ম পালন
করিবা। তোমার ও তোমার ভাবিবংশের সহিত আমার ১০
এই যে নিয়ম, তাহা তোমরা পালন করিবা; তোমা-
দের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের ত্বকছেদ হইবে। তোমরা ১১
আপনাদের লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম চ্ছেদন করিলে তাহা তোমাদের
সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। পুরুষানুক্রমে ১২
তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের আট দিন বয়সে
ত্বকচ্ছেদন হইবে, এবং তোমার অনৌরসজাত বিদেশীয়
যে সন্তান তোমার গৃহে জাত কিম্বা মূল্যদ্বারা ক্রীত হয়,
তাহার ত্বকছেদ হইবে। এবং তোমার গৃহজাত কিম্বা ১৩
মূল্যদ্বারা ক্রীত বালকের ত্বকছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য; তা-
হাতে চিরকালের জন্যে তোমাদের মাংসেতে আমার
নিয়মের চিহ্ন থাকিবে। কিন্তু যে পুত্রসন্তানের লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ১৪
চ্ছেদন না হইবে, সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করাতে আপন
লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

তদনন্তর ঈশ্বর ইব্রাহীম্‌কে কহিলেন, তুমি আপন ১৫
ভার্য্যা সারীকে আর সারী (কুলীনা) বলিয়া ডাকিও না;
তাহার নাম সারা (রাজ্ঞী) হইল। আমি তাহাকে এই ১৬
বর দিতেছি, সে তোমার এক পুত্র প্রসব করিবে; আমি
তাহাকে এই বর দিতেছি, সে নানা জাতির আদিমাতা
হইবে, এবং তাহার বংশে নানা দেশীয় রাজগণ উৎপন্ন
হইবে। তখন ইব্রাহীম্ অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া হাসিয়া ১৭
মনে২ কহিল, কি পুরুষের শত বৎসর বয়সে সন্তান
জন্মিবে? নব্বই বৎসর বয়সে কি সারা পুত্র প্রসব করিবে?
তাহাতে ইব্রাহীম ঈশ্বরকে কহিল, ইস্‌মায়েল্ তোমার ১৮

১৯ গোচরে বাঁচিয়া থাকুক। তখন ঈশ্বর কহিলেন, তোমার
ভার্য্যা সারা তোমার জন্যে নিতান্ত পুত্র প্রসব করিবে,
এবং তুমি তাহার নাম ইস্‌হাক্ (হাস্য) রাখিবা, এবং
আমি তাহার ও তাহার ভাবিবংশের সহিত চিরস্থায়ী
২০ নিয়ম স্থির করিব। এবং তোমার ইস্‌মায়েল্ বিষয়ক
প্রার্থনাও শুনিলাম; দেখ, আমি আশীর্ব্বাদদ্বারা তাহাকে
বহুপ্রজ করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা-
হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড়
২১ জাতি করিব। কিন্তু আগামি বৎসরের এই সময়ে সারার
গর্ব্ভে যে ইস্‌হাক্ জন্মিবে, তাহার সহিত আমি আপন
২২ নিয়ম স্থির করিব। এই রূপ কথোপকথন করিয়া ঈশ্বর
ইব্রাহীমের নিকটহইতে উর্দ্ধগমন করিলেন।
২৩ অনন্তর ইব্রাহীম্ ইস্‌মায়েল্ পুত্রকে ও আপন গৃহজাত
ও মুল্যেক্রীত আপন গৃহের সকল পুরুষকে লইয়া ঈশ্ব-
রের আজ্ঞানুসারে তদ্দিনেই তাবতের লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন
২৪ করিল। ইব্রাহীমের নিরানব্বই বৎসর বয়স হইলে তাহার
২৫ লিঙ্গাগ্রের ত্বকছেদ হইল। এবং তাহার পুত্র ইস্মা-
য়েলের তের বৎসর বয়সে লিঙ্গাগ্রের ত্বকছেদ হইল।
২৬ এই রূপে ইব্রাহীমের ও তাহার পুত্র ইস্‌মায়েলের এক
২৭ দিনেই ত্বকছেদ হইল। এবং তাহার গৃহজাত ও অন্য
জাতীয় মুল্যদ্বারা ক্রীত তাহার গৃহের তাবৎ পুরুষেরও
লিঙ্গাগ্রের ত্বকছেদ হইল।

১৮ অধ্যায়।

১ পরে এক দিন উত্তাপ সময়ে ইব্রাহীম্ মম্রী প্রান্তরে
আপন তাম্বুগৃহদ্বারে বসিয়াছিল; ইতিমধ্যে পরমেশ্বর
২ সেই স্থানে তাহাকে দর্শন দিলেন। তাহাতে সে আপন
চক্ষু তুলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান তিন পুরুষকে দেখিল,
এবং দেখিবামাত্র সাক্ষাৎ করিতে তাম্বুদ্বারহইতে বেগে
৩ গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল; হে প্রভো,
নিবেদন করি, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন,

তবে এই ভৃত্যের স্থানহইতে যাইবেন না। বিনয় করি, ৪
অল্প জল আনাইয়া দি, পাদ প্রক্ষালন করিয়া এই বৃক্ষ
তলে বিশ্রাম করুণ। এবং কিছু খাদ্য আনিয়া দি, তাহা- ৫
দ্বারা অন্তঃকরণ আপ্যায়িত করুণ; পরে গমন করিবেন;
এই জন্যে আপন দাসের নিকটে আগত হইলেন; তখন
তাহারা কহিল, যাহা বলিতেছ তাহাই কর। তাহাতে ৬
ইব্রাহীম্ শীঘ্র তাম্বুগৃহে সারার নিকটে গিয়া কহিল, তিন
শের ময়দা ছানিয়া চুলাতে সেকিয়া শীঘ্র পূপ প্রস্তুত
কর। পরে ইব্রাহীম্ ত্বরায় পালের নিকটে গিয়া উৎকৃষ্ট ৭
কোমল বৎস লইয়া ভৃত্যকে দিলে সে তাহা শীঘ্র রন্ধন
করিল। তখন সে দধি, দুগ্ধ, ও পক্ক বৎসের মাংস ৮
আনিয়া তাহাদের সাক্ষাতে রাখিল, এবং তাহাদের
ভোজন সময়ে বৃক্ষতলে তাহাদের নিকটে দাঁড়াইল। অন- ৯
ন্তর তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার ভার্য্যা সারা
কোথায়? সে কহিল, দেখ, সে তাম্বুতে আছে। তাহাতে ১০
তাহাদের এক ব্যক্তি কহিলেন, আমি আগামি বৎসরের
এই সময়ে অবশ্য আসিব; এবং দেখ, তোমার স্ত্রী
সারার এক পুত্র জন্মিবে। এই কথা সারা তাম্বুদ্বারের
পশ্চাৎ থাকিয়া শুনিল। সেই সময়ে ইব্রাহীম্ ও সারা ১১
অতিবৃদ্ধ ছিল, এবং সারার স্ত্রীধর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়াছিল।
তাহাতে সারা হাসিতে২ মনে২ কহিল, আমার ও আ- ১২
মার স্বামির বৃদ্ধদশাতে কি এমত আনন্দ হইবে? তখন ১৩
পরমেশ্বর ইব্রাহীম্‌কে কহিলেন, আপনার বৃদ্ধাবস্থাতে
কি নিশ্চয় সন্তান জন্মিবে? ইহা ভাবিয়া সারা কেন হা-
সিল? পরমেশ্বরের অসাধ্য কোন্ কর্ম্ম? আগামি বৎস- ১৪
রের এই সময়ে আমি ফিরিয়া আসিব, তখন সারার
পুত্র হইবে। তাহাতে সারা অস্বীকার করিয়া কহিল, ১৫
আমি হাসি নাই; কেননা সে ভয় পাইল। তাহাতে তিনি
কহিলেন, তুমি অবশ্যই হাসিলা।

পরে সেই ব্যক্তিরা তথাহইতে উঠিয়া সিদোমের দিগে ১৬

প্রস্থান করিলে ইব্রাহীম্ পথ দেখাইতে তাহাদের সঙ্গে ২
১৭ চলিল। পরে পরমেশ্বর কহিলেন, আমি যাহা করিতে
১৮ উদ্যত হই, তাহা কি ইব্রাহীম্হইতে লুকাইব? ইব্রাহীম্
হইতে মহান ও বলবান এক জাতি উৎপন্ন হইবে, ও
পৃথিবীর তাবৎ জাতি তাহাহইতে মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।
১৯ আমি তাহাকে জানি, সে আপন ভাবিসন্তানগণকে ও
পরিবারদিগকে পরমেশ্বরের পথে চলিতে এবং ন্যায় ও
ধর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিবে; তাহাতে ইব্রাহীমের বিষয়ে
২০ পরমেশ্বরের উক্ত প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইবে। পরমেশ্বর আরো
কহিলেন, সিদোমের ও অমোরার মহাধ্বনি উঠিতেছে,
২১ তাহাদের পাপ অতি গুরুতর; এই জন্যে আমি নীচে
দেখিতে গিয়া আমার নিকটে আগত ধ্বনি অনুসারে
তাহারা সর্ব্বতোভাবে করিয়াছে কি না, তাহা জানিব।
২২ পরে সেই ব্যক্তিরা তথাহইতে ফিরিয়া সিদোমের দিগে
গমন করিলেন; কিন্তু ইব্রাহীম্ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তথনও
২৩ দণ্ডায়মান থাকিল। পরে ইব্রাহীম্ নিকটে গিয়া কহিল,
তুমি কি পাপিদের সহিত ধার্ম্মিকদিগকেও সংহার করি-
২৪ বা? নগরের মধ্যে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক হইতে পারে,
তন্মধ্যস্থিত পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকদের জন্যে কি সেই স্থা-
২৫ নকে রক্ষা না করিয়া বিনষ্ট করিবা? পাপিদের সহিত
ধার্ম্মিকদের বিনাশ করা, এই প্রকার কর্ম্ম তোমাহইতে
দূরে থাকুক; ও ধার্ম্মিকগণকে পাপিদের সমান করা
তোমাহইতে দূরে থাকুক; সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা কি
২৬ ন্যায় করিবেন না? তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, আমি
যদ্যপি সিদোম্ নগরে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক দেখি, তবে
২৭ তাহাদের নিমিত্তে তাবৎ স্থান রক্ষা করিব। তাহাতে ইব্রা-
হীম্ কহিল, দেখ, আমি মৃত্তিকা ও ভস্মমাত্র হইলেও
২৮ প্রভুর প্রতি কথা কহিতে উদ্যত হইয়াছি। যদি পঞ্চাশ জন
ধার্ম্মিকের পাঁচ জন ন্যূন হয়, তবে পাঁচ জন ত্রুটির জন্যে
কি সকল নগর বিনষ্ট করিবা? তিনি কহিলেন, আমি

পঁয়তাল্লিশ জন পাইলে তাহা বিনষ্ট করিব না। সে ২৯
তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিল, সেস্থানে যদি চল্লিশ জন পাওয়া
যায়? তিনি কহিলেন, চল্লিশ জন পাইলে তাহা করিব
না। আর বার সে কহিল, প্রভু বিরক্ত হইবেন না, তবে ৩০
আরো কহি; যদি সেখানে ত্রিশ জন পাওয়া যায়?
তিনি কহিলেন, ত্রিশ জন পাইলে তাহা করিব না। সে ৩১
কহিল, দেখ, প্রভুর প্রতি আমি সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার
কহি, যদি সেখানে বিংশতি জন পাওয়া যায়? তিনি
কহিলেন, বিংশতি জন পাইলে তাহা নষ্ট করিব না।
সে কহিল, ইহাতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি কেবল ৩২
আর এক বার কহি; যদি সেখানে দশ জন পাওয়া
যায়? তিনি কহিলেন, দশ জন পাইলেও তাহা নষ্ট করিব
না। তখন পরমেশ্বর ইব্রাহীমের সহিত এই রূপ কথোপ- ৩৩
কথন শেষ করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং ইব্রাহীমও
স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

১৯ অধ্যায়।

অপর সন্ধ্যাকালে দুই স্বর্গদূত সিদোম্ নগরে উপস্থিত ১
হইলে, নগরদ্বারে উপবিষ্ট লোট্ তাহাদিগকে দেখিয়া
উঠিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং ভূমিষ্ঠ
হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, হে আমার প্রভুগণ, আমি ২
বিনয় করি, অদ্য রাত্রিতে এই দাসের গৃহে আসিয়া
বাস করুণ এবং পাদ প্রক্ষালন করুণ; পরে প্রত্যূষে
উঠিয়া যাত্রা করিবেন। তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, না,
আমরা সমস্ত রাত্রি পথেই থাকিব। তাহাতে লোট্ ৩
অতিশয় যত্ন করিলে তাঁহারা তাহার সঙ্গে তাহার বা-
টীতে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সে তাঁহাদের জন্যে
তাড়ীশূন্য রুটী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলে
তাঁহারা ভোজন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শয়নের পূর্ব্বে ৪
সিদোম্ নগরীয় আবাল বৃদ্ধ তাবৎ লোক চতুর্দ্দিগহইতে
আসিয়া তাহার গৃহ ঘেরিল। এবং লোটকে ডাকিয়া ৫

কহিল, অদ্য রাত্রিতে যে মনুষ্যেরা তোমার বাটীতে
আইল, তাহারা কোথায়? তাহাদিগকে আমাদের নিকটে
৬ বাহিরে আন, আমরা তাহাদিগেতে উপগত হইব। তখন
৭ লোট বাহিরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া কহিল, হে ভাই
সকল, আমি বিনয় করি, এমত কুব্যবহার করিও না।
৮ দেখ, আমার দুই অনূঢ়া কন্যা আছে, তাহাদিগকে তো-
মাদের নিকটে আনি, তোমরা তাহাদের সহিত স্বেচ্ছাচার
কর, কিন্তু এই মনুষ্যদের প্রতি কিছুই করিও না, কেননা
৯ তাহারা আমার গৃহ আশ্রয় করিল। তখন তাহারা
কহিল, সরিয়া যাও; আরও কহিল, এই এক বিদেশী
আমাদের মধ্যে প্রবাস করিতে আসিয়া আমাদের
বিচারকর্ত্তা হইতে চাহে; এখন তাহাদের অপেক্ষা
তোমার প্রতি আরো কুব্যবহার করিব। ইহা বলিয়া
তাহারা লোটের প্রতি আক্রমণ করিয়া কবাট ভাঙ্গিতে
১০ গেল। তখন সেই দুই লোক হস্তদ্বারা আপনাদের
নিকটে গৃহেতে লোট্‌কে টানিয়া লইয়া দ্বার রুদ্ধ করি-
১১ লেন। এবং দ্বারের নিকটে স্থিত ক্ষুদ্র ও মহল্লোকদিগকে
অন্ধ করিলেন; তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে ২ পরি-
১২ শ্রান্ত হইল। পরে ঐ মনুষ্যেরা লোট্‌কে কহিলেন, এই
নগরে তোমার আর কে ২ আছে? পুত্র ও কন্যা ও জামা-
তাদি, এবং যে ২ বিষয় এই নগরে থাকে, সে সমস্ত এই
১৩ স্থানহইতে লইয়া যাও। কেননা আমরা এই স্থানকে
উচ্ছিন্ন করিব; পরমেশ্বরের সাক্ষাতে এই নগরের বড়
ধ্বনি উঠিয়াছে; অতএব পরমেশ্বর এই নগরকে উচ্ছিন্ন
১৪ করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। তখন লোট্ বাহিরে
গিয়া তাহার কন্যার সহিত বিবাহিত জামাতাদিগকে
কহিল, উঠ, এ স্থানহইতে বাহির হও, পরমেশ্বর এই
নগরকে উচ্ছিন্ন করিবেন; কিন্তু জামাতা সকল উপহাস-
১৫ কারির ন্যায় তাহাকে বোধ করিল। অপর প্রভাত হইলে
দূতগণ লোট্‌কে সত্বর করিয়া কহিলেন, উঠ, আপনার

যে স্ত্রী ও যে দুই কন্যা এখানে আছে, তুমি তাহাদিগকে
লইয়া যাও; নতুবা নগরের দণ্ডেতে বিনষ্ট হইবা।
তথাপি সে বিলম্ব করিলে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রযুক্ত ১৬
তাহারা তাহার ও তাহার স্ত্রীর ও দুই কন্যার হস্ত ধরিয়া
নগরের বাহিরে লইয়া রাখিলেন। এই রূপে তাহাদিগকে ১৭
বাহির করিয়া তাহাদের এক ব্যক্তি লোট্‌কে কহিলেন,
প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন কর, পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করিও না,
এবং এই সকল প্রান্তরের মধ্যেও থাকিও না; পর্ব্বতে
পলায়ন কর, নতুবা বিনষ্ট হইবা। তাহাতে লোট্ উত্তর ১৮
করিল, হে আমার প্রভো, এমন নহে; এখন এই ভৃত্যের ১৯
প্রতি অনুগ্রহ ও অতিশয় দয়া করিয়া প্রাণ রক্ষা করি-
লেন; আমি পর্ব্বতে পলায়ন করিতে পারি না; কি জানি,
সেখানে বিপদ ঘটিলে মরিব। দেখ, এখন পলায়ন ২০
করিতে ঐ যে নগর নিকটবর্ত্তি, সে ক্ষুদ্র আছে; ঐ স্থানে
পলাইতে আজ্ঞা করুণ, তাহাতে আমার প্রাণ বাঁচিবে,
তাহা কি ক্ষুদ্র স্থান নয়? এই জন্যে ঐ স্থানের নাম সোয়র্
অর্থাৎ ক্ষুদ্র হইল। তাহাতে তিনি কহিলেন, ভাল, তো- ২১
মাকে অনুগ্রহ করিয়া তাহাও স্বীকার করিতেছি, তুমি যে
নগরের জন্যে প্রার্থনা করিতেছ, তাহা নষ্ট করিব না;
কিন্তু শীঘ্র সে স্থানে পলায়ন কর; কেননা তুমি সে স্থানে ২২
উপস্থিত না হইলে আমি কিছু করিতে পারিব না। পরে ২৩
লোট্ সোয়র্ নগরে প্রবেশ করিলে ঐ দেশে সূর্য্যোদয়
হইল। তখন পরমেশ্বর আপনাহইতে ফলতঃ আকাশহইতে ২৪
সিদোমের ও অমোরার উপরে সগন্ধক অগ্নি বৃষ্টি করিয়া
সেই সমুদয় নগর ও প্রান্তর ও তন্নিবাসি লোক ও সেই ২৫
ভূমিতে জাত তাবৎ বস্তুকে বিনষ্ট করিলেন। ঐ সময়ে ২৬
লোটের স্ত্রী পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করাতে লবণস্তম্ভ হইল।
অপর ইব্রাহীম্ প্রত্যূষে উঠিয়া পূর্ব্বে যে স্থানে পর- ২৭
মেশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াইয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া ২৮
সিদোমের ও অমোরার ও সেই সকল প্রান্তরের ভূমির

প্রতি অবলোকন করিলে সেই দেশহইতে অগ্নিকুণ্ডের
২৯ ধূমের ন্যায় ধূম উঠিতে দেখিল। কিন্তু ঈশ্বর সেই প্রান্ত-
রস্থিত তাবৎ নগরের বিনাশ কালে ইব্রাহীম্‌কে স্মরণ
করিলেন, এবং লোটের বাসস্থান নগরের বিনাশক
অগ্নির মধ্যহইতে লোট্‌কে বাহির করিলেন।
৩০ অনন্তর লোট্ সোয়রে বাস করিতে শঙ্কা করিয়া তা-
হাহইতে নির্গত হইয়া আপন দুই কন্যার সহিত পর্ব্বতে
বাস করিল; তাহাতে সে ও তাহার দুই কন্যা গুহাতে
৩১ বাস করিল। অপর তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল,
আমাদের পিতা বৃদ্ধ, এবং সাংসারিক ব্যবহারানুসারে
আমাদিগেতে উপগত হইতে এ দেশে কোন পুরুষ নাই।
৩২ আইস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া পিতার
৩৩ বংশ রক্ষার্থে তাহার সহিত শয়ন করি। পরে সেই রা-
ত্রিতে তাহারা আপন পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইলে
তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা উঠিয়া গিয়া পিতার সহিত শয়ন
করিল; কিন্তু সে যে শয়ন করিল ও উঠিয়া গেল, তাহা
৩৪ লোট্ জানিল না। অপর পরদিনে সেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে
কহিল, দেখ, আমি গত রাত্রিতে পিতার সহিত শয়ন করি-
লাম; আইস, অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান
করাই; তাহাতে তুমি পিতার বংশ রক্ষার্থে যাইয়া তা-
৩৫ হার সহিত শয়ন কর। তাহাতে সেই রাত্রিতেও পিতাকে
দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাহার কনিষ্ঠা কন্যা উঠিয়া
তাহার সহিত শয়ন করিল; কিন্তু সে যে শয়ন করিল ও
৩৬ উঠিয়া গেল, তাহা লোট জানিল না। এই রূপে লোটের
৩৭ দুই কন্যাই আপন পিতাহইতে গর্ভবতী হইল। পরে
জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম মোয়াব
রাখিল; সে এখানকার মোয়াবীয় লোকদের আদিপিতা।
৩৮ এবং কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম
বিনম্মি রাখিল, সে এখানকার অম্মোনীয় লোকদের
আদিপিতা।

২০ অধ্যায়।

অনন্তর ইব্রাহীম্ তথাহইতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিয়া ১
কাদেশের ও শূরের মধ্যস্থিত গিরর্ প্রদেশে প্রবেশ
করিয়া বসতি করিল। কিন্তু ইব্রাহীম্ আপন ভার্য্যা সা- ২
রার বিষয়ে কহিল, সে আমার ভগিনী; এই নিমিত্তে
গিররের রাজা অবীমেলক্ লোক পাঠাইয়া সারাকে
গ্রহণ করিল। তাহাতে রাত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নযোগে অবী- ৩
মেলকের নিকটে আসিয়া কহিলেন, দেখ, ঐ গৃহীতা স্ত্রী
তোমার মৃত্যুর হেতু, কেননা সে স্বামির সহিত বিবাহিতা
আছে। কিন্তু অবীমেলক্ তাহাতে উপগত না হওয়াতে ৪
কহিল, হে প্রভো, নির্দ্দোষ হইলেও কি এক জাতিকে বি-
নষ্ট করিবা? উনি আমার ভগিনী, এই কথা কি সেই ব্যক্তি ৫
আমাকে কহিল না? এবং উনি আমার ভ্রাতা, এমন কথা
কি ইনিও কহেন নাই? অতএব মনের সরলতাতে ও
হস্তের নির্দ্দোষতাতে এ কার্য্য করিলাম। তখন ঈশ্বর ৬
স্বপ্নযোগে তাহাকে কহিলেন, তুমি মনের সরলতাতেই এ
কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আমি জানিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে
তোমাকে না দিয়া আমার বিরুদ্ধে পাপ করিতে তো-
মাকে নিবৃত্ত করিলাম। অতএব এখন সেই মনুষ্যের ৭
ভার্য্যা তাহাকে ফিরিয়া দেও, কেননা সে ভবিষ্যদ্বক্তা;
সে তোমার জন্যে প্রার্থনা করিবে, তাহাতে তুমি বাঁচিবা;
কিন্তু যদি তাহাকে ফিরিয়া না দেও, তবে অবশ্য তুমি
সপরিবারে মরিবা, ইহা জ্ঞাত হও। পরে অবীমেলক ৮
প্রত্যূষে উঠিয়া ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া ঐ বৃত্তান্ত সকল
তাহাদের কর্ণগোচরে কহিলে তাহারা অতিশয় ভীত হইল। ৯
পরে অবীমেলক্ ইব্রাহীম্‌কে ডাকিয়া কহিল, তুমি আমা-
দের প্রতি এ কি ব্যবহার করিলা? তুমি যে আমার প্রতি
ও আমার রাজ্যের প্রতি এত বড় অপরাধ ঘটাইতে চা-
হিলা, আমি তোমার কাছে এমত কি দোষ করিলাম?
তুমি আমার প্রতি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলা। অবীমেলক ১০

ইব্রাহীম্‌কে আরো কহিল, তুমি কি দেখিয়া এমত কর্ম্ম
১১ করিলা? তখন ইব্রাহীম্ কহিল, এ দেশে ঈশ্বরের প্রতি
ভয় মাত্র নাই, ইহারা আমার স্ত্রীর লোভে আমাকে
১২ বিনষ্ট করিবে, ইহা আমি ভাবিলাম; আর সে আমার
ভগিনীও বটে, কেননা সে আমার পিতৃকন্যা, মাতৃকন্যা
১৩ নহে, এবং আমার ভার্য্যা হইল। যখন ঈশ্বর আমাকে
পৈতৃক বাটীহইতে ভ্রমণ করাইলেন, তখন আমি তাহাকে
কহিলাম, তুমি আমার প্রতি এই অনুগ্রহ কর, আমরা
যে ২ স্থানে যাইব, সেই ২ স্থানে তুমি আমাকে ভ্রাতা বলি-
১৪ য়া পরিচয় দিও। তখন অবীমেলক্ মেষ ও গোরু ও দাস
ও দাসী আনাইয়া ইব্রাহীম্‌কে দিল, এবং তাহার স্ত্রী সারা-
১৫ কেও তাহার স্থানে সমর্পণ করিল। পরে অবীমেলক্
কহিল, দেখ, এই সকল দেশ তোমার গোচরে আছে;
১৬ তোমার যথা ইচ্ছা তথা বসতি কর। এবং সারাকেও
কহিল, দেখ, তোমাতে ও অন্য সকলেতে যাহা ঘটিল,
তাহার নিমিত্তে তোমার ভ্রাতার স্থানে সহস্র থান রূপা
প্রায়শ্চিত্তের দান দিলাম; এই রূপে সে অনুযুক্তা হইল।
১৭ পরে ইব্রাহীম্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর অবী-
মেলক্‌কে ও তাহার স্ত্রীকে ও তাহার দাসীকে সুস্থ করি-
১৮ লেন, তাহাতে তাহারা পুত্র প্রসব করিল। কেননা পরমে-
শ্বর ইব্রাহীমের ভার্য্যা সারার নিমিত্তে অবীমেলকের
গৃহস্থিতদের গর্ভ রোধ করিয়াছিলেন।

২১ অধ্যায়।

১ অপর পরমেশ্বর আপন বাক্যানুসারে সারার সহিত
সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রতি প্রতিজ্ঞা সফল করিলেন।
২ তাহাতে সারা ইব্রাহীমের বৃদ্ধাবস্থাতেই গর্ভবতী হইয়া
৩ ঈশ্বরোক্ত নিরূপিত সময়ে পুত্র প্রসব করিল। তখন ইব্রা-
হীম্ সারার গর্ভজাত ঐ পুত্রের নাম ইস্‌হাক্ (হাস্য) রা-
৪ খিল। এবং ঈশ্বরাজ্ঞানুসারে ঐ পুত্র ইস্‌হাকের আট
৫ দিন বয়সের সময়ে ত্বক্‌ছেদ করিল। ইব্রাহীমের এক

শত বৎসর বয়সের সময়ে তাহার পুত্র ইস্‌হাকের জন্ম
হইল। অপর সারা কহিল, ঈশ্বর আমাকে হাস্য করাই- ৬
লেন, ইহা শুনিয়া সকলেই আমার উদ্দেশে হাস্য করিবে।
সে আরো কহিল, সারা কি পুত্রগণকে স্তন পান করাইবে? ৭
এমন কথা ইব্রাহীম্‌কে কে বলিতে পারিত? কেননা আমি
এখন তাহার বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্র প্রসব করিলাম। অপর ৮
বালক বড় হইয়া স্তন পান ত্যাগ করিল, এবং যে দিনে
ইস্‌হাক্ স্তন পান ত্যাগ করিল, সেই দিনে ইব্রাহীম্ মহা-
ভোজ প্রস্তুত করিল।

অনন্তর মিস্রীয় হাজিরার গর্ব্ভজাত ইব্রাহীমের পুত্র ৯
পরিহাস করিতেছে, ইহা দেখিয়া সারা ইব্রাহীম্‌কে ১০
কহিল, তুমি এই দাসীকে ও ইহার পুত্রকে দূর করিয়া
দেও, এ দাসীপুত্র আমার পুত্র ইস্‌হাকের সহিত উত্ত-
রাধিকারী হইবে না। কিন্তু এই কথা শুনিয়া ইব্রাহীম্ ১১
অতি দুঃখিত হইল, যেহেতুক সেও তাহার পুত্র ছিল।
তখন ঈশ্বর ইব্রাহীম্‌কে কহিলেন, তুমি আপন দাসী ও ১২
দাসীপুত্রের নিমিত্তে দুঃখিত হইও না; সারা যাহা তো-
মাকে কহিতেছে, তাহার সেই বাক্যেতে মনোযোগ কর;
কেননা ইস্‌হাক্‌হইতে তোমার বংশ বিখ্যাত হইবে, এবং ১৩
এই দাসীপুত্র তোমার বংশ, এই জন্যে তাহাহইতেও
এক জাতি উৎপন্ন করিব। অতএব ইব্রাহীম্ প্রত্যূষে ১৪
উঠিয়া রুটী ও জল পূর্ণ কুপা লইয়া হাজিরার স্কন্ধে
রাখিল, এবং বালক দিয়া তাহাকে বিদায় করিল। তা-
হাতে সে প্রস্থান করিয়া বের্শেবা নামক প্রান্তরে ভ্রমণ
করিতে লাগিল। পরে কুপাস্থ জল শেষ হইলে হাজিরা ১৫
এক ঝোপের নীচে বালককে রাখিয়া তাহার সম্মুখহইতে ১৬
এক তীর পরিমাণ দূরে গিয়া বসিল, এবং আমি যেন
বালকের মৃত্যু না দেখি, ইহা কহিয়া বালকের সম্মুখ-
হইতে দূরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।
তখন ঈশ্বর বালকের রব শুনিলে তাঁহার দূত আকাশ- ১৭

হইতে ডাকিয়া হাজিরাকে কহিল, হে হাজিরা, তোমার
কি হইল? ভয় করিও না, ঈশ্বর ঐ স্থানে স্থিত বালকের
১৮ রোদন শুনিলেন। তুমি উঠিয়া বালককে তুলিয়া হস্তে
ধর; আমি তাহাহইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব।
১৯ তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষুঃ প্রসন্ন করিলে সে সজল কূপ
দেখিতে পাইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক কূপা জলে পূরিয়া
২০ বালককে পান করাইল। পরে ঈশ্বর বালকের সহায়
থাকিলেন, অপর সে ক্রমে২ বড় হইয়া প্রান্তরে বাস
২১ করাতে ধনুর্দ্ধর হইল। এবং পারণ্ নামক প্রান্তরে বসতি
করিল। পরে তাহার মাতা মিসর্ দেশীয় কন্যার সহিত
তাহার বিবাহ দিল।

২২ ঐ সময়ে অবীমেলক্ ও ফীখোল্ নামে তাহার সেনা-
পতি ইব্রাহীম্কে কহিল, পরমেশ্বর তোমার সকল কার্য্যে
২৩ সহায় আছেন। অতএব তুমি আমার ও আমার পুত্র
পৌত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবা না; এবং তোমার
প্রতি যে রূপ অনুগ্রহ করিয়াছি, তদনুসারে আমার প্রতি
ও তোমার এখানকার প্রবাসস্থান এ দেশের প্রতি অনু-
গ্রহ করিবা, এই কথা আমার সাক্ষাতে ঈশ্বরের দিব্য
২৪ করিয়া বল। তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, এই দিব্য করিব।
২৫ কিন্তু অবীমেলকের ভৃত্যগণ ইব্রাহীমের সজল কূপ বলেতে
অধিকার করিয়াছিল, এই জন্যে ইব্রাহীম্ অবীমেলক্কে
২৬ অনুযোগ করিল। তাহাতে অবীমেলক্ কহিল, এই কর্ম্ম
কে করিল, তাহা আমি জানি না, এবং তুমিও আমাকে
জানাও নাই; এবং আমি কেবল অদ্য এ কথা শুনিলাম।
২৭ পরে ইব্রাহীম্ মেষ ও গোরু লইয়া অবীমেলক্কে দিল,
২৮ এবং উভয়ে এক নিয়ম স্থির করিল। অপর ইব্রাহীম্
পালহইতে সাতটা মেষবৎস পৃথক করিয়া রাখিলে
২৯ অবীমেলক্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি অভিপ্রায়ে এই
৩০ সাত মেষবৎস পৃথক করিয়া রাখিলা? ইব্রাহীম কহিল,
আমি যে কূপ খুদিয়াছি, তাহার প্রমাণার্থে আমাহইতে

এই সাত মেষ বৎস গ্রহণ কর। অতএব সেই স্থানের ৩১
নাম বের্শেবা (দিব্যের কূপ) হইল, কেননা সেই স্থানে
তাহারা উভয়ে দিব্য করিল। এই রূপে তাহারা বের্শে- ৩২
বাতে নিয়ম স্থির করিলে পর অবীমেলক্ ও ফীখোল্
নামে তাহার সেনাপতি গাত্রোত্থান করিয়া পিলেষ্টীয়-
দের দেশে প্রত্যাগমন করিল।

পরে ইব্রাহীম্ সেই বের্শেবার নিকটে উপবন প্রস্তুত ৩৩
করিয়া তাহার মধ্যে নিত্যস্থায়ি প্রভু পরমেশ্বরের নামে
প্রার্থনা করিল, এবং ইব্রাহীম্ পিলেষ্টীয়দের দেশে বহু ৩৪
কাল পর্য্যন্ত প্রবাস করিল।

২২ অধ্যায়।

এই সকল ঘটনার পরে পরমেশ্বর পরীক্ষার্থে ইব্রা- ১
হীম্কে কহিলেন, হে ইব্রাহীম্। তাহাতে সে উত্তর করিল, ২
দেখ, আমি উপস্থিত আছি। তখন তিনি কহিলেন, তুমি
আপন পুত্রকে, অর্থাৎ যে অদ্বিতীয় পুত্র ইস্হাক্কে তুমি
ভাল বাসিতেছ, তাহাকে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও,
এবং আমি তথাকার যে পর্ব্বত বলিব, সেই পর্ব্বতের
উপরে তাহাকে বলিদান করিয়া হোম কর। তাহাতে ইব্রা- ৩
হীম্ প্রত্যূষে উঠিয়া গর্দ্দভকে সাজাইয়া দুই ভৃত্য ও ইস্-
হাক্ পুত্রকে সঙ্গে লইল, এবং হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ
কাটিলে পর গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানের
প্রতি যাত্রা করিল। পরে তৃতীয় দিবসে ইব্রাহীম্ চক্ষু ৪
তুলিয়া অতি দূরহইতে সেই স্থান দেখিল; পরে ইব্রা- ৫
হীম্ ভৃত্যদিগকে কহিল, তোমরা এই স্থানে গর্দ্দভের সহিত
থাক; আমি ও বালক দুই জন ঐ স্থানে গিয়া আরাধনা
করি, পশ্চাৎ তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব। তখন ৬
ইব্রাহীম্ যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্র ইস্হাকের স্কন্ধে
দিয়া হস্তে অগ্নি ও খড্গ লইল; পরে উভয়ে একত্র
চলিয়া গেল। অপর ইস্হাক্ আপন পিতা ইব্রাহীম্কে ৭
ডাকিয়া কহিল, হে আমার পিতঃ। তাহাতে সে উত্তর

করিল, হে আমার পুত্র, আমি উপস্থিত আছি। তখন সে
জিজ্ঞাসিল, অগ্নি ও কাষ্ঠ দেখ, কিন্তু হোমের মেষশাবক
৮ কোথায়? তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, হে আমার পুত্র, ঈশ্বর
আপনি হোমার্থে মেষশাবক যোগাইবেন। পরে উভয়ে
৯ একত্র চলিয়া গেল। অপর ঈশ্বরের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত
হইলে ইব্রাহীম্ সেখানে এক যজ্ঞবেদি করিয়া তদুপরি
কাষ্ঠ সাজাইয়া ইস্হাক্ পুত্রকে বান্ধিয়া বেদির কাষ্ঠোপরি
১০ রাখিল। পরে ইব্রাহীম্ হস্ত বিস্তার করিয়া পুত্রকে বধ
১১ করণার্থে খড়্গ গ্রহণ করিল। এমন সময়ে আকাশহইতে
পরমেশ্বরের দূত হে ইব্রাহীম্ ২ বলিয়া ডাকিলে সে
১২ কহিল, আমি উপস্থিত আছি। তাহাতে তিনি কহিলেন,
তুমি ঐ বালকের প্রতিকূলে হস্ত তুলিয়া তাহার প্রতি
কিছুই করিও না, কেননা ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভয়
আছে, ইহা এখন বুঝিলাম; যেহেতুক তুমি আমাকে
আপনার একমাত্র পুত্রকে দিতেও অসম্মত হইলা না।
১৩ তখন ইব্রাহীম্ চক্ষু তুলিয়া চাহিলে আপন পশ্চাদ্দিগে
ঝোপের লতাতে বদ্ধশৃঙ্গ এক মেষ দেখিল; তাহাতে
ইব্রাহীম্ গিয়া সেই মেষকে লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্ত্তে
১৪ হোমার্থে তাহাকে উৎসর্গ করিল। এবং ইব্রাহীম্ সেই
স্থানের নাম যিহোবা-যিরি রাখিল। এই জন্যে অদ্যাপি
লোকেরা কহে, পর্ব্বতে পরমেশ্বর যোগাইবেন।
১৫ অপর পরমেশ্বরের দূত আকাশহইতে ইব্রাহীম্কে
১৬ দ্বিতীয় বার ডাকিয়া কহিলেন, পরমেশ্বর কহিতেছেন,
তুমি আমাকে আপনার এক মাত্র পুত্রকে দিতে অসম্মত
হইলা না; তোমার এই কার্য্য প্রযুক্ত আমি আপন নামে
১৭ দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া
আকাশস্থ নক্ষত্রগণের ও সমুদ্রের বালুকার ন্যায় তোমার
অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব? তাহারা শত্রুগণের নগর
১৮ অধিকার করিবে। এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি তোমার
বংশদ্বারা আশীর্ব্বাদ পাইবে; কেননা তুমি আমার

আজ্ঞা পালন করিয়াছ। পরে ইব্রাহীম্ সেই দাসদের ১৯
নিকটে ফিরিয়া গেলে তাহারা উঠিয়া একত্র বের্শেবাতে
গেল। এবং ইব্রাহীম্ বের্শেবাতে বসতি করিল।

ঐ ঘটনার পরে এক লোক ইব্রাহীম্‌কে এই সুসমাচার ২০
দিল, দেখ, তোমার নাহোর্ নামক ভ্রাতার ঔরসে ও
মিল্‌কার গর্ব্ভে পুত্রগণ জন্মিয়াছে; তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ২১
নাম উষ্ ও তাহার ভ্রাতা বূষ্ ও অরামের পিতা
কিমূয়েল্। এবং কেষদ্ ও হসো ও পিল্‌দশ্ ও যিদ্‌লফ্ ২২
ও বিথুয়েল্। ঐ বিথুয়েলের কন্যা রিব্‌কা। এই আট জন ২৩
ইব্রাহীমের নাহোর্ নামক ভ্রাতাহইতে মিল্‌কার গর্ব্ভে
জন্মিল। এবং নাহোরের রুমা নামে উপপত্নীর গর্ব্ভে ২৪
টেবহ ও গহম্ ও তহশ্ এবং মাখা জন্মিল।

২৩ অধ্যায়।

সারার আয়ুর বৎসর এক শত সাতাইস ছিল, এবং ১
তাহার আয়ু এত বৎসর হইলে, সে কিনান্ দেশের ২
হিব্রোণে অর্থাৎ কিরিয়থর্ব্বতে মরিল; তাহাতে ইব্রাহীম্
সারার নিমিত্তে শোক ও বিলাপ করিতে ভিতরে গেল।
পরে মৃত স্ত্রীর নিকটহইতে উঠিয়া গিয়া ইব্রাহীম্ হেতের ৩
সন্তানদিগকে কহিল, আমি তোমাদের মধ্যে যাত্রী ও ৪
প্রবাসিলোক আছি, অতএব আপন দৃষ্টিগোচরহইতে
মৃত স্ত্রীকে কবর দিতে তোমাদের মধ্যে আমাকে কবর
স্থানের অধিকার দেও। তাহাতে হেতের সন্তানেরা ইব্রা- ৫
হীম্‌কে উত্তর করিল, হে প্রভো, আমাদের কথা শুন, ৬
তুমি আমাদের মধ্যে প্রবল রাজা; এখন আমাদের
কবরস্থানের মধ্যে উত্তম কবরে আপন মৃত স্ত্রীকে রাখ,
আমাদের কেহ নিজের কবরে তোমার মৃত স্ত্রীকে রাখিতে
নিষেধ করিবে না। তখন ইব্রাহীম্ উঠিয়া হেতের সেই ৭
দেশ নিবাসি সন্তানগণকে নমস্কার ও সম্ভাষ করিয়া
কহিল, আমার দৃষ্টিহইতে মৃত স্ত্রীকে কবরে রাখিতে ৮
যদি তোমাদের মনস্থ থাকে, তবে আমার কথা শুন;

তোমরা আমার জন্যে সোহরের পুত্র ইফ্রোণের স্থানে
৯ নিবেদন কর, তিনি তোমাদের মধ্যে কবরস্থানের অধি-
কারার্থে মক্‌পেলাতে তাহার ক্ষেত্রের অন্তে যে গুহা,
তাহা আমাকে দিউন; তাহার যত মূল্য হয়, তাহা লইয়া
১০ দিউন। তখন হেত্তীয় ইফ্রোণ্ হেত্তীয় সন্তানদের মধ্যে
বসিয়া থাকাতে ঐ নিজ নগরদ্বারে প্রবেশকারি তাবৎ
হেত্তীয় সন্তানদের সাক্ষাতে ইব্রাহীম্‌কে উত্তর করিল,
১১ হে আমার প্রভো, আমার কথা শুন, আমি তোমাকে
সেই ক্ষেত্র ও তাহাতে স্থিত গুহা দিলাম; আমি নিজ
লোকদের সাক্ষাতেই তাহা তোমাকে দিলাম, তুমি আপন
১২ মৃত স্ত্রীকে কবরে দেও। তাহাতে ইব্রাহীম্ তদ্দেশীয়
১৩ লোকদের সাক্ষাতে প্রণাম করিল ও তদ্দেশীয় সকলের
কর্ণগোচরে ইফ্রোণ্‌কে কহিল, তুমি যদি নিশ্চয় আমাকে
তাহা দেও, তবে নিবেদন করি, আমার কথা শুন; আমি
সেই ক্ষেত্রের মূল্য দি, তুমি তাহা গ্রহণ কর, পরে আমি
১৪ সে স্থানে মৃত স্ত্রীর কবর দিব। তাহাতে ইফ্রোণ্ ইব্রা-
১৫ হীম্‌কে উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, আমার কথা
শুন, সেই ভূমির মূল্য চারিশত রৌপ্য মুদ্রামাত্র; তা-
হাতে তোমার ও আমার কি হইতে পারে? অতএব তুমি
১৬ আপন মৃত স্ত্রীকে কবরে দেও। ইফ্রোণের এমত কথা
শুনিয়া ইব্রাহীম্ হেতের সন্তানদের কর্ণগোচরে ইফ্রোণ্
কর্ত্তৃক উক্ত তৎকালের বণিকদের মধ্যে চলিত চারিশত
১৭ রৌপ্য মুদ্রা তৌল করিয়া ইফ্রোণ্‌কে দিল। অতএব
মম্রীর পূর্ব্বে মক্‌পেলায় ইফ্রোণের যে ক্ষেত্র ছিল, তা-
হার মধ্যে যে গুহা ও তাহার চতুর্দ্দিগের সীমাতে যে বৃক্ষ,
১৮ সেই সকলেতে হেতের সন্তানদের ও সেই নগর নিবাসি-
দের সাক্ষাতে ইব্রাহীমের স্বত্বাধিকার স্থির করা গেল।
১৯ অনন্তর ইব্রাহীম্ মম্রীর পূর্ব্বে মক্‌পেলা স্থানস্থিত গুহাতে
আপন ভার্য্যা সারার কবর দিল। সেই স্থান কিনান্-
২০ দেশের হিব্রোণ আছে। এই রূপে হেতের সন্তানদের দ্বারা

সেই ভূমি ও তন্মধ্যস্থিত গুহা ইব্রাহীমের কবরস্থানের অধিকারার্থে স্থিরীকৃত হইল।

২৪ অধ্যায়।

ইব্রাহীম্ বহুসংখ্য বয়স প্রযুক্ত বৃদ্ধতম ছিল, এবং ১
পরমেশ্বর ইব্রাহীম্‌কে সর্ব্ব কর্ম্মে আশীর্ব্বাদ করিয়া-
ছিলেন; সে আপন গৃহের সর্ব্বাধ্যক্ষ বৃদ্ধ ভৃত্যকে ২
কহিল, আমি বিনয় করি, তুমি আমার জঙ্ঘাতে হস্ত
দিয়া আমার কাছে স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভু পরমেশ্বরের ৩
নামে এই দিব্য কর, আমার পুত্রের বিবাহার্থে আ-
মার এই বাসস্থান কিনানীয় লোকদের কন্যা গ্রহণ
না করিয়া আমার দেশের জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া ৪
আমার পুত্র ইস্‌হাকের জন্যে কন্যা আনিবা। তখন ৫
সেই ভৃত্য তাহাকে কহিল, যদি কোন কন্যা আমার
সহিত এই দেশে আসিতে সম্মতা না হয়, তবে যে
দেশহইতে তুমি আসিয়াছ, সেই দেশে কি তোমার
পুত্রকে লইয়া যাইব? তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, সাব- ৬
ধান, আমার পুত্রকে সেখানে কদাচ লইয়া যাইও
না। কেননা স্বর্গের প্রভু পরমেশ্বর আমাকে পৈতৃক ৭
বাটী ও জ্ঞাতিদের মধ্যহইতে আনিয়া, আমি তোমার
বংশকে এই দেশ দিব, এমত দিব্য করিয়াছেন; অত-
এব তিনি তোমার অগ্রে আপন দূত পাঠাইলে তুমি
আমার পুত্রের বিবাহের জন্যে তথাহইতে এক কন্যা
আনিও। কিন্তু যদি সেই দেশহইতে কোন কন্যা ৮
আসিতে সম্মতা না হয়, তবে তুমি ঐ দিব্যহইতে মুক্ত
হইবা; কিন্তু আমার পুত্রকে সে দেশে লইয়া যাইও
না। তাহাতে সেই ভৃত্য আপন প্রভু ইব্রাহীমের জঙ্ঘাতে ৯
হস্ত দিয়া তদ্বিষয়ে সেই রূপ দিব্য করিল।

পরে সেই ভৃত্য আপন প্রভুর উষ্ট্রগণের মধ্যহইতে ১০
দশ উষ্ট্র ও প্রভুর নানা সম্পত্তি হস্তে লইয়া প্রস্থান
করিয়া অরাম্-নহরয়িম্ দেশের নাহোর্ নগরে উপস্থিত

১১ হইল। পরে সন্ধ্যাকালে যে সময়ে কন্যাগণ জল তুলিতে
আইসে, তৎকালে সে নগরের বহিঃস্থ কূপের নিকটে
উষ্ট্রদিগকে বসাইয়া রাখিল, এবং এই প্রার্থনা করিল;
১২ হে আমার স্বামি ইব্রাহীমের প্রভু পরমেশ্বর, আমি প্রা-
র্থনা করি, আমার প্রভু ইব্রাহীমের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া
১৩ অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ কর। দেখ, আমি এই
কূপের নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে২ নগরবাসিদের যে
১৪ কন্যাগণ জল তুলিতে আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোন
কন্যাকে 'তুমি আপন কলশ নামাইয়া আমাকে জল
পান করাও,' এই কথা কহিলে, সে যদি বলে, 'পান কর,
এবং তোমার উষ্ট্রগণকেও পান করাইব,' তবে যে কন্যাকে
আপন ভৃত্য ইস্হাকের জন্যে নিযুক্ত করিয়াছ, সে সেই
হউক, তাহাতে তুমি আমার প্রভুর প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ,
ইহা আমি জানিব।
১৫ এই কথা কহিতে২ ইব্রাহীমের নাহোর্ নামক ভ্রাতার
স্ত্রী মিল্কার গর্ব্ভজাত যে বিথূয়েল্, তাহার কন্যা রিব্কা
১৬ স্কন্ধে কলশ লইয়া বাহিরে আইল। সেই কন্যা পরম
সুন্দরী ও অবিবাহিতা ছিল, এবং কোন পুরুষের উপ-
ভুক্তা নহে। সে কূপে নামিয়া কলশ পূরিয়া উঠিয়া আ-
১৭ সিতেছে, এমন সময়ে সেই ভৃত্য দৌড়িয়া তাহার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, তোমার কলশ-
হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও। তাহাতে
১৮ সে কহিল, হে মহাশয়, পান কর। ইহা বলিয়া সে শীঘ্র
কলশ হাতের উপরে নামাইয়া তাহাকে পান করিতে
১৯ দিল। এবং তাহাকে পান করাইয়া কহিল, যাবৎ সকল
উষ্ট্রের পান সমাপ্ত না হয়, তাবৎ আমি তাহাদের
২০ জন্যেও জল তুলিব। তাহাতে সে শীঘ্র নিপানে কলশের
জল ঢালিয়া পুনশ্চ জল তুলিতে কূপের নিকটে দৌড়িয়া
২১ গিয়া তাবৎ উষ্ট্রের নিমিত্তে জল তুলিল। তাহাতে সে
পুরুষ নিরীক্ষণ করিয়া, পরমেশ্বর কর্তৃক আপনার যাত্রা

সফল হইবে কি না, নীরব হইয়া তাহা ভাবিতে লাগিল।
এবং উষ্ট্রদের জল পান করাইলে সেই পুরুষ তাহার ২২
জন্যে অর্দ্ধমুদ্রা পরিমিত সুবর্ণের নথ, এবং দশ মুদ্রা
পরিমিত সুবর্ণের দুই হস্তের বালা লইয়া কহিল, নিবে-
দন করি, তুমি কাহার কন্যা? তাহা আমাকে বল। আমা- ২৩
দের রাত্রি যাপনার্থে কি তোমার পিতার বাটীতে স্থান
আছে? তাহাতে সে উত্তর করিল, নাহোরের ঔরসে ২৪
মিল্‌কার গর্ব্ভে জাত যে বিথূয়েল্, তাহার কন্যা আমি।
সে আরো কহিল, আমাদের পোয়াল ও কলাই যথেষ্ট ২৫
আছে, এবং রাত্রি যাপনার্থে স্থানও আছে। তখন সে ২৬
ব্যক্তি মস্তক নমন করিয়া পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিল,
আমার স্বামি ইব্রাহীমের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য হউন, ২৭
কেননা তিনি আমার স্বামির প্রতি অনুগ্রহ ও সত্যাচরণ
করিতে নিবৃত্ত হন নাই; এবং পরমেশ্বর আমাকেও
যাত্রাদ্বারা আমার প্রভুর জ্ঞাতির গৃহেতে আনিলেন।

অপর সেই কন্যা দৌড়িয়া গিয়া আপন মাতার গৃহের ২৮
লোকদিগকে ঐ কথা জানাইল। লাবন্ নামে রিব্‌কার এক ২৯
ভ্রাতা ছিল; সে বাহিরে কূপে ঐ মনুষ্যের নিকটে দৌড়িয়া
গেল। এবং এই পুরুষ আমাকে অমুক কথা কহিল, ৩০
আপন ভগিনী রিব্‌কার প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া ভগিনীর
নথ ও হস্তে বালা দেখিয়া সেই পুরুষের নিকটে গিয়া
কূপের সমীপে উষ্ট্রদের সহিত তাহাকে দাঁড়াইয়া থা-
কিতে দেখিয়া কহিল, হে পরমেশ্বরের অনুগৃহীত ৩১
লোক, তুমি বাহিরে দাঁড়াইতেছ কেন? ঘরে আইস,
ঘর প্রস্তুত আছে, এবং উষ্ট্রদেরও স্থান আছে। তা- ৩২
হাতে ঐ মনুষ্য ঘরে গেলে সে তাহার উষ্ট্রদের সজ্জা
খুলিয়া তাহাদিগকে পোয়াল ও কলাই দিয়া তাহার ও
তৎসঙ্গি লোকদের পাদ প্রক্ষালনার্থে জল দিল। এবং ৩৩
তাহার সম্মুখে ভোজনের অন্ন স্থাপিত হইলে সে কহিল,
বক্তব্য কথা না বলিয়া আমি ভোজন করিব না। তাহাতে

৩৪ লাবন্ কহিল, কহ। তখন সে কহিতে লাগিল, আমি
৩৫ ইব্রাহীমের ভৃত্য; পরমেশ্বরের মহাশীর্ব্বাদে আমার
প্রভু বড় মানুষ হইলেন, এবং পরমেশ্বর তাহাকে পাল ২
মেষ ও গবাদি এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভ এবং রৌপ্য ও স্বর্ণ
৩৬ এবং দাস ও দাসী দিয়াছেন। এবং আমার প্রভুর স্ত্রী
সারা বৃদ্ধাবস্থাতে তাহার জন্যে এক পুত্র প্রসব করিলে
৩৭ সে তাহাকে আপন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিল। এবং আমার
প্রভু আমাকে এই দিব্য করাইয়া কহিলেন, তুমি আমার
পুত্রের বিবাহের জন্যে আমার এখানকার বাসস্থান
৩৮ কিনান্ দেশীয়দের কোন কন্যাকে না লইয়া আমার
পৈতৃক বাটীতে জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া আমার পুত্রের
৩৯ জন্যে কন্যা আনিও। তাহাতে আমি প্রভুকে কহিলাম,
৪০ যদি কোন কন্যা আমার সঙ্গে না আইসে? তাহাতে
তিনি কহিলেন, আমি যে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে যাতা-
য়াত করি, তিনি তোমার সঙ্গে আপন দূত পাঠাইয়া
৪১ তোমার যাত্রা সফল করিবেন। তাহাতে তুমি আমার
পৈতৃক বাটীর জ্ঞাতিদের হইতে আমার পুত্রের জন্যে
কন্যা আনিবা। আর তাহারা যদি কন্যা না দেয়, তবে
দিব্যহইতে মুক্ত হইবা; আমার জ্ঞাতিদের নিকটে গেলেই
৪২ তুমি দিব্যহইতে মুক্ত হইবা। অতএব অদ্য আমি
কূপের নিকটে আসিয়া এই প্রার্থনা করিলাম, হে
আমার স্বামি ইব্রাহীমের প্রভু পরমেশ্বর, যদি আমার
৪৩ কৃত যাত্রা সফল কর, তবে দেখ, আমি এখন এই সজল
কূপের নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে ২ যে কন্যা জল তুলিতে
আইসে, তোমার কলশহইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জল
পান করিতে দেও, এই কথা আমি বিনয় করিয়া তা-
৪৪ হাকে কহিলে সে যদি বলে, পান কর, এবং তোমার
উষ্ট্রদের জন্যেও জল তুলিয়া দিব; তবে যে কন্যাকে
পরমেশ্বর আমার প্রভুর পুত্রের জন্যে নিযুক্ত করিয়া-
৪৫ ছেন সে সেই হউক; এই কথা আপন মনে ভাবিতে-

ছিলাম, ইতিমধ্যে রিব্কা স্কন্ধে কলশ লইয়া বাহিরে
আইল, এবং সে কূপে নামিয়া জল তুলিলে আমি কহি-
লাম, বিনয় করি, আমাকে জল পান করাও। তাহাতে ৪৬
সে শীঘ্র স্কন্ধহইতে কলশ নামাইয়া কহিল, পান কর,
এবং তোমার উষ্ট্রদিগকেও পান করিতে দিব; তখন
আমি পান করিলে পর সে উষ্ট্রগণকেও পান করা-
ইল। পরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, তুমি কাহার ৪৭
কন্যা? তাহাতে সে উত্তর করিল, নাহোরের ঔরসে
মিল্কার গর্ব্ভজাত যে বিথূয়েল, আমি তাহার কন্যা।
তখন তাহার নাসিকাতে নথ ও হস্তে বালা পরাইলাম।
এবং যিনি তাহার পুত্রের জন্যে ভ্রাতার কন্যা গ্রহণ ৪৮
করিতে আমাকে প্রকৃত পথে লইয়া গেলেন, আমি
ভূমিষ্ঠ হইয়া আমার স্বামি ইব্রাহীমের সেই প্রভু পর-
মেশ্বরকে প্রণাম করিয়া ভজনা ও ধন্যবাদ করিলাম।
অতএব তোমরা যদি এখন যথার্থ রূপে আমার প্রভুর ৪৯
প্রতি অনুগ্রহ কর, তবে তাহা বল; আর যদি না কর,
তাহাও বল; তাহাতে আমি দক্ষিণে কিম্বা বামেতে যাইব।
তখন লাবন্ ও বিথূয়েল্ উত্তর করিল, পরমেশ্বরহইতে ৫০
এই ঘটনা হইল, ইহাতে আমরা ভাল মন্দ কিছুই বলিতে
পারি না। দেখ, ঐ রিব্কা তোমার সম্মুখে উপস্থিতা ৫১
আছে; উহাকে লইয়া প্রস্থান কর; তাহাতে পরমেশ্বরের
বাক্যানুসারে সে তোমার প্রভুর পুত্রের ভার্য্যা হউক।
তখন ইব্রাহীমের ভৃত্য তাহাদের এই কথা শুনিয়া ভূমিষ্ঠ ৫২
হইয়া পরমেশ্বরকে প্রণাম করিল। এবং ভৃত্য রূপার ৫৩
ও সুবর্ণের পাত্র ও বস্ত্র বাহির করিয়া রিব্কাকে দিল,
এবং তাহার ভ্রাতাকে ও মাতাকেও বহুমূল্য দ্রব্য দিল।
পরে সে ও তাহার সঙ্গিগণ ভোজন পান করিয়া রাত্রিতে ৫৪
তথায় বাস করিল।

অনন্তর তাহারা প্রাতঃকালে উঠিলে সেই ভৃত্য কহিল, ৫৫
আমার প্রভুর নিকটে যাইতে আমাকে বিদায় কর। তা-

হাতে রিব্কার ভ্রাতা ও মাতা কহিল, এই কন্যা আমাদের
নিকটে কিছু দিন থাকুক, একান্তপক্ষে দশ দিন থাকুক,
৫৬ পরে সে যাইবে। কিন্তু সে তাহাদিগকে কহিল, আমাকে
বিলম্ব করাইও না, কেননা পরমেশ্বর আমার যাত্রা সফল
করিলেন; এখন প্রভুর নিকটে যাইতে আমাকে বিদায়
৫৭ কর। তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা কন্যাকে ডাকিয়া
৫৮ তাহার সম্মুখে জিজ্ঞাসা করি। পরে তাহারা রিব্কাকে
ডাকিয়া কহিল, তুমি কি এই মনুষ্যের সহিত যাইবা ?
৫৯ তাহাতে সে কহিল, যাইব। তখন তাহারা রিব্কা ভগি-
নীকে ও তাহার ধাত্রীকে ও ইব্রাহীমের ভৃত্যকে ও তাহার
৬০ লোকদিগকে বিদায় করিয়া রিব্কাকে এই আশীর্ব্বাদ
করিল, তুমি আমাদের ভগিনী, সহস্র ২ লোকের জননী
হও; তোমার বংশ আপন শত্রুগণের নগর অধিকার
৬১ করুক। পরে রিব্কা ও তাহার দাসীগণ উঠিয়া উষ্ট্রারো-
হণ করিয়া সেই মনুষ্যের পশ্চাৎ যাত্রা করিল। এই রূপে
সেই ভৃত্য রিব্কাকে লইয়া প্রস্থান করিল।
৬২ অপর ইস্‌হাক দক্ষিণ দেশে বাস করাতে বের্-লহয়-
৬৩ রোয়ী নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এবং সন্ধ্যাকালে
ধ্যান করিতে ক্ষেত্রে গেল ; ইতিমধ্যে চক্ষু তুলিয়া চাহিলে
৬৪ উষ্ট্রগণকে আসিতে দেখিল। এবং রিব্কা চক্ষু তুলিয়া
ইস্‌হাক্‌কে দেখিয়া উষ্ট্রহইতে নামিল এবং ঐ ভৃত্যকে
৬৫ জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ক্ষেত্রের
মধ্যে আসিতেছে, এই পুরুষ কে? তাহাতে ভৃত্য কহিল,
উনি আমার প্রভু। অতএব রিব্কা আবরক লইয়া আপ-
৬৬ নাকে আচ্ছাদন করিল। পরে সেই ভৃত্য ইস্‌হাক্‌কে আপ-
৬৭ নকৃত কর্ম্মের তাবৎ বিবরণ কহিল। তখন ইস্‌হাক রিব্কা-
কে গ্রহণ করিয়া সারা মাতার তাম্বুতে লইয়া গিয়া তাহাকে
বিবাহ করিল, এবং তাহার প্রতি প্রেম করিল। তাহাতে
ইস্‌হাক্ মাতৃমরণ শোকহইতে সান্ত্বনাযুক্ত হইল।

---

২৫ অধ্যায়।

১ পরে ইব্রাহীম্ কিটূরা নাম্নী আর এক স্ত্রীকে বিবাহ
২ করিলে তাহার গর্ব্ভে সিম্রুণ্ ও যক্ষন্ ও মিদান্ ও মিদি-
৩ য়ন ও যিশ্‌বক্ ও শূহ, এই সকল পুত্র জন্মিল। এবং ঐ
যক্ষনের ঔরসে শিবা ও দিদন্ জন্মিল। এবং ঐ দিদ-
নের পুত্র অশূরীয়দের ও লিটূশীয়দের ও লিয়ুম্মীয়দের
৪ আদিপুরুষ ছিল। এবং মিদিয়নের পুত্র ঐফা ও এফর্
ও হনোক্ ও অবীদ ও ইল্‌দায়া, এই সকল কিটূরার
৫ বংশ। পরে ইব্রাহীম্ ইস্‌হাক্‌কে আপন সর্ব্বস্ব দিল,কিন্তু
৬ উপপত্নীদের সন্তানদিগকে কিঞ্চিৎ২ দিয়া আপনার
জীবদ্দশাতেই ইস্‌হাকের নিকটহইতে তাহাদিগকে পূর্ব্ব-
৭ দিগস্থ পূর্ব্বদেশে থাকিতে বিদায় করিল। ইব্রাহীম্ এক
শত পঁচাত্তর বৎসর আপন জীবৎকাল যাপন করিল।
৮ পরে বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া উত্তম বৃদ্ধাবস্থাতে প্রাণত্যাগ
৯ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল। অপর
তাহার পুত্র ইস্‌হাক্ ও ইস্মায়েল্ মম্রীর পূর্ব্বে হেতীয়
সোহরের পুত্র ইফ্রোণের ভূমিস্থিত মক্‌পেলা গুহাতে
১০ তাহার কবর দিল। কেননা ইব্রাহীম্ হেতীয় সন্তানদের
কাছে সেই ভূমি ক্রয় করিয়াছিল। ইব্রাহীমের ও তাহার
ভার্য্যা সারার কবর সেই স্থানে ছিল।

১১ ইব্রাহীমের মৃত্যু হইলে ঈশ্বর তাহার ইস্‌হাক্ পুত্রকে
আশীর্ব্বাদ করিলেন; তাহাতে ইস্‌হাক বের্-লহয়-রোয়ী
নামক স্থানে বাস করিল।

১২ সারার দাসী মিস্রীয়া হাজিরার গর্ব্ভজাত ইস্মায়েল্
১৩ নামে ইব্রাহীমের যে পুত্র, তাহার বংশাবলি। নাম ও
জন্মানুসারে ইস্মায়েলের সন্তানদের নাম এই; ইস্মা-
য়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবায়োৎ; পরে কেদর্ ও অদ্‌বেল্
১৪ ও মিব্‌সম্, ও মিশ্‌ম ও দূমা ও মসা ও হদর্ ও তেমা ও
১৫ যিটূর্ ও নাফীশ্ ও কেদিমা। এই সকল ইস্মায়েলের পুত্র,
ও তাহাদের নামানুসারে তাহাদের নগর ও গড় ছিল;

এবং তাহারা আপন ২ জাত্যনুসারে দ্বাদশ অধ্যক্ষ ছিল।
১৭ পরে ইস্মায়েল্ এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে প্রাণ-
ত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল।
১৮ পরে তাহার তাবৎ ভ্রাতৃগণের পূর্ব্বদিগে বাসানুসারে
তাহার সন্তানগণ হবীলা ও মিসরের পূর্ব্বস্থিত শূর্ অবধি
অশূরিয়ার দিগে বসতি করিল।
১৯ ইব্রাহীমের পুত্র ইস্হাকের বংশাবলি। ইব্রাহীমের
২০ পুত্র ইস্হাক; ঐ ইস্হাক্ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে অরা-
মীয় লাবনের ভগিনী যে পদ্দন-অরামস্থ বিথূয়েলের
২১ কন্যা রিব্কা, তাহাকে বিবাহ করিল। কিন্তু ঐ রিব্কা
বন্ধ্যা হওয়াতে তাহার পুত্রার্থে ইস্হাক্ পরমেশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করিল; তাহাতে পরমেশ্বর তাহার প্রা-
২২ র্থনা শুনিলে তাহার স্ত্রী রিব্কা গর্ব্ভবতী হইল। পরে
তাহার গর্ব্ভমধ্যে পুত্রগণ জড়াজড়ি করিলে, আমার
এমন কেন হইল? এরূপ কি হইয়া থাকে? ইহা ভাবিয়া
২৩ সে পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেল। তাহাতে
পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তোমার গর্ব্ভে দুই জাতি
আছে, ও তোমার উদরহইতে দুই প্রকার লোক নিঃসৃত
হইবে; তাহার এক অন্যাপেক্ষা বলবান হইবে, ও জ্যেষ্ঠ
২৪ কনিষ্ঠের সেবা করিবে। পরে প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে
২৫ তাহার গর্ব্ভহইতে যমজপুত্র জন্মিল। তাহার জ্যেষ্ঠ রক্ত-
বর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ লোমশ বস্ত্রের ন্যায় ছিল; এই জন্যে
২৬ তাহার নাম এষৌ (লোমব্যাপ্ত) রাখিল। কিঞ্চিৎ পরে
তাহার পাদমূল ধরিয়া তাহার অনুজ ভূমিষ্ঠ হইল; অত-
এব তাহার নাম যাকুব্ (পদাপহারক) হইল। ইস্হাকের
ষষ্টি বৎসর বয়সের সময়ে এই যমজপুত্র হইল।
২৭ পরে বালকগণ বড় হইলে এষৌ মৃগয়াতে নিপুণ ও
বনবাসী হইল, কিন্তু যাকুব্ মৃদু ও তাম্বুগৃহবাসী হইল।
২৮ ইস্হাক্ মৃগমাংস অতি সুস্বাদু বোধ করাতে এষৌকে
২৯ ভাল বাসিত, কিন্তু রিব্কা যাকুব্‌কে ভাল বাসিত। অনন্তর

এক সময়ে এষৌ ক্ষেত্রহইতে আসিয়া ক্লান্ত হইল, তৎ-
কালে যাকূব্ ব্যঞ্জন পাক করিতেছিল। তাহাতে সে যা- ৩০
কূব্‌কে কহিল, নিবেদন করি, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, ঐ
রাঙ্গা ব্যঞ্জন দ্বারা আমাকে আপ্যায়িত কর; এই জন্যে
তাহার নাম ইদোম্ (রাঙ্গা) বিখ্যাত হইল। তখন যাকূব্ ৩১
কহিল, অদ্য তুমি আমার কাছে আপন জ্যেষ্ঠাধিকার
বিক্রয় কর। এষৌ উত্তর করিল, দেখ, এখন আমি মৃত- ৩২
কল্প, জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি ফল? যাকূব্ কহিল, ৩৩
তুমি অদ্য আমার কাছে দিব্য কর। তাহাতে সে তাহার
কাছে দিব্য করিয়া আপন জ্যেষ্ঠাধিকার যাকূব্‌কে বিক্রয়
করিল। তখন যাকূব্ এষৌকে রুটী ও মসূরের রাঙ্গা ৩৪
দাইল দিলে সে ভোজন পান করিয়া উঠিয়া গেল। এই
রূপে এষৌ আপন জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ জ্ঞান করিল।

২৬ অধ্যায়।

পূর্ব্বে ইব্রাহীম্ বর্ত্তমান থাকিতে যে রূপ দুর্ভিক্ষ হই- ১
য়াছিল, তদপেক্ষা সেই দেশে আর এক দুর্ভিক্ষ উপ-
স্থিত হইলে ইস্‌হাক্ গিরর্ দেশে পিলেষ্টীয়দের রাজা
অবীমেলকের কাছে গেল। পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হইয়া ২
তাহাকে কহিয়াছিলেন, তুমি মিসর্‌দেশে যাইও না,
আমি তোমাকে যে দেশ বলিব, তাহাতে বাস কর, ও সেই ৩
দেশে প্রবাস কর; তাহাতে আমি তোমার সহায় হইয়া
তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তোমাকে ও তোমার
বংশকে ঐ সমস্ত দেশ দিয়া তোমার পিতা ইব্রাহীমের
নিকটে আপনকৃত দিব্যের নিয়ম সফল করিব। আমি ৪
আকাশের তারাগণের ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিয়া
তাহাদিগকে ঐ সকল দেশ দিব, ও তোমার বংশদ্বারা
পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ পাইবে। কেননা ইব্রা- ৫
হীম্ আমার বাক্য মানিয়া আমার বিধান আজ্ঞা ও বিধি
ও ব্যবস্থা পালন করিয়াছে। পরে ইস্‌হাক্ গিররে বাস ৬
করিল। তাহাতে সে স্থানের লোকেরা তাহার ভার্য্যার ৭

পরিচয় জিজ্ঞাসিলে সে কহিল, উনি আমার ভগিনী
কেননা রিব্‌কা পরম সুন্দরী হওয়াতে তথাকার লোকেরা
তাহার নিমিত্তে আমাকে বধ করিবে, এই নিমিত্তে সে
৮ তাহাকে ভার্য্যা কহিতে ভয় করিল। কিন্তু সে স্থানে বহু-
কাল বাস করিলে পর এক সময়ে পিলেষ্টীয় রাজা অবী-
মেলক বাতায়নের দ্বার দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ইস্‌হাক্‌কে
আপন ভার্য্যা রিব্‌কার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিল।
৯ অতএব অবীমেলক্‌ রাজা ইস্‌হাক্‌কে ডাকাইয়া কহিল
ঐ স্ত্রী অবশ্য তোমার ভার্য্যা; তবে তুমি ভগিনী বলিয়া
তাহার পরিচয় কেন দিলা? তখন ইস্‌হাক্‌ উত্তর করিল,
তাহার জন্যে যেন আমার মৃত্যু না হয়, এই নিমিত্তে
১০ কহিলাম। তাহাতে অবীমেলক্‌ কহিল, তুমি আমাদের
সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? যদি কোন লোক তোমার
ভার্য্যার সহিত অনায়াসে শয়ন করিত, তবে তুমি আমা-
১১ দিগকে দোষগ্রস্ত করিতা। পরে অবীমেলক্‌ সকল লোক-
দের প্রতি এই আজ্ঞা দিল, যে কেহ ঐ মনুষ্যকে কিম্বা
তাহার স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে, সে বধ্য হইবে।
১২ অনন্তর ইস্‌হাক্‌ সেই দেশে চাসকর্ম্ম করিয়া পরমে-
শ্বরের আশীর্ব্বাদে সেই বৎসরেই শতগুণ লভ্য করিল।
১৩ এই রূপে বর্দ্ধিষ্ণু হইল, এবং উত্তর ২ উন্নত হইয়া অতি
১৪ মহান হইল। তাহাতে তাহার পাল ২ গোরু ও মেষ
এবং অনেক দাস ও দাসী হইল, এবং পিলেষ্টীয় লো-
১৫ কেরা তাহার প্রতি ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল। এবং তাহার
পিতা ইব্রাহীমের সময়ে দাসগণ যে ২ কূপ খুদিয়াছিল,
পিলেষ্টীয় লোকেরা মৃত্তিকাদ্বারা সে সকল বুজাইয়া
১৬ ফেলিল। পরে অবীমেলক্‌ ইস্‌হাক্‌কে কহিল, তুমি আ-
মাদের নিকটহইতে প্রস্থান কর, কেননা তুমি আমাদের
হইতে অতি বলবান হইতেছ।
১৭ পরে ইস্‌হাক্‌ তথাহইতে যাত্রা করিয়া গিররের উপ-
১৮ ত্যকাতে তাম্বু স্থাপন করিয়া সে স্থানে বাস করিল। এবং

আপন পিতা ইব্রাহীমের বর্ত্তমান সময়ে কৃত যে ২ জলের
কূপ ইব্রাহীমের মৃত্যুর পরে পিলেষ্টীয়েরা বুজাইয়াছিল,
সেই সকল ইস্‌হাক্ আরবার খুদিয়া আপন পিতৃদত্ত
নাম পুনর্ব্বার রাখিল। অপর ইস্‌হাকের দাসগণ সেই ১৯
উপত্যকা খুদিয়া এক স্রোতোবাহি কূপ পাইল। তাহাতে ২০
গিরর্ দেশীয় পশুপালকেরা ইস্‌হাকের পশুপালকদের
সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, এই জল আমাদের; অতএব
ইস্‌হাক্ সেই কূপের নাম এষক্ (বিবাদ) রাখিল, যেহে-
তুক তাহারা তাহার সহিত বিবাদ করিল। পরে তাহার ২১
দাসগণ আর এক কূপ খুদিলে তাহারা তন্নিমিত্তেও বিবাদ
করিল; তাহাতে ইস্‌হাক্ তাহার নাম সিট্না (ঘৃণা) রা-
খিল। এবং তথাহইতে প্রস্থান করিয়া অন্য এক কূপ ২২
খনন করিল, তাহার নিমিত্তে তাহারা বিবাদ না করিলে
তাহার নাম রিহোবোৎ (স্থান) রাখিল, এবং সে কহিল,
এখন পরমেশ্বর আমাদিগকে স্থান দিলেন, আমরা দেশে
বর্দ্ধিষ্ণু হইব। অনন্তর সে তথাহইতে বের্শেবাতে গেলে ২৩
সেই রাত্রিতে পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, ২৪
আমি তোমার পিতা ইব্রাহীমের ঈশ্বর, ভয় করিও না,
আমি আপন দাস ইব্রাহীমের নিমিত্তে তোমার সহায়
আছি, ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার বংশবৃদ্ধি
করিব। পরে ইস্‌হাক্ সে স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া ২৫
পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিল; পরে সে সেই স্থানে
তাম্বু স্থাপন করিলে তাহার দাসগণ এক কূপ খুদিল।

অনন্তর অবীমেলক্ অহুষৎ নামক আপন মিত্রকে ও ২৬
ফীখোল্ নামক সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া গিরর্‌হইতে ইস্-
হাকের নিকটে উপস্থিত হইলে ইস্‌হাক্ তাহাদিগকে কহিল, ২৭
তোমরা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া আপনাদের মধ্য-
হইতে আমাকে দূর করিলা; এখন আমার কাছে কি
নিমিত্তে আইলা? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, পর- ২৮
মেশ্বর তোমার সহায় আছেন, ইহা আমরা নিতান্ত বুঝি-

লাম, এই জন্যে কহিলাম, আমাদের সহিত তোমার এক
শপথ হউক,ও আমাদের সহিত তোমার এই নিয়ম হউক।
২৯ তুমি আমাদের প্রতি কোন হিৎসা করিবা না, কেননা আ-
মরা তোমাকে স্পর্শ করি নাই, ও তোমার মঙ্গল ব্যতি-
রেকে কিছুই করি নাই, বরৎ তোমাকে শান্তিতে বিদায়
করিয়াছি, এবৎ এখনও তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহের
৩০ পাত্র আছ। তখন ইসহাক্ তাহাদের নিমিত্তে ভোজ
৩১ প্রস্তুত করিলে তাহারা ভোজন পান করিল। পরে তাহারা
প্রত্যুষে উঠিয়া পরস্পর দিব্য করিল; তখন ইসহাক্
তাহাদিগকে বিদায় করিলে তাহারা কুশলে তাহাহইতে
প্রস্থান করিল।
৩২ অপর সেই দিনে ইস্‌হাকের দাসগণ আসিয়া আপ-
নাদের কৃত কূপের বিষয়ে সৎবাদ দিয়া তাহাকে কহিল,
৩৩ জল পাইলাম। অতএব সে সেই কূপের নাম বের্শেবা
(দিব্যের কূপ) রাখিল, এবৎ অদ্যাবধি সেই স্থানের নগর
বের্শেবা নামে বিখ্যাত আছে।
৩৪ অনন্তর এষৌ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে হিত্তীয় বেরির
যিহূদীৎ নাম্নী কন্যাকে এবৎ হিত্তীয় এলোনের বাসিমৎ
৩৫ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিল। কিন্তু তাহারা ইস্‌হাকের
ও রিব্‌কার মনের দুঃখদায়িকা হইল।

২৭ অধ্যায়।

১ অনন্তর ইসহাক্ বৃদ্ধ হইলে চক্ষুর্নিস্তেজ হওন প্রযুক্ত
স্পষ্ট রূপে দেখিতে পারিল না; সে আপন জ্যেষ্ঠ
পুত্র এষৌকে ডাকিয়া কহিল, হে আমার পুত্র। তাহাতে
২ সে উত্তর করিল, দেখ, আমি উপস্থিত আছি। তখন
ইস্‌হাক কহিল, দেখ, আমি এখন বৃদ্ধ; কখন্ আমার
৩ মৃত্যু হইবে, তাহা জানি না। অতএব তুমি এখন তূণ ও
ধনুক ও অস্ত্র লইয়া ক্ষেত্রে যাইয়া আমার জন্যে মৃগ-
৪ মাৎস আন। এবৎ আমি যে রূপ ভাল বাসি, সেই মত
সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমার নিকটে আন;

তাহাতে আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে
আশীর্ব্বাদ করিব।

ইস্‌হাক্ এষৌ পুত্রকে এই যে ২ কথা কহিল, তাহা ৫
রিব্‌কা শুনিল; অতএব এষৌ মৃগমাংসার্থে মৃগয়া করিয়া
আনিতে ক্ষেত্রে গেলে পর রিব্‌কা আপন পুত্র যাকূবকে ৬
কহিল, দেখ, তোমার পিতা তোমার এষৌ ভ্রাতাকে
এই কথা কহিল, তুমি মৃগমাংস ও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত ৭
করিয়া আন, তাহাতে আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর
পূর্ব্বেই পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ
করিব; তাহার এই কথা শুনিলাম। অতএব হে আমার ৮
পুত্র, এখন আমি তোমাকে যে আজ্ঞা দি, আমার সেই
বাক্য শুন। তুমি এখন পালে গিয়া তথাহইতে উত্তম ৯
দুইটা ছাগবৎস আন, তাহাতে তোমার পিতা যেরূপ
ভাল বাসেন, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য আমি পাক করিয়া
দি। তুমি তাহা লইয়া আপন পিতার নিকটে যাও, ১০
তাহাতে সে তাহা ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে
আশীর্ব্বাদ করিবে। তখন যাকূব্ আপন মাতা রিব্- ১১
কাকে কহিল, দেখ, আমার ভ্রাতা এষৌ লোমশ, কিন্তু
আমি নির্লোম; ইহাতে যদি পিতা আমাকে স্পর্শ ১২
করিয়া প্রবঞ্চক জ্ঞান করেন, তবে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি
দূরে থাকুক, অভিশাপগ্রস্ত হইব। কিন্তু তাহার মাতা ১৩
কহিল, হে পুত্র, সেই অভিশাপ আমাতে বর্ত্তুক্, কেবল
আমার কথা মানিয়া পালে গিয়া ছাগবৎস আন।

তাহাতে যাকূব্ গিয়া তাহা লইয়া মাতার নিকটে ১৪
আনিলে মাতা তাহার পিতা যেরূপ ভাল বাসে, সেই
রূপ সুস্বাদু খাদ্য রন্ধন করিল। তখন রিবকা জ্যেষ্ঠ ১৫
পুত্র এষৌর গৃহস্থিত উত্তম বস্ত্র লইযা কনিষ্ঠ পুত্র
যাকূবকে পরিধান করাইল। এবং ঐ ছাগের চর্ম্ম লইয়া ১৬
তাহার হস্তে ও গলদেশে জড়াইয়া দিল। এবং সেই পক্ব ১৭
সুস্বাদু খাদ্য ও রুটী আপন পুত্র যাকূবের হস্তে দিল।

১৮ তখন যাকুব্ আপন পিতার নিকটে গিয়া কহিল,
হে পিতঃ; তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি উপস্থিত
১৯ আছি, হে বৎস, তুমি কে? যাকুব্ আপন পিতাকে
কহিল, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ; তুমি আ-
মাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছ, আমি তাহা করিলাম;
এখন নিবেদন করি, তুমি উঠিয়া বসিয়া মৃগমাংস ভোজন
২০ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ দেও। তাহাতে ইস্হাক্
পুত্রকে কহিল, হে পুত্র, তুমি এত শীঘ্র তাহা কি রূপে
পাইলা? সে কহিল, আমার প্রভু পরমেশ্বরই আমাকে
২১ তাহা আনিয়া দিলেন। ইস্হাক্ যাকুব্কে আরো কহিল,
হে পুত্র, আমার নিকটে আইস, তুমি আমার এষৌ পুত্র
২২ নিশ্চয় কি না, তোমাকে স্পর্শ করিয়া দেখিব। তখন
যাকুব্ ইস্হাক্ পিতার নিকটে গেলে সে তাহাকে স্পর্শ
করিয়া কহিল, এই স্বর যাকুবের বটে, কিন্তু এই হস্ত
২৩ এষৌর। এই রূপে সে তাহাকে চিনিতে পারিল না,
কারণ সে এষৌ ভ্রাতার হস্তের তুল্য আপন হস্ত লোম-
যুক্ত করিয়াছিল; অতএব সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল।
২৪ পরে সে কহিল, তুমি কি নিতান্তই আমার এষৌ পুত্র?
২৫ তাহাতে সে কহিল, আমি সেই বটি। তখন ইস্হাক
কহিল, হে পুত্র, তাহা নিকটে আন, আমি পুত্রের
আনীত মৃগমাংস ভোজন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ
করি। তাহাতে নিকটে আনিয়া দিলে ইসহাক্ তাহা
ভোজন করিল, এবং দ্রাক্ষারস আনিয়া দিলে তাহাও
২৬ পান করিল। পরে তাহার পিতা ইস্হাক্ কহিল, হে
২৭ পুত্র, এখন নিকটে আসিয়া আমাকে চুম্বন কর। তখন
সে নিকটে গিয়া চুম্বন করিলে ইস্হাক্ তাহার বস্ত্রের
গন্ধ পাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, পর-
মেশ্বরের আশীর্ব্বাদ যুক্ত ক্ষেত্রের ন্যায় আমার পুত্রের
২৮ সৌগন্ধ। অতএব ঈশ্বর আকাশের শিশিরদ্বারা উর্ব্বরা
ভূমিতে উৎপন্ন শস্য ও দ্রাক্ষারস প্রাচুর্য্য করিয়া তোমাকে

দিউন। ও নানা লোকেরা তোমার অধীন হউক, ও নানা ২৯
জাতীয়েরা তোমাকে নমস্কার করুক, ও তুমি আপন গো-
ত্রের মধ্যে প্রধান হও, এবং তোমার মাতৃপুত্রেরা তো-
মাকে নমস্কার করুক। এবং যে তোমাকে অভিশাপ দেয়,
সে অভিশপ্ত হউক; এবং যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে,
সে আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হউক।

এই রূপে ইস্‌হাক্‌ যাকূব্‌কে আশীর্ব্বাদ করিলে পর ৩০
যাকূব্‌ আপন পিতা ইস্‌হাকের সাক্ষাৎহইতে বহির্গত
হইবামাত্র তাহার ভ্রাতা এষৌ মৃগয়াহইতে আসিয়া সুস্বাদু ৩১
খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পিতার নিকটে আনিয়া কহিল, হে
পিতঃ, উঠ, পুত্রের মৃগমাংস ভোজন করিয়া আমাকে আ-
শীর্ব্বাদ কর। তাহাতে তাহার পিতা ইস্‌হাক্‌ কহিল, তুমি ৩২
কে? সে কহিল, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ। তখন ইস্‌ ৩৩
হাক্‌ অতিশয় কম্পিত হইয়া কহিল, তবে যে লোক মৃগয়া
করিয়া আমার নিকটে মৃগমাংস আনিলে আমি তোমার
আগমনের পূর্ব্বেই তাহা ভোজন করিলাম সে কে? আমি
তাহাকে আশীর্ব্বাদ দিলাম; সেই আশীর্ব্বাদযুক্ত থাকিবে।
তখন এষৌ পিতার এমন কথা শুনিয়া অতিশয় বিলাপ ৩৪
করিয়া ব্যাকুলচিত্তে রোদন করিতে লাগিল, এবং আপন
পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ কর।
তাহাতে ইস্‌হাক্‌ কহিল, তোমার ভ্রাতা আসিয়া বঞ্চনা ৩৫
করিয়া তোমার প্রাপ্তব্য আশীর্ব্বাদ লইল। তাহাতে ৩৬
এষৌ কহিল, তাহার নাম কি যথার্থ যাকূব্‌ নয়? কেননা
সে দুই বার আমাকে প্রবঞ্চনা করিল; দেখ, সে পূর্ব্বে
আমার জ্যেষ্ঠাধিকার লইল, এবং এখনও আমার
প্রাপ্তব্য আশীর্ব্বাদ লইল। সে পুনর্ব্বার কহিল, তুমি কি
আমার জন্যে একটিও আশীর্ব্বাদ রাখ নাই? তখন ইস্‌- ৩৭
হাক্‌ এষৌকে উত্তর করিল, দেখ, আমি তাহাকে তোমার
প্রভু করিলাম, এবং তাহার কুটুম্ব সকলকে তাহার অধীন
করিলাম, এবং তাহার প্রতিপালনার্থে শস্য ও দ্রাক্ষারস দি-

লাম; অতএব,হে পুত্র,এখন তোমার জন্যে আর কি করিতে
৩৮ পারি ? তাহাতে এষৌ পুনর্ব্বার আপন পিতাকে কহিল,
হে পিতঃ, তোমার কি কেবল এক আশীর্ব্বাদ? হে পিতঃ,
আমাকেও আশীর্ব্বাদ কর। ইহা কহিয়া এষৌ উচ্চৈঃস্বরে
৩৯ রোদন করিতে লাগিল। পরে তাহার পিতা ইস্‌হাক্ এই
কথা কহিল, যে দেশে উর্ব্বরা ভূমি ও আকাশের শিশির
৪০ নাই, সেই দেশে তোমার বসতি হইবে; তুমি খড়্গ ব্যব-
সায়দ্বারা কাল যাপন করিবা ও আপন ভ্রাতার অধীন
হইবা। কিন্তু যখন তোমার প্রভুত্ব হইবে, তখন আপন
গ্রীবাহইতে তাহার যোয়ালি ভাঙ্গিবা।
৪১ এই রূপে যাকূব্ আপন পিতাহইতে আশীর্ব্বাদ পাইল;
এই জন্যে এষৌ ঈর্ষ্যা করিয়া মনে ২ ভাবিল, পিতার
অন্তিম কাল প্রায় উপস্থিত; তাহার পরে যাকূব্ ভ্রাতাকে
৪২ বধ করিব। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর এমত কথা রিব্কার
কর্ণগোচর হইলে সে কনিষ্ঠ পুত্র যাকূব্‌কে কহিয়া পাঠাইল,
দেখ, তোমার ভ্রাতা এষৌ তোমাকে বধ করিতে মনস্থ
৪৩ করিয়া সুস্থির আছে। অতএব, হে পুত্র,আমার কথা শুন;
তুমি পলাইয়া হারণ্ নগরে আমার ভ্রাতা লাবনের নি-
৪৪ কটে যাও। এবং যদবধি তোমার ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্তি না
৪৫ হয়, তাবৎ কাল সেখানে থাক। পরে তোমার প্রতি ভ্রা-
তার ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে এবং তুমি তাহার প্রতি যাহা
করিয়াছ, তাহা সে বিস্মৃত হইলে, আমি লোক পাঠাইয়া
তথাহইতে তোমাকে আনিব; এক দিনে তোমাদের দুই
৪৬ জনকেই কেন হারাইব? অনন্তর রিব্কা ইস্‌হাক্‌কে কহিল,
এই হিত্তীয়দের কন্যাগণের বিষয়ে আমার প্রাণ ব্যাকুল
হইতেছে; যদি যাকূব্ হিত্তীয় কন্যাদের অর্থাৎ এই দেশীয়
কন্যাদের মধ্যে ইহাদের তুল্য কোন কন্যাকে বিবাহ করে,
তবে আমার প্রাণ ধারণে কি সুখ ?

২৮ অধ্যায়।

১ পরে ইসহাক যাকূব্‌কে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, এবং

এই আজ্ঞা দিয়া তাহাকে কহিল, তুমি কিনান্ দেশীয়
কন্যাকে বিবাহ করিও না। উঠ, পদ্দন্-অরামে আপন ২
মাতামহী বিথূয়েলের গৃহে গিয়া সে স্থানে আপন মাতুল
লাবনের কোন কন্যাকে বিবাহ কর। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ৩
আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমাকে বহু গোষ্ঠী করণার্থে ফলবন্ত
ও বহুপ্রজ করুণ। এবং ইব্রাহীমের প্রতি দত্ত আশীর্ব্বাদ ৪
তোমাতে ও তোমার বংশেতে সফল করুণ; তাহাতে ঈশ্বর
ইব্রাহীম্কে যে দেশ দিয়াছেন, ও যে স্থানে এখন তুমি
বিদেশী, সেই দেশ তোমার অধিকার হইবে। পরে ইস্- ৫
হাক্ যাকূব্কে বিদায় করিলে সে পদ্দন্-অরামে অরামীয়
বিথূয়েলের পুত্র লাবনের, অর্থাৎ যাকূবের ও এষৌর
মাতা রিব্কার ভ্রাতার নিকটে প্রস্থান করিল।

অপর ইস্হাক্ যাকূব্কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহার্থে ৬
পদ্দন্-অরামে বিদায় করিল, এবং আশীর্ব্বাদের সময়ে
কিনানীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিল; এবং ৭
যাকূব্ মাতা পিতার আজ্ঞানুসারে পদ্দন্-অরামে প্রস্থান
করিল; ইহা দেখিয়া এষৌ আপন পিতা ইস্হাকের কি- ৮
নান্ দেশীয় কন্যার প্রতি অসন্তোষ জানিয়া তাহার স্ত্রী- ৯
গণ থাকিলেও ইস্মায়েলের নিকটে গিয়া ইব্রাহীমের পুত্র
ইস্মায়েলের পুত্রী নিবায়োতের ভগিনী মহলৎ নাম্নী
কন্যাকে বিবাহ করিল।

পরে যাকূব্ বের্শেবাহইতে হারণের প্রতি যাত্রা ১০
করিল, এবং সূর্য্য অস্তগত হইলে সে এক স্থানে উত্ত- ১১
রিয়া রাত্রিবাস করিল; তখন সে তথাকার প্রস্তরকে বা-
লিশ করিয়া সেই স্থানে নিদ্রা যাইতে শয়ন করিল। তা- ১২
হাতে সে স্বপ্নে এক সোপান দেখিল, তাহার মূল পৃথি-
বীস্থিত ও মস্তক গগণস্পর্শী, এবং তাহার দ্বারা ঈশ্ব-
রের দূতগণ নামিতেছে ও উঠিতেছে; এবং পরমেশ্বর ১৩
তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, আমি পরমেশ্বর,
তোমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমের ও ইসহাকের ঈশ্বর, তুমি

যে দেশে শয়ন করিতেছ, এই দেশ আমি তোমাকে ও
১৪ তোমার বংশকে দিব। তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির
ন্যায় অসংখ্য হইবে, এবং তুমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম ও উত্তর
ও দক্ষিণ চারিদিগে বৃদ্ধি পাইবা, এবং তোমাহইতে ও
তোমার বংশহইতে পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ পা-
১৫ ইবে। এবং তুমি যে২ স্থানে যাইবা, সেই স্থানে আমি
তোমার সহায় হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার এই
দেশে আনিব; আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না, কিন্তু তোমার
১৬ কাছে যাহা২ কহিয়াছি, তাহা সফল করিব। পরে নিদ্রা
ভঙ্গ হইলে যাকূব্ জাগিয়া কহিল, অবশ্য এই স্থানে পর-
১৭ মেশ্বর আছেন, কিন্তু আমি তাহা জানিলাম না। এবং
ভয়েতে আরো কহিল, এ কেমন ভয়ানক স্থান! এই স্থান
অবশ্য ঈশ্বরের গৃহ ও স্বর্গদ্বারস্বরূপ।
১৮ পরে যাকূব্ প্রত্যূষে উঠিয়া বালিশের নিমিত্তে যে
প্রস্তর রাখিয়াছিল, তাহা স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়া তা-
১৯ হার উপরে তৈল ঢালিয়া দিল। এবং সেই স্থানের নাম
বৈথেল্ (ঈশ্বরের গৃহ) রাখিল, কিন্তু পূর্ব্বে ঐ স্থানের
২০ নাম লূস্ ছিল। এবং সে মানস করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিল,
যদি ঈশ্বর আমার সহায় হইয়া আমার গন্তব্য পথে আ-
২১ মাকে রক্ষা করেন, এবং আহারার্থে অন্ন ও পরিধানার্থে
বস্ত্র দেন, এবং পুনর্ব্বার আমাকে কুশলে পিত্রালয়ে ফি-
২২ রিয়া আনেন, তবে পরমেশ্বর আমার প্রভু হইবেন; এবং
এই আমার স্থাপিত স্তম্ভরূপ প্রস্তরেতে ঈশ্বরের মন্দির
নির্ম্মিত হইবে; এবং তিনি আমাকে যাহা কিছু দিবেন,
তাহার দশমাংশ আমি তাঁহাকে অবশ্য দিব।

২৯ অধ্যায়।

১ পরে যাকূব্ যাইতে২ পূর্ব্ব দেশে উপস্থিত হইয়া দে-
২ খিল, প্রান্তরের মধ্যে এক কূপের নিকটে তিন পাল মেষ
শয়ন করিয়া আছে; কারণ লোকেরা মেষপালকে সেই
কূপের জল পান করায়; কিন্তু সেই কূপের নিকটে তাবৎ

পাল একত্র হওন পর্য্যন্ত সেই কূপের মুখে এক খান বৃহৎ
প্রস্তর আচ্ছাদন থাকে। পরে লোকেরা তাহার মুখহইতে ৩
প্রস্তর সরাইয়া মেষপালকে জলপান করায়, এবং পুন-
র্ব্বার কূপের মুখে প্রস্তর দেয়। যাকূব্ তাহাদিগকে জিজ্ঞা- ৪
সিল, হে ভাই সকল, তোমাদের নিবাস কোথায়? তাহাতে
তাহারা কহিল, হারণ্ নগরে। তখন যাকূব্ জিজ্ঞাসিল, ৫
তোমরা নাহোরের পৌত্র লাবন্‌কে চিন কি না? তা-
হারা কহিল, চিনি। যাকূব জিজ্ঞাসিল, সে কেমন আছে? ৬
তাহারা কহিল, সে ভাল আছে; ঐ দেখ, তাহার কন্যা
রাহেল্ মেষপাল লইয়া আসিতেছে। তখন যাকূব্ কহিল, ৭
এখনও অনেক বেলা আছে; মেষপাল একত্র করণের
সময় হয় নাই; তোমরা মেষপালকে জলপান করাইয়া
পুনর্ব্বার চরাইতে লইয়া যাও। কিন্তু তাহারা কহিল, যে ৮
পর্য্যন্ত তাবৎ পাল একত্র না হয়, ও কূপের মুখহইতে
প্রস্তর সরান না যায়, তাবৎ আমরা তাহা করিতে পারি
না; তাহা হইলে আমরা মেষদিগকে জলপান করাইব।

যাকূব্ তাহাদের সহিত এই রূপ কথা কহিতেছে, ইতো- ৯
মধ্যে রাহেল্ আপন পিতার পশুপাল লইয়া উপস্থিত
হইল, কেননা সে মেষপালিকা ছিল। তখন যাকূব্ আ- ১০
পন লাবন্ মাতুলের কন্যা রাহেল্‌কে ও তাহার পশুপা-
লকে দেখিয়া নিকটে গিয়া কূপের মুখহইতে প্রস্তর সরা-
ইয়া লাবন্ মাতুলের পশুপালকে জলপান করাইল।

পরে যাকূব্ রাহেল্‌কে চুম্বন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ১১
করিয়া, আপনি যে তাহার পিতার কুটুম্ব ও রিব্‌কার ১২
পুত্র, এই পরিচয় দিলে রাহেল্ শীঘ্র গিয়া আপন পি-
তাকে সংবাদ দিল। তাহাতে লাবন্ আপন ভাগিনেয় ১৩
যাকূবের সংবাদ পাইয়া ত্বরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া আপন
গৃহে লইয়া গেল; পরে সে আপন আগমনের সমস্ত
বিবরণ লাবন্‌কে জ্ঞাত করিল। তাহাতে লাবন্ কহিল, ১৪

তুমি আমার অস্থি ও মাংসস্বরূপ। পরে যাকূব্ তাহার
গৃহে এক মাস বাস করিল।
১৫ অনন্তর লাবন্ যাকূব্কে কহিল, তুমি কুটুম্ব হইয়া কি
বিনা বেতনে আমার দাস্য কর্ম্ম করিবা? অতএব কি বেতন
১৬ লইবা? তাহা বল। ঐ লাবনের দুই কন্যা ছিল; তাহার
১৭ জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া ও কনিষ্ঠার নাম রাহেল্। লেয়া
ক্লিন্নাক্ষী ছিল, কিন্তু রাহেল্ রূপবতী ও সুন্দরী ছিল;
১৮ এবং যাকূব্ তাহাকে ভাল বাসিত, এই জন্যে সে উত্তর
করিল, তোমার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলের জন্যে আমি সাত
১৯ বৎসর তোমার দাস্য কর্ম্ম করিব। তাহাতে লাবন্ কহিল,
অন্য পাত্রকে দান করা অপেক্ষা তোমাকে দান করা উত্তম
২০ বটে, অতএব আমার নিকটে থাক। এই রূপে যাকূব্
রাহেলের জন্যে সাত বৎসর দাস্য কর্ম্ম করিল; রাহে-
লের প্রতি তাহার এমত অনুরাগ ছিল, যে সাত বৎসরও
তাহার অল্প দিন বোধ হইল।
২১ পরে যাকূব্ লাবন্কে কহিল, আমার নিয়মিত কাল
সম্পূর্ণ হইল, এখন আমার ভার্য্যা আমাকে দেও,
২২ আমি তাহাতে গমন করিব। তাহাতে লাবন্ ঐ স্থানের
২৩ তাবৎ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া রাত্রি-
কালে আপন কন্যা লেয়াকে লইয়া তাহার নিকটে আ-
২৪ নিয়া দিলে যাকূব্ তাহাতে উপগত হইল। এবং লাবন্
আপন কন্যা লেয়ার দাস্যকর্ম্মার্থে সিল্পা নামে আপন
২৫ দাসীকে দিল। কিন্তু প্রভাত হইলে সে যে লেয়া, ইহা
দেখিয়া যাকূব্ লাবন্কে কহিল, তুমি আমার সহিত এ কি
ব্যবহার করিলা? আমি কি রাহেলের জন্যে তোমার দাস্য
কর্ম্ম করিলাম না? তবে কেন আমার প্রতি বঞ্চনা করিলা?
২৬ তখন লাবন্ কহিল, আমাদের এই স্থানে জ্যেষ্ঠা অদত্তা
২৭ থাকিতে কনিষ্ঠাকে দান করা অকর্ত্তব্য। এখন তাহার সাত
দিন যাপন কর; পরে যদি আরো সাত বৎসর আমার
দাস্য কর্ম্ম কর, তবে অন্য কন্যাকেও তোমাকে দান করিব।

তাহাতে যাকূব্ সেই প্রকার করিল, অর্থাৎ তাহার সাত ২৮
দিন যাপন করিল। পরে লাবন্ তাহার সহিত আপন ২৯
কন্যা রাহেলের বিবাহ দিল, এবং রাহেলের দাস্য-
কর্ম্মার্থে বিল্‌হা নামে আপন দাসীকে দিল। তখন সে ৩০
রাহেলেতেও উপগত হইল; এবং লেয়ার অপেক্ষা রা-
হেল্‌কে অধিক ভাল বাসিল; এবং রাহেলের জন্যে
আর সাত বৎসর লাবনের দাস্য কর্ম্ম করিল।

পরে পরমেশ্বর লেয়াকে অবজ্ঞাতা দেখিয়া তাহাকে ৩১
গর্ব্ভ ধারণের শক্তি দিলেন, কিন্তু রাহেল্ বন্ধ্যা হইল।
অতএব লেয়া গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে তাহার ৩২
নাম রূবেন্ (পুত্রকে দেখ) রাখিল; কেননা সে কহিল,
পরমেশ্বর অবশ্য আমার দুঃখ দেখিয়াছেন; অতএব
স্বামী আমাকে এখন ভাল বাসিবেন। অপর সে পুনর্ব্বার ৩৩
গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, আমি অবজ্ঞাতা
আছি, পরমেশ্বর ইহা শ্রবণ করিয়া আমাকে এই পুত্রও
দিলেন; পরে তাহার নাম শিমিয়োন্ (শ্রবণ) রাখিল।
এবং আর বার সে গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া ৩৪
কহিল, এত দিনের পর স্বামী আমাতে আসক্ত হইবেন,
কেননা আমি তাহার তিন পুত্র প্রসব করিলাম; অতএব
তাহার নাম লেবি (আসক্ত) রাখিল। পরে পুনর্ব্বার তা- ৩৫
হার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, এখন আমি
পরমেশ্বরের প্রশংসা করি; অতএব তাহার নাম যিহূদা
(প্রশংসা) রাখিল। তাহার পর তাহার গর্ব্ভ নিবৃত্তি হইল।

৩০ অধ্যায়।

অপর আপনাতে যাকূবের পুত্র জন্মিল না, ইহা দে- ১
খিয়া রাহেল্ ভগিনীর প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া যাকূব্‌কে কহিল,
আমাকে সন্তান দেও, নতুবা আমি মরিব। তাহাতে যাকূব্ ২
রাহেলের প্রতি ক্রোধ করিয়া কহিল, তোমার গর্ব্ভের ফল
নিবারণ করিলেন যে ঈশ্বর, তাঁহার প্রতিনিধি কি আমি?
তখন রাহেল্ কহিল, তবে আমার দাসী বিল্‌হাতে গমন ৩

কর, সে পুত্র প্রসব করিয়া আমার কোলে দিলে আমি
৪ তাহাহইতে পুত্রবতী হইব। ইহা বলিয়া সে আপন দাসী
৫ বিল্‌হাকে স্বামির সহিত বিবাহ দিল। তখন যাকূব্‌ তাহাতে
গমন করিলে বিল্‌হা গর্ব্ভবতী হইয়া যাকূবের এক পুত্র
৬ প্রসব করিল। তখন রাহেল্‌ কহিল, ঈশ্বর আমার প্রতি
ন্যায় করিলেন, কেননা তিনি আমার কাকুক্তি শুনিয়া আ-
মাকে পুত্র দিলেন; অতএব সে তাহার নাম দান্‌ (ন্যায়)
৭ রাখিল। অনন্তর রাহেলের বিল্‌হা দাসী পুনর্ব্বার গর্ব্ভ
৮ ধারণ করিয়া যাকূবের দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল। তখন
রাহেল্‌ কহিল, আমি মহাযত্নেতে ভগিনীর সহিত মল্ল-
যুদ্ধ করিয়া জয় করিলাম; অতএব সে তাহার নাম নপ্তালি
৯ (মল্লযুদ্ধ) রাখিল। অনন্তর লেয়া আপনার গর্ব্ভ নিবৃত্তি
বুঝিয়া আপনার সিল্পা নামে দাসীকে লইয়া স্বামির
১০ সহিত বিবাহ দিল। তাহাতে লেয়ার সিল্পা দাসীর গর্ব্ভ-
১১ হইতে যাকূবের এক পুত্র জন্মিল। তখন লেয়া কহিল, এক
দল আসিতেছে; অতএব তাহার নাম গাদ্‌ (দল) রাখিল।
১২ অনন্তর লেয়ার দাসী সিল্পা যাকূবের দ্বিতীয় পুত্র প্রসব
১৩ করিল। তাহাতে লেয়া কহিল, আমি ধন্যা, সকল স্ত্রীলোক
আমাকে ধন্যা কহিবে; অতএব সে তাহার নাম আশের্‌
(ধন্যা) রাখিল।

১৪ অপর গোম কাটনের সময়ে রূবেন্‌ বাহিরে গিয়া ক্ষেত্রে
দূদাফল পাইয়া আনিয়া আপন মাতা লেয়াকে দিল;
তাহাতে রাহেল্‌ লেয়াকে কহিল, তোমার পুত্রের আনীত
১৫ দূদাফল কিছু আমাকে দেও। তাহাতে সে কহিল, তুমি
আমার স্বামিকে লইলা, এ কি ক্ষুদ্র বিষয়? তুমি আমার
পুত্রের দূদাফলও লইতে চাহ? তখন রাহেল্‌ কহিল,
তোমার পুত্রের দূদাফলের পরিবর্ত্তে সে অদ্য রাত্রিতে
১৬ তোমার সহিত শয়ন করিবে। পরে সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্রহইতে
যাকূবের আগমন সময়ে লেয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ
করিতে বাহিরে গিয়া কহিল, অদ্য রাত্রিতে আমার সহিত

তোমাকে শয়ন করিতে হইবে, কেননা আমি আপন
পুত্রের দূদাফল দিয়া তোমাকে ভাড়া করিলাম; অতএব
সে সেই রাত্রিতে তাহার সহিত শয়ন করিল। তাহাতে ১৭
ঈশ্বর লেয়ার প্রার্থনা শুনিলে সে পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী হইয়া
যাকূবের পঞ্চম পুত্র প্রসব করিল। তখন লেয়া কহিল, ১৮
ঈশ্বর আমাকে বেতন দিলেন, কেননা আমি স্বামিকে
আপন দাসী দিলাম; অতএব সে তাহার নাম ইষাখর্
(বেতন) রাখিল।

অনন্তর লেয়া পুনর্ব্বার গর্ব্ভধারণ করিয়া যাকূবের ষষ্ঠ ১৯
পুত্র প্রসব করিল। তখন লেয়া কহিল, ঈশ্বর আমাকে ২০
উত্তম যৌতুক দিলেন, এখন আমার স্বামী আমার সহিত
বাস করিবে, কেননা আমাতে তাহার ছয় পুত্র জন্মিল;
অতএব সে তাহার নাম সিবূলূন্ (বাস) রাখিল। অনন্তর ২১
তাহার এক কন্যা জন্মিলে তাহার নাম দীণা রাখিল।

অনন্তর ঈশ্বর রাহেল্কে স্মরণ করিয়া তাহার প্রার্থনা ২২
শুনিয়া তাহাকে গর্ব্ভধারণের শক্তি দিলেন। তখন তাহার ২৩
গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, ঈশ্বর এখন
আমার অপমান দূর করিলেন। পরে সে তাহার নাম ২৪
যূষফ্ (বৃদ্ধি) রাখিয়া কহিল, পরমেশ্বর আমাকে আরো
এক পুত্র দিউন।

অপর রাহেলহইতে যূষফ্ জন্মিলে যাকূব্ লাবন্কে ২৫
কহিল, আমাকে আপন দেশে স্বস্থানে যাইতে বিদায়
কর। এবং আমি যাহাদের জন্যে তোমার দাস্য কর্ম্ম ২৬
করিলাম, আমার সেই স্ত্রীগণ ও পুত্রগণকে আমাতে সম-
র্পণ করিয়া যাইতে দেও; কেননা যে রূপ তোমার দাস্য
কর্ম্ম করিলাম, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। তখন লাবন্ তা- ২৭
হাকে কহিল, বিনয় করি, তুমি এখন আমার প্রতি অনু-
গ্রহ কর, কেননা আমি অনুভবে জানিলাম, কেবল তোমার
নিমিত্তেই পরমেশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অত- ২৮
এব সে কহিল, তুমি আপনি আমার স্থানে যে রূপ বেতন

২৯ স্থির করিয়া কহিবা, আমি তাহাই তোমাকে দিব। তখন
যাকুব্ তাহাকে কহিল, আমি যে রূপ তোমার দাস্য কর্ম্ম
করিলাম, এবং আমার নিকটে তোমার পশুগণ যে রূপ
৩০ আছে, তাহাও তুমি জ্ঞাত আছ। কেননা আমার আগম-
নের পূর্ব্বে তোমার অল্প সম্পত্তি ছিল,কিন্তু এখন প্রচুর
হইয়াছে; আমার আগমনাবধি পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল
করিয়াছেন; কিন্তু আমি আপন পরিবারের জন্যে কবে
৩১ সঞ্চয় করিব? তাহাতে লাবন্ কহিল, আমি তোমাকে
কি দিব? যাকুব্ কহিল, তুমি আমাকে আর কিছুই না দিয়া
যদি আমার প্রতি এক কর্ম্ম কর, তবে আমি তোমার পশু-
৩২ দিগকে পুনর্ব্বার চরাইয়া প্রতিপালন করিব। অদ্য আমি
তোমার সকল পশুপালের মধ্যে গিয়া কর্ব্বুরবর্ণ ও চিত্র
বিচিত্র গবাদি এবং কপিশবর্ণ মেষ সকল ও কর্ব্বুরবর্ণ ও
চিত্র বিচিত্র ছাগ সকলকে বিভিন্ন করি; সেই সকল
৩৩ আমার বেতনস্বরূপ হইবে। ইহার পরে যখন তোমার
সাক্ষাতে আমার বেতন উপস্থিত হইবে, তখন আমার
যাথার্থ্যের এক প্রমাণ হইবে; তাহাতে যদি ছাগদের মধ্যে
কর্ব্বুরবর্ণ ও চিত্র বিচিত্র ভিন্ন ও মেষদের মধ্যে কপিশ
বর্ণ ভিন্ন থাকে, তবে তাহা আমার চৌর্য্য রূপে গণ্য
৩৪ হইবে। তখন লাবন্ কহিল, ভাল, তোমার কথানুসারেই
৩৫ হইবে। অপর সে সেই দিনে বিচিত্র ও কর্ব্বুরবর্ণ ছাগ
সকল ও বিচিত্র ও কর্ব্বুরবর্ণ ছাগী সকল, এবং যাহাতে ২
কিঞ্চিৎ শুক্ল বর্ণ ছিল, এবং কপিশবর্ণ মেষ সকল পৃথক
৩৬ করিয়া আপন পুত্রদের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাকুব্হইতে
দূরে তিন দিনের পথে পাঠাইল; পরে যাকুব্ লাবনের
অবশিষ্ট পশুপাল চরাইতে লাগিল।

৩৭ অপর যাকুব্ লিব্নী ও লূস্ ও অর্মোন্ বৃক্ষের সরল
শাখা কাটিয়া তাহার ছাল খুলিয়া কাষ্ঠের শুক্ল রেখা
৩৮ বাহির করিল। পরে যে সময়ে পশুগণ জলপানার্থে
আইসে, তৎকালে তাহারা যেন গর্ব্ভধারণ করে, এই

নিমিত্তে জলপানের সময়ে পশুদের সঙ্গমে তাহাদের
সম্মুখে পানপাত্রের মধ্যে ঐ শাখা সকল উচ্চ করিয়া
রাখিতে লাগিল। অতএব তাহাদের সেই শাখার নিকটে ৩৯
গর্ব্ভধারণ করাতে চক্র চিত্রিত ও কর্ব্বুরবর্ণ ও বিচিত্র বৎস
সকল জন্মিল। তাহাতে যাকূব্ সেই বৎস সকল পৃথক ৪০
করিল, এবং লাবনের চক্র চিত্রিত ও কপিশবর্ণ বৎসের
সম্মুখে আপন পাল রাখিল; এই রূপে সে লাবনের
পালের সহিত না রাখিয়া আপন পালকে পৃথক করিল।
এবং বলবান পশুগণ যেন শাখার নিকটে গর্ব্ভধারণ করে, ৪১
এই জন্যে পানপাত্রের মধ্যে পশুদের সম্মুখে ঐ শাখা
রাখিল; কিন্তু দুর্ব্বল পশুদের সম্মুখে রাখিল না। তাহাতে ৪২
যত বলবান পশু, প্রায় সকলি যাকূবের হইল, কিন্তু দুর্ব্বল
পশুগণ লাবনের হইল। অতএব যাকূব্ অতি বর্দ্ধিষ্ণু ৪৩
হইল, এবং তাহার পশু ও দাস ও দাসী ও উষ্ট্র ও গর্দ্দভ
যথেষ্ট হইল।

৩১ অধ্যায়।

অপর যাকূব্ আমাদের পিতার সর্ব্বস্ব লইল, আমাদের ১
পিতার ধনহইতে তাহার এই সকল ঐশ্বর্য্য হইল, যাকূব্
লাবনের পুত্রদের এই কথা শুনিল। এবং লাবন্ তাহার ২
প্রতি পূর্ব্বকার ন্যায় নহে, ইহাও যাকূব্ তাহার মুখ
দেখিয়াই বুঝিল। এবং পরমেশ্বর যাকূব্‌কে কহিলেন, ৩
তুমি আপন পৈতৃক দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে ফিরিয়া
যাও, আমি তোমার সহায় আছি। অতএব যাকূব্ প্রান্তরে ৪
পশুদের নিকটে রাহেল্‌কে ও লেয়াকে ডাকাইয়া কহিল,
আমি দেখিলাম তোমাদের পিতার মুখ আমার প্রতি ৫
পূর্ব্বকার মত নহে, কিন্তু আমার পিতার ঈশ্বর আমার
সহায় আছেন। আমি যথা সাধ্য তোমাদের পিতার দাস্য ৬
কর্ম্ম করিলাম, তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ; তথাপি তোমা- ৭
দের পিতা আমাকে প্রবঞ্চনা করিল, ও দশ বার আমার
বেতনের অন্যথা করিল; কিন্তু ঈশ্বর আমার ক্ষতি করিতে

৮ তাহাকে দিলেন না। কেননা চিত্র বিচিত্র তাবৎ পশুগণ
তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, এই কথা সে যদি আপনি
কহিল, তবে সকল পশুহইতেই চিত্র বিচিত্র পশুগণ জন্মিল।
এবং রেখাবিশিষ্ট পশু সকল তোমার হইবে, যদি ইহা
৯ কহিল, তবে সকল পশুই রেখাবিশিষ্ট হইল। এই রূপে
ঈশ্বর তোমাদের পিতার পশুধন লইয়া আমাকে দিলেন।
১০ কেননা পশুদের গর্ব্ভধারণ কালে আমি স্বপ্নেতে স্বচক্ষুতে
দেখিলাম, পালের মধ্যে স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু
উঠিতেছে, সকলি চক্রচিত্রিত ও চিত্রবিচিত্র ও রেখাবিশিষ্ট।
১১ তখন ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে আমাকে যাকূব্ বলিয়া ডাকিলে
১২ আমি উত্তর করিলাম,আমি উপস্থিত আছি। তাহাতে তিনি
কহিলেন, ঐ চাহিয়া দেখ, স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু
উঠিতেছে, সকলি চক্রচিত্রিত ও চিত্রবিচিত্র ও রেখাবিশিষ্ট,
কেননা তোমার প্রতি লাবন্ যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা
১৩ আমি দেখিলাম। যে স্থানে তুমি স্তম্ভে অভিষেক ও আমার
নিকটে মাননি করিয়াছ, সেই বৈথলের ঈশ্বর আমি;
এখন উঠিয়া এই দেশ ত্যাগ করিয়া আপন জ্ঞাতিদের
১৪ দেশে ফিরিয়া যাও। তাহাতে রাহেল্ ও লেয়া উত্তর
কহিল, পিতার বাটীতে আমাদের কি কিছু অংশ ও
১৫ অধিকার আছে? এখন আমরা কি তাহার কাছে বিদেশি
রূপে গণ্য হইলাম না? কেননা তিনি আমাদিগকে বিক্রয়
১৬ করিয়া মূল্যভোগ করিয়াছেন। অতএব ঈশ্বর আমাদের
পিতাহইতে যে সকল ধন লইয়াছেন,সে সকলি আমাদের
ও আমাদের বংশের; ঈশ্বর তোমাকে যাহা কহিলেন,
তুমি তাহাই কর।
১৭ তখন যাকূব্ গাত্রোত্থান করিয়া আপন সন্তানগণ ও
১৮ স্ত্রীদিগকে উষ্ট্রারোহণ করাইয়া পদ্দন্-অরাম্হইতে যে
পশু ও যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিল, কিনান্ দেশে
আপন পিতা ইস্হাকের নিকটে যাইতে তাহা লইয়া
১৯ গেল। তৎকালে লাবন্ মেষ লোমচ্ছেদন করিতে গিয়া-

ছিল; এই অবকাশে রাহেল্ আপন পিতার পুত্তলিকা-
দিগকে হরণ করিল। পরে যাকূব্ কোন সমাচার না দিয়া ২০
অরামীয় লাবন্‌কে বঞ্চনা করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে
পলায়ন করিল। এই রূপে সে আপন সর্ব্বস্ব লইযা পলা- ২১
য়ন করিল, এবং ফরাৎ নদী পার হইয়া গিলিয়দ্ পর্ব্বত
সম্মুখে রাখিয়া চলিল।

পরে তৃতীয় দিনে লাবন্ যাকূবের এরূপ পলায়নের ২২
সম্বাদ পাইয়া আপন কুটুম্বদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার ২৩
পশ্চাৎ ২ সপ্ত দিনের পথ দৌড়িয়া গিয়া গিলিয়দ্ পর্ব্বতে
তাহাকে ধরিল। কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে উপস্থিত ২৪
হইয়া অরামীয় লাবন্‌কে কহিলেন, সাবধান হও,
যাকূব্‌কে ভাল ব্যতিরেকে মন্দ কথা কহিও না।

পরে লাবন্ যাকূব্‌কে ধরিল; ঐ মিলনের সময়ে যাকূ- ২৫
বের তাম্বু পর্ব্বতোপরি স্থাপিত ছিল; তাহাতে লাবন্‌ও
কুটুম্বদের সহিত গিলিয়দ্ পর্ব্বতোপরি তাম্বু স্থাপন করিল।
পরে লাবন্ যাকূব্‌কে কহিল, তুমি কেন এমন কর্ম্ম করিলা? ২৬
আমাকে বঞ্চনা করিয়া খড়্গধৃত লোকদের ন্যায় আমার
কন্যাদিগকে কেন লইয়া গেলা? তুমি আমাকে বঞ্চনা ২৭
করিয়া কেন গোপনে পলাইলা? আমাকে সংবাদ দিলা
না; তাহা দিলে আমি তোমাকে আহ্লাদে তবলের ও
বীণার বাদ্য ও গান পুরঃসরে বিদায় করিতাম। তুমি ২৮
পুত্রগণকে ও কন্যাগণকে চুম্বন করিতেও আমাকে দিলা
না, এ অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলা। তোমাকে হিংসা ২৯
করিতে আমার হস্ত সমর্থ বটে; কিন্তু গত রাত্রিতে
তোমার পিতার ঈশ্বর আমাকে কহিলেন, সাবধান হও,
যাকূব্‌কে ভাল ব্যতিরেকে মন্দ কিছুই কহিও না।

আর পিত্রালয়ে যাইতে তোমার একান্ত বাঞ্ছা হওয়াতে ৩০
তুমি যাইতে উদ্যত হইয়াছ; সে যাহা হউক, কিন্তু আমার
ঠাকুর সকলকে কেন চুরি করিলা? তাহাতে যাকূব্ লাবন- ৩১
কে উত্তর করিল, তুমি যদি আমাহইতে আপন কন্যা-

গণকে বলেতে কাড়িয়া লও, ইহা ভাবিয়া আমি ভয় পাই-
৩২ লাম। কিন্তু তুমি অন্বেষণ করিয়া যাহার স্থানে ঠাকুর
সকল পাইবা, সে বাঁচিবে না। আমার স্থানে তোমার
যাহা আছে, তাহা আমাদের কুটুম্বদের সাক্ষাতে অন্বে-
ষণ করিয়া লও; কেননা যাকুব্ রাহেলের ঐ চুরিকরণ
৩৩ জানিত না। তখন লাবন্ যাকুবের ও লেয়ার ও দুই
দাসীর তাম্বুগৃহে গিয়া অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না।
পরে সে লেয়ার তাম্বুহইতে রাহেলের তাম্বুগৃহে প্রবেশ
৩৪ করিল। কিন্তু রাহেল্ সেই পুত্তলিকাদিগকে লইয়া উষ্ট্রের
সজ্জার ভিতরে রাখিয়া তদুপরি বসিয়াছিল; তাহাতে
লাবন তাহার তাম্বুগৃহের সকল স্থান অন্বেষণ করিলেও
৩৫ তাহা পাইল না। তখন রাহেল্ পিতাকে কহিল, আমি
আপনকার সাক্ষাতে উঠিতে পারিলাম না, তাহাতে হে
প্রভো, অসন্তুষ্ট হইবেন না, কেননা আমি স্ত্রীধর্ম্মিণী
আছি; এই কারণ সে অন্বেষণ করিলেও পুত্তলিকাদি-
গকে পাইল না।

৩৬ তখন যাকুব্ ক্রোধ করিয়া লাবন্‌কে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক
কহিল, আমার কি দোষ ও কি পাপ আছে, যে তুমি
৩৭ প্রজ্বলিত হইয়া আমার পশ্চাৎ২ দৌড়িয়া আইলা? তুমি
আমার সকল দ্রব্য অন্বেষণ করিয়া আপন গৃহের বস্তুর
একটিও কি পাইলা? তবে তাহা আমার ও তোমার এই
কুটুম্বদের সাক্ষাতে রাখ, ইহারা উভয় পক্ষের বিচার
৩৮ করিবে। এই বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত তোমার গৃহে থাকি-
লাম; তাহাতে তোমার মেষীদের কি ছাগীদের গর্ত্ত-
পাতও হইল না, এবং তোমার পালের কোন মেষকে
খাইলাম না; বরং হিংস্র জন্তু যাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিল,
৩৯ তাহাও তোমার নিকটে আনিলাম না; সে ক্ষতি আপনি
স্বীকার করিলাম; এবং দিনে কিম্বা রাত্রিতে যাহার চুরি
৪০ হইল, তাহার পরিবর্ত্ত আমাহইতে লইলা। আমি দি-
নের উত্তাপে ও রাত্রির শীতে মৃতকল্প হইলাম; আমার

চক্ষুহইতে নিদ্রা দূরে গেল। এই প্রকারে আমি বিংশতি ৪১
বৎসর পর্য্যন্ত তোমার গৃহে দাস্য কর্ম্ম করিলাম; তা-
হাতে তোমার দুই কন্যার জন্যে চৌদ্দ বৎসর, ও তোমার
পশুদের জন্যে ছয় বৎসর দাস্যবৃত্তি করিলাম। তাহার
মধ্যে তুমি আমার বেতন দশ বার অন্যথা করিলা। যিনি ৪২
আমার পৈতৃক ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ভয়স্থান, তিনি যদি
আমার সহায় না হইতেন, তবে অবশ্য এখন তুমি আ-
মাকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিতা। ঈশ্বর আমার দুঃখ ও
হস্তের পরিশ্রম দেখিয়াছেন, এই জন্যে গত রাত্রিতে তো-
মাকে ধম্‌কাইলেন।

তখন লাবন্ যাকুব্‌কে উত্তর করিল, এই কন্যাগণ আ- ৪৩
মারি কন্যা, ও এই বালকেরা আমারি বালক, ও এই
পশুপাল আমারি পশুপাল; যাহা ২ দেখিতেছ, এ সকলি
আমার আছে। অতএব এই আপন কন্যাদিগকে ও তাহা-
দের প্রসূত সন্তানদিগকে এখন কি করিতে পারি? আইস, ৪৪
তোমাতে ও আমাতে নিয়ম স্থির করি, তাহা তোমার ও
আমার সাক্ষী থাকিবে। তখন যাকুব্ এক প্রস্তর লইয়া ৪৫
স্তম্ভ স্থাপন করিল। এবং যাকুব্ আপন কুটুম্বদিগকে ৪৬
কহিল, তোমরাও প্রস্তরের রাশি কর; তাহাতে তাহারা
প্রস্তর আনিয়া এক রাশি করিল, এবং সেই স্থানে সেই
রাশির উপরে আপনারা ভোজন করিল। অনন্তর লাবন্ ৪৭
তাহার নাম যিগর্-সাহদূথা (সাক্ষির রাশি) নাম রাখিল,
কিন্তু যাকুব্ তাহার নাম গলিয়েদ্ (সাক্ষির রাশি) রাখিল।
তখন লাবন্ কহিল, এই রাশি অদ্য তোমার ও আমার ৪৮
সাক্ষী থাকিল; অতএব তাহার নাম গিলিয়দ্ এবং মিস্পা
(প্রহরী) রাখিল। কেননা সে কহিল, আমরা পরস্পর ৪৯
অদৃষ্ট হইলে পরমেশ্বর আমার ও তোমার প্রহরী থাকি-
বেন। তুমি যদি আমার কন্যাদিগকে ক্লেশ দেও, কিম্বা ৫০
আমার কন্যা ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ কর, তবে
সেই সময়ে কেহ নিকটে না থাকিলেও ঈশ্বর আমার ও

৫১ তোমার সাক্ষী হইবেন। লাবন্ যাকূব্‌কে আরো কহিল,
এই রাশি দেখ, এবং আমার ও তোমার মধ্যবর্ত্তি আমার
৫২ স্থাপিত এই স্তম্ভ দেখ। আমি অপকার করিতে এই রা-
শি পার হইয়া তোমার নিকটে যাইব না, এবং তুমিও এই
রাশি ও স্তম্ভ পার হইয়া আমার নিকটে আসিবা না, তা-
৫৩ হার সাক্ষী এই রাশি ও তাহার সাক্ষী এই স্তম্ভ; ইহাতে
ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও নাহোরের ঈশ্বর ও তাহাদের পিতার
ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিচার করিবেন; তখন যাকূব
আপন পিতা ইস্‌হাকের ভয়স্থানের ঐ দিব্য করিল।
৫৪ পরে সে সেই পর্ব্বতে বলিদান করিয়া আহার করিতে
আপন কুটুম্বদিগকে ডাকিল, তাহাতে তাহারা ভোজন
৫৫ করিয়া পর্ব্বতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিল। পরে লাবন্
প্রত্যূষে উঠিয়া আপন কন্যাদিগকে ও বালকগণকে চুম্বন
করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, এবং যাত্রা করিয়া আপন
দেশে প্রস্থান করিল।

৩২ অধ্যায়।

১ তদনন্তর যাকূব্ যাত্রা করিলে ঈশ্বরের দূতগণ তাহাকে
২ দর্শন দিল। তখন যাকূব তাহাদিগকে দেখিয়া কহিল,
ইহারা ঈশ্বরের সৈন্য, অতএব সেই স্থানের নাম মহন-
৩ য়িম্ (দুই সৈন্য) রাখিল। তাহার পর যাকূব্ অগ্রস্থিত
সেয়ীর দেশের ইদোম্ প্রদেশে এষৌ ভ্রাতার নিকটে
দূতগণকে প্রেরণ তরিয়া তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিল,
৪ তোমরা আমার প্রভু এষৌকে এই সমাচার দেও, তোমার
দাস যাকূব্ তোমাকে জানাইল, আমি অদ্য পর্য্যন্ত লাব-
৫ নের নিকটে প্রবাস করিয়া আসিতেছি। আমার গোরু ও
গর্দ্দভ ও পশুপাল ও দাস ও দাসী আছে, তাহাতে আমি
আপন প্রভুর অনুগ্রহ দষ্টি পাইবার জন্যে তোমাকে
সংবাদ পাঠাইলাম।
৬ অপর দূতগণ প্রত্যাগমন করিয়া যাকূব্‌কে কহিল,
আমরা তোমার এষৌ ভ্রাতার কাছে গিয়াছিলাম; তিনি

চারি শত লোক সঙ্গে লইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে আসিতেছেন। তাহাতে যাকূব্ অতিশয় ভীত ও ৭
দুঃখিত হইল, এবং সঙ্গি লোকদিগকে ও গো মেষাদির
সমস্ত পালকে ও উষ্ট্রগণকে বিভক্ত করিয়া দুই দল করিয়া
কহিল, এষৌ আসিয়া যদ্যপি এক দলকে প্রহার করে, ৮
তথাপি অন্য দল বাঁচিয়া পলায়ন করিবে। তখন যাকূব্ ৯
কহিল, হে আমার পিতঃ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও আমার
পিতা ইস্হাকের ঈশ্বর, তুমিই পরমেশ্বর, তুমি আপনি
আমাকে কহিলা, তুমি আপন দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে
প্রত্যাগমন কর, তাহাতে আমি তোমার সহিত সদ্ব্যবহার
করিব। তুমি এই দাসের প্রতি যে রূপ দয়া ও বিশ্বস্ততা ১০
প্রকাশ করিয়াছ, তাহার কিঞ্চিতেরও যোগ্য আমি নহি;
কেননা আমি যষ্টিমাত্র লইয়া এই যর্দ্দন্ নদী পার
হইয়াছিলাম,কিন্তু এখন আমি দুই দলের কর্ত্তা হইয়াছি।
এখন এষৌ ভ্রাতার হস্তহইতে আমাকে রক্ষা কর, কেননা ১১
সে আসিয়া পাছে আমাকে ও বালকগণকে ও তাহাদের
মাতাদিগকে বধ করে, এই ভয় করি। তুমি কহিলা, আমি ১২
অবশ্য তোমার মঙ্গল করিয়া সমুদ্রের অসংখ্য বালির
ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব।

অপর যাকূব্ সেই রাত্রিতে সেই স্থানে থাকিয়া উপ- ১৩
স্থিত পশুগণহইতে কতক ২ লইয়া এষৌ ভ্রাতার জন্যে
উপঢৌকন প্রস্তুত করিল, অর্থাৎ দুই শত ছাগী ও বিং- ১৪
শতি ছাগ, এবং দুই শত মেষী ও বিংশতি মেষ, এবং
ত্রিশ সবৎসা দুগ্ধবতী উষ্ট্রী, ও চল্লিশ গাবী ও দশ বৃষ, ১৫
এবং বিংশতি গর্দ্দভী ও দশ গর্দ্দভ প্রস্তুত করিল।

পরে পাল সকল পৃথক ২ করিয়া আপন দাসগণের ১৬
হস্তে এক ২ সমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে আজ্ঞা দিল,
তোমরা আমার অগ্রে ২ যাও, এবং মধ্যে ২ স্থান রা-
খিয়া প্রত্যেক পালকে পৃথক কর। পরে সে অগ্রগামি ১৭
দাসকে এই আজ্ঞা দিল, এষৌ ভ্রাতার সহিত তোমার

সাক্ষাৎ হইলে সে যখন জিজ্ঞাসিবে, তুমি কাহার দাস?
কোথায় যাইতেছ? এবং তোমার অগ্রস্থিত এই সকল
১৮ কাহার? তখন তুমি উত্তর করিবা, এই সকল তোমার দাস
যাকূবের; তিনি আপন প্রভু এষৌকে এই সকল উপঢৌকন
দিলেন; ঐ দেখ, তিনি আমাদের পশ্চাৎ আসিতেছেন।
১৯ এই রূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি পালের পশ্চাদ্গামি
সকল ভৃত্যকে আজ্ঞা দিয়া কহিল, এষৌর সহিত সাক্ষাৎ
২০ হইলে তোমরা এই প্রকারে কথা কহিও। আরো কহিও,
দেখ, তোমার দাস যাকূব্ আমাদের পশ্চাৎ আসিতেছে,
কেননা সে মনে করিল, অগ্রে উপঢৌকন পাঠাইয়া তা-
হাকে শান্ত করিয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব,
তাহাতে সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেও করিতে
২১ পারে। অতএব তাহার অগ্রে উপঢৌকন দ্রব্য গেল,
কিন্তু আপনি সেই রাত্রিতে নিজ দলের মধ্যে থাকিল।
২২ পরে রাত্রিতে সে উঠিয়া আপনার দুই স্ত্রী ও দুই দাসী
ও একাদশ পুত্রকে যব্বোক্ ঘাটে পার করিতে সঙ্গে
২৩ লইল। এবং তাহাদিগকে নদী পার করাইয়া আপনার
তাবৎ দ্রব্য পারে পাঠাইয়া দিল।
২৪ তখন যাকূব্ তথায় একাকী থাকিলে এক পুরুষ
প্রভাত অবধি তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তা-
২৫ হাকে জয় করিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া তিনি
যাকূবের ঊরুর সন্ধি স্থানে আঘাত করিলেন; তাহার
সহিত এই রূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকূবের ঊরুর সন্ধি
২৬ স্থানচ্যুত হইল। পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে
ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। তখন যাকূব্ কহিল, তুমি
আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে তোমাকে ছাড়িব না।
২৭ পুনশ্চ সেই পুরুষ কহিলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর
২৮ করিল, যাকূব্। তিনি কহিলেন, তুমি যাকূব্ নামে আর
বিখ্যাত হইবা না; কিন্তু ইস্রায়েল্ (ঈশ্বরজয়ী) নামে
বিখ্যাত হইবা; কেননা তুমি রাজার ন্যায় ঈশ্বরের ও

মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় করিলা। তখন যাকুব্ ২৯
কহিল, আমি প্রার্থনা করি, আপনকার কি নাম, বলুন?
তিনি করিলেন, তুমি কি জন্যে আমার নাম জিজ্ঞাসা কর?
পরে তথায় যাকুব্কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন যাকুব্ ৩০
সেই স্থানের নাম পিনূয়েল্ (ঈশ্বরের বদন) রাখিল;
কেননা সে কহিল, আমি ঈশ্বরের বদন প্রত্যক্ষ দেখিলেও
আমার প্রাণ বাঁচিল।

পরে সে পিনূয়েল্ পার হইলে সূর্য্যোদয় হইল; ৩১
কিন্তু তাহার ঊরুর সন্ধি মুক্ত হওয়াতে সে ঊরুতে খঞ্জ
হইল। অতএব ইস্রায়েলের বংশ অদ্যাপি ঊরুর সঙ্কো- ৩২
চিত প্রধান শিরা ভোজন করে না, কেননা দূত যাকুবের
ঊরুর সন্ধিস্থান স্পর্শ করিলে তাহার শিরা সঙ্কোচিত
হইল।

৩৩ অধ্যায়।

অনন্তর যাকুব্ চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া চারি শত লোকের ১
সহিত এষৌকে আসিতে দেখিল; তাহাতে সে আপন ২
সন্তানদের সহিত লেয়াকে ও রাহেলকে ও দুই দাসীকে
পৃথক২ করিল। ফলতঃ অগ্রে আপন সন্তানদের সহিত দাসী- ২
দিগকে, তৎপশ্চাতে আপন সন্তানদের সহিত লেয়াকে,
সর্ব্বশেষে যূষফের সহিত রাহেল্কে নিযুক্ত করিয়া আ-
পনি সকলের অগ্রে গিয়া সাত বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ৩
করিতে ২ আপন ভ্রাতার নিকটে উপস্থিত হইল। তখন ৪
এষৌ তাহার সঙ্গে মিলিতে দ্রুতগমনে আসিয়া যাকুবের
গলা ধরিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল, এবং উভয়েই রোদন
করিল। এবং চক্ষু তুলিয়া স্ত্রীগণকে ও বালকগণকে দে- ৫
খিয়া জিজ্ঞাসিল, ইহারা তোমার কে? তাহাতে সে কহিল,
ঈশ্বর তোমার দাসের প্রতি দয়া করিয়া এই সকল সন্তান
দিয়াছেন। তখন দাসীগণ ও তাহাদের সন্তানগণ নিকটে ৬
আসিয়া প্রণাম করিল। পরে লেয়া ও তাহার সন্তানগণ ৭
আসিয়া প্রণাম করিল; সর্ব্বশেষে যূষফ্ ও রাহেল্

৮ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। এষৌ জিজ্ঞাসিল, আমি
অগ্রে যে সকল পশুপালের দর্শন করিলাম, তাহা কি-
সের নিমিত্তে? যাকুব্ কহিল, প্রভুর অনুগ্রহ পাইবার
৯ জন্যে। তখন এষৌ কহিল, ও হে ভাই, আমার যথেষ্ট
আছে, তোমার যাহা থাকে, তাহা আপনার জন্যে রাখ।
১০ যাকুব্ কহিল, এমন নয়, নিবেদন করি, আমি আপন-
কার দৃষ্টিতে যদি অনুগ্রহ পাইলাম, তবে আমার হস্ত-
হইতে উপঢৌকন দ্রব্য গ্রহণ কর; কেননা আমি ঈশ্বরের
মুখ দর্শনের ন্যায় তোমার মুখ দর্শন করিলাম, তাহাতে
১১ তুমিও আমাতে তুষ্ট হইলা। অতএব এখন আপনকার
জন্যে যে উপঢৌকন দ্রব্য আনীত হয়, তাহা গ্রহণ কর,
এই আমার প্রার্থনা; কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে আমার
যথেষ্ট আছে; এই রূপ অতি আগ্রহ পূর্ব্বক প্রার্থনা
১২ করিলে এষৌ তাহা গ্রহণ করিল। পরে এষৌ কহিল,
আইস, আমরা যাই; আমি তোমাদের অগ্রে২ গমন
১৩ করি। তাহাতে যাকুব্ কহিল, এই বালকগণ কোমল, ও
দুগ্ধবতী মেষী ও গবাদিপাল আমার সঙ্গে আছে, তাহা
প্রভু দেখিতেছেন; এক দিনমাত্র অধিক চালাইলে সকল
১৪ পালই মরিবে। অতএব নিবেদন করি, হে আমার প্রভো,
আপনি আপন দাসের অগ্রে২ যাউন; সেয়ীর্ প্রদেশে
আমার প্রভুর নিকটে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত পশুগণের
ও বালকগণের গমন শক্তি অনুসারে অল্পে২ লইয়া
১৫ যাই। এষৌ কহিল, তবে আমার সঙ্গি কতক লোক তোমার
নিকটে রাখিয়া যাই। যাকুব্ কহিল, তাহাতে প্রয়োজন
কি? আমার প্রতি কেবল প্রভুর অনুগ্রহ হউক।
১৬ তাহাতে এষৌ সেই দিনেই সেয়ীরের পথে প্রত্যাগমন
১৭ করিল। কিন্তু যাকুব্ সুক্কোতে গমন করিয়া আপনার
জন্যে গৃহ, ও পশুদের জন্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিল; এই
জন্যে সেই স্থান সুক্কোৎ (কুটীর) নামে বিখ্যাত আছে।
১৮ এই রূপে যাকুব্ পদ্দন্-অরাম্হইতে প্রত্যাগমন করিয়া

নির্ব্বিঘ্নে কিনান্‌দেশের শিখিমের এক নগরে উপস্থিত
হইয়া নগরের বাহিরে তাম্বু স্থাপন করিল। পরে শিখি- ১৯
মের পিতা হমোর্‌ বংশীয় লোকদিগকে রূপার এক শত
মুদ্রা দিয়া সেই তাম্বু স্থাপনের ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া তথায়
এক বেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং তাহার নাম এল্‌-ইলোহী- ২০
ইস্রায়েল্‌ (ইস্রায়েলের সর্ব্ব সক্তিমান ঈশ্বর) রাখিল।

৩৪ অধ্যায়।

অপর যাকূবের লেয়া স্ত্রী জাতা দীণা নাম্নী কন্যা সেই ১
দেশের কন্যাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেলে
পর হিব্বীয় হমোর্‌ নামে অধিপতির পুত্র শিখিম্‌ তা- ২
হাকে দেখিয়া হরণ করিয়া বলাৎকারে সঙ্গ করিয়া তা-
হাকে ভ্রষ্টা করিল; এবং যাকূবের ঐ কন্যা দীণাতে ৩
তাহার মন মগ্ন হওয়াতে সে মনোহর বাক্য কহিয়া তা-
হার সহিত প্রেম করিল। পরে শিখিম্‌ আপন পিতা ৪
হমোর্‌কে কহিল, তুমি এই কন্যার সহিত আমার বিবাহ
দেও। অনন্তর শিখিম্‌ আমার দীণা কন্যাকে ভ্রষ্টা করিল, ৫
এই কথা যাকূব্‌ শুনিল। ঐ সময়ে তাহার পুত্রগণ প্রান্তরে
পশুপাল চরাইতেছিল; অতএব যাকূব্‌ তাহাদের আগ-
মন পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া থাকিল। অপর শিখিমের পিতা ৬
হমোর্‌ যাকূবের সহিত কথোপকথন করিতে গেল। আর ৭
যাকূবের পুত্রগণ ঐ বিষয়ের সম্বাদ পাইয়া প্রান্তরহইতে
আইল, এবং যাকূবের কন্যাকে বলাৎকারে সঙ্গ করণে
ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে শিখিমের এই অধম ও অকর্ত্তব্য
ব্যবহার করাতে মনস্তাপিত ও অতি ক্রোধান্বিত হইল।
তখন হমোর্‌ তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল, ৮
তোমাদের এই কন্যাতে আমার পুত্র শিখিমের মন আ-
সক্ত হইল; অতএব নিবেদন করি, আমার পুত্রের সহিত
তাহার বিবাহ দেও, এবং আমাদের সহিত বিবাহের
সম্বন্ধ কর; তোমাদের কন্যাগণ আমাদিগকে দান কর, ৯
এবং আমাদের কন্যাদিগকেও গ্রহণ কর। তোমরা যদি ১০

আমাদের সহিত বাস করিবা, তবে তোমাদের সম্মুখে
এই দেশ আছে, তাহাতে বাস কর, ও বাণিজ্য কর, ও
১১ অধিকার কর। এবং শিখিম্ দীণার পিতাকে ও ভ্রাতৃ-
গণকে কহিল, তোমরা আমার প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি কর;
১২ তাহাতে যাহা কহিবা, তাহাই দিব। যৌতুক ও দান যত
অধিক চাহিবা, তোমাদের বাক্যানুসারে তাহাই দিব;
১৩ কিন্তু আমার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেও। তখন শিখি-
মের তাহাদের দীণা ভগিনীকে ভ্রষ্টা করাতে যাকূবের
পুত্রগণ শিখিম্কে ও তাহার পিতা হমোর্কে ছলোক্তি
১৪ করিয়া কহিল, আমরা অত্বকচ্ছেদীকে আপনাদের ভগিনী
১৫ দিতে পারি না; তাহাতে আমাদের অখ্যাতি হইবে। কিন্তু
আমাদের ন্যায় তোমরা প্রত্যেক পুরুষ যদি ত্বকচ্ছেদী হও,
১৬ তবে আমরা এই পণেতে স্বীকার করিব। তোমাদিগকে
আপনাদের কন্যা দিব; এবং আমরা তোমাদের কন্যা-
গণকে গ্রহণ করিয়া তোমাদের সহিত বাস করিয়া এক জাতি
১৭ হইব। কিন্তু তোমরা যদি ত্বক্ছেদ বিষয়ে আমাদের কথা
১৮ না শুন,তবে আমরা ঐ কন্যাকে লইয়া যাইব। তখন তাহা-
দের এই কথাতে হমোর্ ও তাহার পুত্র শিখিম সন্তুষ্ট
১৯ হইল। এবং সেই যুবা অবিলম্বে সেই কর্ম্ম করিল, কেননা
সে যাকূবের কন্যাতে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল; ঐ শিখিম্
আপন পিতৃপরিবার সকলহইতে সম্ভ্রান্ত ছিল।
২০ পরে হমোর্ ও তাহার পুত্র শিখিম্ আপন নগরদ্বারে
আসিয়া নগরনিবাসিদের সহিত কথোপকথন করিয়া
২১ কহিল, এ লোকেরা আমাদের সহিত নির্ব্বিরোধী; অত-
এব ইহাদিগকে এই দেশে বাস ও বাণিজ্য করিতে দেওয়া
যাউক, কেননা দেখ, এই দেশ তাহাদের নিমিত্তে যথেষ্ট
আছে, এবং তাহাদের কন্যাগণকে আমরা গ্রহণ করিব,
২২ ও আমাদের কন্যাগণ তাহাদিগকে দিব। কিন্তু তাহাদের
এই পণ আছে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ যদি
তাহাদের সদৃশ ত্বকচ্ছেদী হয়, তবে তাহারা আমাদের

সহিত বাস করিয়া এক জাতি হইতে সম্মত আছে। আর ২৩
তাহাদের ধন ও সম্পত্তি ও পশু সকল কি আমাদের
হইবে না? আমরা তাহাদের কথা স্বীকার করিলে তাহারা
আমাদের সহিত বাস করিবে। তখন যে ২ লোক নগরের ২৪
দ্বারের বাহিরে গেল, সকলেই হমোরের ও তাহার পুত্র
শিখিমের ঐ কথা মানিল, এবং তাহার নগরদ্বারের
বহির্গামি তাবৎ লোকেরই অকচ্ছেদ হইল।

অপর তৃতীয় দিবসে তাহারা পীড়িত হইলে দীণার ২৫
ভ্রাতা শিমিয়োন্ ও লেবি, যাকূবের এই দুই পুত্র খড়্গ
গ্রহণ করিয়া অকস্মাৎ নগর আক্রমণ করিয়া তাবৎ পুরু-
ষকে বধ করিল। এবং হমোর্কে ও তাহার পুত্র শিখি- ২৬
মকে খড়্গাঘাতে বধ করিয়া শিখিমের গৃহহইতে দীণাকে
লইয়া গেল। এবং তাহাদের ভগিনীকে ভ্রষ্টা করাতে ২৭
যাকূবের পুত্রগণ হত লোকদের নিকটে আসিয়া নগর
লুট করিল। এবং তাহাদের মেষ ও গোরু ও গর্দ্দভ ২৮
সকল, এবং নগরস্থ ও ক্ষেত্রস্থ তাবৎ দ্রব্য গ্রহণ করিল।
এবং তাহাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করিয়া তাহাদের ২৯
তাবৎ ধন ও গৃহের সর্ব্বস্ব লুট করিল। তখন যাকূব শিমি- ৩০
য়োন্কে ও লেবিকে কহিল, তোমরা এতদ্দেশীয় অর্থাৎ
কিনানীয় ও পিরিষীয় লোকদের নিকটে আমাকে দুর্গন্ধ
স্বরূপ করিয়া ব্যাকুল করিলা; আমার লোক অল্প, এই
প্রযুক্ত তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র মিলিয়া আমাকে
বধ করিবে; তাহাতে আমি সপরিবারে বিনষ্ট হইব।
তাহারা উত্তর করিল, যেমন বেশ্যার সহিত, তেমনি কি ৩১
সে আমাদের ভগিনীর সহিত ব্যাবহার করিবে?

৩৫ অধ্যায়।

অনন্তর ঈশ্বর যাকূব্কে কহিলেন, তুমি উঠিয়া বৈথেলে ১
গিয়া সে স্থানে বাস কর; এবং তোমার এষৌ ভ্রাতার
নিকটহইতে পলায়নকালে যে ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়া-
ছেন, তাঁহার উদ্দেশে সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর।

২ তাহাতে যাকূব্ আপন পরিজনদিগকে ও সঙ্গি লোক-
দিগকে কহিল, তোমাদের কাছে যে সকল দেবপ্রতিমা
আছে, তোমরা তাহা দূর করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান
৩ করিয়া শুদ্ধ হও। এবং আইস, আমরা উঠিয়া বৈথেলে
যাই; এবং যে ঈশ্বর আমার দুঃখসময়ে প্রার্থনা শুনিয়া
আমার গমন পথে সহায় হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে
৪ সেই স্থানে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করি। তাহাতে তাহারা
আপনাদের নিকটস্থিত দেবপ্রতিমা ও কর্ণকুণ্ডল সকল
লইয়া যাকূব্কে দিলে সে ঐ সকল লইয়া শিখিম্ দেশ-
স্থিত অলোন্ বৃক্ষের তলে পুতিয়া রাখিয়া তথাহইতে
৫ যাত্রা করিল। কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থিত নগরে ঈশ্বরহইতে ভয়
উপস্থিত হওয়াতে তথাকার লোকেরা কেহ যাকূবের
পুত্রদের পশ্চাৎ ২ তাড়না করিতে গেল না।
৬ পরে যাকূব্ ও তাহার সঙ্গিগণ কিনান্ দেশের লূস
৭ নগরে অর্থাৎ বৈথেলে আইলে সে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ
করিয়া সেই স্থানের নাম এল্-বৈথেল্ (বৈথেলের ঈশ্বর)
রাখিল; কারণ যাকূবের ভ্রাতৃভয়ে পলায়নকালে ঈশ্বর
৮ সেই স্থানে তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। অপর ঐ স্থানে
রিবকার দিবোরা নাম্নী দাসীর মৃত্যু হইলে বৈথেলের
নিকটস্থ অলোন্ বৃক্ষের তলে তাহার কবর হইল, এবং
সেই স্থানের নাম অলোন্-বাখুৎ (শোক বৃক্ষ) হইল।
৯ পরে যাকূব্ পদ্দন্-অরাম্হইতে প্রত্যাগমন করিলে
ঈশ্বর তাহাকে পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।
১০ এবং ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, এখন তোমার যাকূব্ নাম
আছে, কিন্তু কেবল যাকূব্ নাম থাকিবে না; ইস্রায়েল্
নামও হইবে; অপর তাহার নাম ইস্রায়েল্ রাখিলেন।
১১ ঈশ্বর তাহাকে আরো কহিলেন, আমিই সর্ব্বশক্তিমান
ঈশ্বর, তুমি ফলবান হইয়া বৃদ্ধি পাও; তোমাহইতে এক
জাতি কেবল নয়, অনেক জাতি উৎপন্ন হইবে, ও তোমার
১২ ঔরসে রাজগণ জন্মিবে। এবং আমি ইব্রাহীম্কে ও ইস্-

হাক্‌কে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সেই দেশ তো-
মাকে ও তোমার ভাবিবংশকে দিব। এই রূপ কথোপকথন ১৩
করিয়া ঈশ্বর তথাহইতে উর্দ্ধগমন করিলেন। তাহাতে ১৪
যাকূব্ সেই ঈশ্বরের কথোপকথন স্থানে এক স্তম্ভ অর্থাৎ
প্রস্তরের এক স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া তাহার উপরে পানীয়
নৈবেদ্য ও তৈল ঢালিল। এবং যাকূব্ ঈশ্বরের সহিত ১৫
কথোপকথন স্থানের নাম পুনর্ব্বার বৈথেল্ (ঈশ্বরের
গৃহ) রাখিল।

অনন্তর তাহারা বৈথেল্‌হইতে প্রস্থান করিল, কিন্তু ১৬
ইফ্রাথায় উপস্থিত হওনের অল্প পথ অবশিষ্ট থাকিতে
রাহেলের প্রসব বেদনা হইল; এবং তাহার প্রসব করণে
অতি কষ্ট হইল। এবং প্রসব ব্যথা অতিশয় হইলে ধাত্রী ১৭
তাহাকে কহিল, ভয় করিও না, তুমি এ বারও পুত্র প্রসব
করিবা। পরে মরণকালে প্রাণ বিয়োগ সময়ে সে পুত্রের ১৮
নাম বিনোনী (কষ্টজাত পুত্র) রাখিল, কিন্তু তাহার পিতা
তাহার নাম বিন্‌য়ামীন্ (দক্ষিণ হস্ত পুত্র) রাখিল। এই- ১৯
রূপে রাহেলের মৃত্যু হইলে ইফ্রাথাতে অর্থাৎ বৈৎলেহমে
যাওন পথের নিকটে তাহার কবর হইল। পরে যাকূব্ ২০
সেই কবরের উপরে এক স্তম্ভ স্থাপন করিল, তাহার নাম
অদ্যাপি রাহেল্ কবরস্তম্ভ বলে।

পরে ইস্রায়েল্ তথাহইতে প্রস্থান করিয়া পালগড় ২১
পার হইয়া তাহার নিকটে তাম্বু স্থাপন করিল। সেই দেশে ২২
বাস করণকালে রূবেন্ আপন পিতার বিল্‌হা নাম্নী উপ-
পত্নীতে গমন করিলে ইস্রায়েল্ তাহা শুনিল। যাকূবের ২৩
দ্বাদশ পুত্র; তাহাদের মধ্যে লেয়ার গর্ব্ভজাত রূবেন্ জ্যেষ্ঠ,
এবং শিমিয়োন্ ও লেবি ও যিহূদা ও ইষাখর্ ও সিবূ-
লূন্। এবং রাহেলের পুত্র যূষফ্ ও বিন্‌য়ামীন্। এবং ২৪
রাহেলের বিল্‌হা দাসীর পুত্র দান্ ও নপ্তালি। এবং ২৬
লেয়ার সিল্পা দাসীর পুত্র গাদ্ ও আশের্; যাকূবের
এই সকল পুত্র পদ্দন্-অরামে জন্মিয়াছিল।

২৭ পরে ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ যে মম্রী স্থানে অর্থাৎ অর্ব্ব
নগরে বাস করিয়াছিল, এবং অদ্যাবধি যাহাকে হিব্রোণ্
বলে, সেই স্থানে যাকুব্ আপন পিতা ইস্হাকের নিকটে
২৮ উপস্থিত হইল। তৎকালে ইস্হাকের বয়ঃক্রম এক শত
২৯ আশী বৎসর ছিল। পরে ইস্হাক্ বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া
প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের সহিত সংগৃহীত
হইল; এবং তাহার পুত্র এষৌ ও যাকুব্ তাহার কবর দিল।

৩৬ অধ্যায়।

১ ঐ এষৌর নাম ইদোম্ও ছিল; তাহার বংশাবলি।
২ এষৌ কিনানীয়দের দুই কন্যাকে অর্থাৎ হিত্তীয় এলোনের
কন্যা আদাকে, ও হিব্বীয় সিবিয়োনের কন্যা অনার
৩ গর্ব্ভজাত অহলীবামাকে, তদ্ভিন্ন ইস্মায়েলের বাসিমৎ
৪ নাম্নী কন্যা নিবায়োতের ভগিনীকে বিবাহ করিল। অন-
ন্তর এষৌর ঔরসে আদার গর্ব্ভে ইলীফস্, ও বাসিমতের
৫ গর্ব্ভে রুয়েল্ জন্মিল। এবং অহলীবামার গর্ব্ভে যিয়ূশ্ ও
যালম্ ও কোরহ জন্মিল; এষৌর এই সকল সন্তান কি-
নান্দেশে জন্মিল।

৬ পরে এষৌ আপন ভার্য্যাগণ ও পুত্রগণ ও কন্যাগণ ও
গৃহস্থিত অন্য ২ সকল লোককে, এবং আপন পশু সক-
লকে এবং কিনান্দেশে উপার্জ্জিত তাবৎ সম্পত্তি লইয়া
যাকুব্ ভ্রাতার নিকটহইতে অন্যদেশে প্রস্থান করিল।
৭ কেননা তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য্য হওয়াতে একত্র বাস সম্ভব
হইল না, এবং তাহাদের সেই প্রবাসস্থানে পশুধন
৮ প্রযুক্ত নির্ব্বাহ চলিল না। এই রূপে এষৌ সেয়ীর্ পর্ব্বতে
বাস করিল। ঐ এষৌর নাম ইদোম্ও ছিল।

৯ অপর সেয়ীর্ পর্ব্বতস্থ ইদোমীয়দের পূর্ব্বপুরুষ এষৌর
১০ বংশাবলি, অর্থাৎ এষৌর সন্তানদের নাম। এষৌর আদা
নাম্নী স্ত্রীর গর্ব্ভজাত পুত্র ইলীফস্, ও বাসিমৎ নাম্নী স্ত্রীর
১১ গর্ব্ভজাত পুত্র রুয়েল্। এবং ইলীফসের পুত্র তৈমন্ ও
১২ ওমার্ ও সিফো ও গয়িতম্ ও কিনস্। এবং এষৌর পুত্র

ইলীফসের তিম্না নাম্নী উপপত্নীতে জাত অমালেক্; এই
সকলই এষৌর আদা পত্নীর পৌত্র। এবং রূয়েলের ১৩
সন্তান নহৎ ও সেরহ ও শম্ম ও মিসা; ইহারা এষৌর
ভার্য্যা বাসিমতের পৌত্র। এবং এষৌর অহলীবামা ১৪
ভার্য্যা যে সিবিয়োনের পৌত্র অনার কন্যা, তাহার সন্তান
যিয়ূশ্ ও যালম্ ও কোরহ।

এষৌর পুত্র রাজগণের বংশাবলি। এষৌর জ্যেষ্ঠ ১৫
পুত্র যে ইলীফস্, তাহার পুত্র রাজা তৈমন্ ও রাজা ওমার্
ও রাজা সিফো ও রাজা কিনস্, ও রাজা কোরহ ও রাজা ১৬
গয়িতম্ ও রাজা অমালেক্; ইহারা ইলীফসের পুত্র
আদার পৌত্র ইদোম্ দেশের রাজা ছিল। এষৌর পুত্র ১৭
রূয়েলের সন্তান রাজা নহৎ ও রাজা সেরহ ও রাজা শম্ম
ও রাজা মিসা; ইহারা রূয়েলের ঔরসজাত পুত্র এষৌর
বাসিমৎ ভার্য্যার পৌত্র ইদোম্ দেশের রাজা ছিল। এবং ১৮
এষৌর অহলীবামা স্ত্রীর পুত্র রাজা যিয়ূশ্ ও রাজা যালম্
ও রাজা কোরহ; ইহারা অনার কন্যা যে এষৌর ভার্য্যা
অহলীবামা তাহার গর্ব্ভজাত রাজা। ইহারা এষৌর অর্থাৎ ১৯
ইদোমের ঔরসজাত পুত্র ও রাজা।

পূর্ব্বকালের তদ্দেশ নিবাসি হোরীয় সেয়ীরের সন্তান ২০
লোটন্ ও শোবল্ ও সিবিয়োন্ ও অনা ও দিশোন্ ও এৎ-
সর্ ও দীশন্। ইহারা ইদোম্ দেশীয় সেয়ীরের পুত্র ২১
হোরীয় লোকদের রাজা ছিল। লোটনের পুত্র হোরি ২২
ও হেমম্, এবং লোটনের তিম্না নামে ভগিনী ছিল।
এবং শোবলের পুত্র অল্বন্ ও মানহৎ ও এবল্ ও ২৩
শিফো ও ওনম্। এবং সিবিয়োনের পুত্র অয়া ও অনা; ২৪
এই অনা আপন পিতা সিবিয়োনের গর্দ্দভ চরাওন সময়ে
বনে উষ্ণজলের উনুই পাইয়াছিল। ঐ অনার পুত্র দি- ২৫
শোন্ ও কন্যা অহলীবামা। এবং দিশোনের পুত্র হিম্- ২৬
দন ও ইশ্বন্ ও যিত্রন্ ও কিরাণ্। এবং এৎসরের পুত্র ২৭
বিল্হন্ ও সাবন ও বাকন্। এবং দীশনের পুত্র উস্ ও ২৮

২৯ অরান। এবং হোরীয়দের সন্তান রাজা লোটন্ ও রাজা
৩০ শোবল্ ও রাজা সিবিয়োন্ ও রাজা অনা, ও রাজা দি-
শোন্ ও রাজা এৎসর্ ও রাজা দীশন্। এই হোরীয়দের
সন্তানগণ সেয়ীর্ দেশস্থ রাজগণের মধ্যে রাজা ছিল।
৩১ অপর ইস্রায়েলের সন্তানদের রাজত্ব হওনের পূর্ব্বে
৩২ ইহারা ইদোম্ দেশের রাজা ছিল। বিয়োরের বেলা
নামে পুত্র ইদোম্ দেশে রাজত্ব করিল, এবং দিন্হাবা
৩৩ নগর তাহার রাজধানী ছিল। এবং বেলা মরিলে পর
তাহার পদে বস্রা নিবাসি সেরহের পুত্র যোবব্ তথায়
৩৪ রাজত্ব করিল। এবং যোবব্ মরিলে পর তৈমন্ দেশীয়
৩৫ হূশম্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। এবং হূশম্ মরিলে
পর বিদদের পুত্র যে হদদ্ মোয়াবের প্রান্তরে মিদিয়ন্কে
জয় করিল, সে তাহার পদে রাজত্ব করিল; এবং তাহার
৩৬ রাজধানীর নাম অবীৎ ছিল। এবং হদদ্ মরিলে পর
মস্রেকার নিবাসি সম্ল তাহার পদে রাজত্ব করিল।
এবং সম্ল মরিলে পর ফরাৎ নদীর নিকটবর্ত্তি রিহো-
৩৭ বোৎ নিবাসি শৌল্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। এবং
শৌল্ মরিলে পর অক্বোরের পুত্র বাল্হানন্ তাহার
৩৮ পদে রাজত্ব করিল। এবং অক্বোরের পুত্র বাল্হানন্
৩৯ মরিলে পর হদর্ তাহার পদে রাজত্ব করিল; পায়ু
নগরে তাহার রাজধানী ছিল, এবং মিহেটবেল্ নামে
তাহার স্ত্রী ছিল, সে মট্রেদের কন্যা ও মেষাহবের দৌ-
হিত্রী ছিল।
৪০ এষৌহইতে উৎপন্ন এবং নাম ও স্থান ও গোষ্ঠী ভেদে
যে ২ রাজা ছিল তাহাদের নাম; রাজা তিম্ন ও রাজা
৪১ অল্বা ও রাজা যিথেৎ, ও রাজা অহলীবামা ও রাজা এলা
৪২ ও রাজা পীনোন্, ও রাজা কিনস্ ও রাজা তৈমন্ ও রাজা
৪৩ মিব্সর্, ও রাজা মগ্দীয়েল্ ও রাজা ঈরম্; ইহারা
আপন ২ রাজ্য ভেদে ও রাজধানী ভেদে ইদোম্ দেশের
রাজা ছিল। এষৌ এই ইদোমীয়দের আদিপুরুষ ছিল।

৩৭ অধ্যায়।

যাকুব্ আপন পিতার প্রবাসস্থান কিনান্ দেশে বাস ১
করিলে পর তাহার প্রতি যাহা ২ ঘটিয়াছিল, তাহার
বিবরণ। যূষফ্ সতের বৎসর বয়সের সময়ে আপন ২
ভ্রাতৃগণের সহিত পশুপাল চরাইত, এবং সে আপন
পিতৃভার্য্যা বিল্হার ও সিল্পার পুত্রগণের সহচর
ছিল, এবং পিতার নিকটে আসিয়া ঐ ভ্রাতৃগণের
কুব্যবহারের কথা কহিত। এবং ঐ যূষফ্ ইস্রায়েলের ৩
বৃদ্ধাবস্থার সন্তান হওন প্রযুক্ত ইস্রায়েল্ সকল পুত্র
অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাল বাসিত, এবং তাহাকে
নানাবর্ণের উত্তরীয় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ৪
পিতা সকল পুত্র অপেক্ষা যূষফ্কে অধিক ভাল বাসে,
ইহা দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃগণ তদবধি তাহাকে ঘৃণা করাতে
তাহার প্রতি প্রেমের কথা কহিতে পারিল না।

অপর যূষফ্ স্বপ্ন দেখিয়া আপন ভ্রাতাদিগকে তাহা ৫
কহিল; ইহাতে তাহারা তাহার প্রতি আরো অধিক
ঘৃণা করিল। ফলতঃ সে কহিল, আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, ৬
তাহা নিবেদন করি শুন। দেখ, আমরা ক্ষেত্রেতে আটি ৭
বান্ধিতেছিলাম, তাহাতে আমার আটি উঠিয়া দাঁড়াইল,
কিন্তু তোমাদের আটি চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইয়া আমার আটিকে
প্রণাম করিল। ইহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে কহিল, ৮
তুমি কি আমাদের উপরে নিতান্ত রাজত্ব করিবা?
আমাদের উপরে কি প্রভুত্ব করিবা? তাহাতে তাহারা
ঐ স্বপ্ন ও কথা প্রযুক্ত তাহার প্রতি আরো ঘৃণা করিল।

পরে যূষফ্ আর এক স্বপ্ন দেখিয়া ভ্রাতৃগণের ৯
সাক্ষাতে কহিল, দেখ, আমি আরো এক স্বপ্ন দেখি-
লাম; দেখ, সূর্য্য ও চন্দ্র ও একাদশ নক্ষত্র আমাকে
প্রণাম করিল। কিন্তু যূষফ্ আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণের ১০
সাক্ষাতে তাহা কহিলে তাহার পিতা তাহাকে ধম্কাইয়া
কহিল, তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখিলা? আমি ও তোমার

মাতা ও ভ্রাতৃগণ আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া কি তোমাকে প্রণাম
১১ করিব? তাহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি আরো
ঈর্ষ্যা করিল, কিন্তু তাহার পিতা সে কথা মনে রাখিল।
১২ অপর যূষফের ভ্রাতৃগণ পিতার পশুপাল চরাইতে
১৩ শিখিমে গেলে পর ইস্রায়েল্ যূষফ্কে কহিল, তোমার
ভ্রাতৃগণ কি শিখিমে পশুপাল চরায় না? আইস, আমি
তাহাদের কাছে তোমাকে পাঠাই; তাহাতে যূষফ্ কহিল,
১৪ আমি উপস্থিত আছি। তখন ইস্রায়েল্ তাহাকে কহিল,
তুমি গিয়া তোমার ভ্রাতৃগণ ও পশুপাল ভাল আছে কি
না, তাহা দেখিয়া আমাকে সংবাদ দেও। এই রূপে সে
হিব্রোণের উপত্যকাহইতে যূষফ্কে বিদায় করিলে সে
শিখিমে গেল।
১৫ তখন এক মনুষ্য যূষফ্কে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে দে-
১৬ খিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি অন্বেষণ করিতেছ? সে
কহিল, আপন ভ্রাতৃগণের অন্বেষণ করিতেছি; তাহারা
কোথায় পশুপাল চরাইতেছে? বিনয় করি, তাহা আমাকে
১৭ বল। সে মনুষ্য কহিল, তাহারা এ স্থানহইতে গিয়াছে,
কেননা আমরা দোথনে যাইব, তাহাদের এই কথা শুনি-
লাম; অতএব যূষফ্ পশ্চাৎ২ গিয়া দোথনে আপন
ভ্রাতাদের সাক্ষাৎ পাইল।
১৮ অপর তাহাদের নিকটে তাহার যাওনের সময়ে তা-
হারা দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া বধ করিতে মন্ত্রণা
১৯ করিয়া পরস্পর কহিল, ঐ দেখ, স্বপ্নদর্শক আসিতেছে।
২০ আইস, আমরা উহাকে বধ করিয়া কোন গর্ত্তে ফেলিয়া
দি; পরে কোন হিংস্রক জন্তু তাহাকে খাইয়াছে, এই
কথা কহিব; তাহাতে তাহার স্বপ্ন সকলের কি হয়,
২১ তাহা দেখি। কিন্তু রূবেন্ তাহা শুনিয়া তাহাদের হস্ত-
হইতে তাহাকে রক্ষা করণার্থে কহিল, না, আমরা উহাকে
২২ বধ করিব না। রূবেন্ তাহাদের হস্তহইতে তাহাকে রক্ষা
করিয়া পিতার নিকটে পাঠাইতে মনস্থ করিয়া পুনর্ব্বার

তাহাদিগকে কহিল, রক্তপাত না করিয়া উহাকে প্রান্ত-
রের গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দেও, কিন্তু উহার প্রতি হস্ত
তুলিও না।
পরে যূষফ্ ভ্রাতৃগণের নিকটে আইলে তাহারা তা- ২৩
হার গাত্রীয় বস্ত্র অর্থাৎ নানাবর্ণের বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া
তাহাকে এক গর্ত্তে ফেলিয়া দিল; কিন্তু সেই গর্ত্ত শূন্য, ২৪
তাহাতে জল ছিল না। পরে তাহারা ভোজন করিতে ২৫
বসিয়া চাহিয়া দেখিল, গিলিয়দ্‌হইতে এক দল ইস্‌মা-
য়েলীয় লোক উষ্ট্রবাহনে সুগন্ধি দ্রব্য ও গুল্‌গুলু ও গন্ধ-
রস লইয়া মিসর্ দেশে যাইতেছে। তখন যিহূদা ভ্রাতৃ- ২৬
গণকে কহিল, ভ্রাতৃবধ করিয়া রক্ত গোপন করাতে
আমাদের কি লাভ? আইস, আমরা তাহাকে হিংসা না ২৭
করিয়া এই ইস্‌মায়েলীয়দের হস্তে বিক্রয় করি; কেননা
সে আমাদের ভ্রাতা ও আমাদের মাংসস্বরূপ; তাহাতে
তাহার ভ্রাতৃগণ স্বীকার করিল। তখন সেই মিদিয়ন্ নি- ২৮
বাসি বণিকেরা নিকটস্থ হইলে তাহারা যূষফ্‌কে গর্ত্ত-
হইতে টানিয়া তুলিল; এবং ইসমায়েলীয়দের হস্তে
বিংশতি রৌপ্যমুদ্রা লইয়া যূষফ্‌কে বিক্রয় করিল; তা-
হাতে তাহারা যূষফ্‌কে মিসর্‌দেশে লইয়া গেল।
পরে রূবেন্ ফিরিয়া গর্ত্তের নিকটে গেল; যূষফ্ গর্ত্তে ২৯
নাই,ইহা দেখিয়া সে আপন বস্ত্র চিরিল। এবং ভ্রাতাদের ৩০
নিকটে গিয়া কহিল, বালক নাই, আমি এখন কোথায়
যাইব? পরে তাহারা যূষফের বস্ত্র লইয়া এক ছাগবৎস ৩১
মারিয়া তাহার রক্ত তাহাতে মাখাইল। পরে তাহার ৩২
পিতার নিকটে সেই নানাবর্ণ বস্ত্র পাঠাইয়া দিল ও
কহিল, আমরা এই মাত্র পাইলাম, ইহা তোমার পুত্রের
বস্ত্র বটে কি না? তাহাতে সে তাহা চিনিয়া কহিল, ইহা ৩৩
আমার পুত্রের গাত্রবস্ত্র বটে; কোন হিংস্রক জন্তু তাহাকে
খাইয়াছে, যূষফ্ অবশ্য খণ্ডে ২ ছিন্ন হইয়াছে। তখন ৩৪
যাকূব্ আপন বস্ত্র চিরিয়া কটিদেশে চট্ পরিধান করিয়া

৩৫ পুত্রের জন্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। পরে
তাহার পুত্রগণ ও কন্যাগণ উঠিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে
যত্ন করিল, কিন্তু সে প্রবোধ না মানিয়া কহিল, আমি
শোকেতে পুত্রের নিকটে পরলোকে গমন করিব; এই
৩৬ রূপে তাহার পিতা তাহার জন্যে রোদন করিল। পরে
সেই মিদিয়নীয়েরা যূষফ্‌কে মিসরে লইয়া গিয়া পোটী-
ফর্‌ নামে ফিরৌণের রক্ষক সেনাধিপতির নিকটে তা-
হাকে বিক্রয় করিল।

৩৮ অধ্যায়।

১ ঐ সময়ে যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণের নিকটহইতে অদু-
২ ল্লমীয় হীরা নামে এক মনুষ্যের নিকটে গেলে সে স্থানে
শূয় নামে কিনানীয় পুরুষের এক কন্যাকে দেখিয়া তা-
৩ হাকে লইয়া তাহাতে উপগত হইল। অতএব সে গর্ব্ভবতী
হইয়া এক পুত্র প্রসব করিলে তাহার নাম এর্‌ রাখিল।
৪ পরে পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে তাহার
৫ নাম ওনন্‌ রাখিল। পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র
প্রসব করিয়া তাহার নাম শেলা রাখিল; ইহার জন্ম-
৬ কালে যিহূদা কিষীবে ছিল। পরে যিহূদা তামর্‌ নাম্নী
কন্যাকে আনিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের বিবাহ দিল।
৭ কিন্তু যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর্‌ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দুষ্ট
৮ হইলে পরমেশ্বর তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। তাহাতে যি-
হূদা ওনন্‌কে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীকে বিবাহ
কর, ও তাহাতে উপগত হইয়া ভ্রাতার বংশ উৎপন্ন কর।
৯ কিন্তু ঐ বংশ আপনার হইবে না, ইহা বুঝিয়া সে ভ্রাতৃ-
ভার্য্যাতে গমন করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করণের অনি-
১০ চ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাত করিল। অতএব তাহার এমত
কর্ম্মেতে পরমেশ্বর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেও নষ্ট করি-
১১ লেন। তখন যিহূদা ঐ তামর্‌ নাম্নী পুত্রবধূকে কহিল, যে
পর্য্যন্ত আমার শেলা পুত্র বড় না হয়, তাবৎ তুমি বিধবা
হইয়া আপন পিত্রালয়ে গিয়া থাক; কেননা সে ভাবিল,

পাছে ভ্রাতাদের ন্যায় শেলাও মরে। অতএব তামর পিত্রালয়ে গিয়া বাস করিল।

১২ অপর শূয়ের কন্যা যিহূদার ভার্য্যার মরণের পর বহুদিন গত হইলে যিহূদা সান্ত্বনাযুক্ত হইয়া অদুল্লমী-য়ের হীরা নামক বন্ধুর সহিত তিম্নাথায় আপন মেষলোম-
ছেদকদের নিকটে চলিল। তখন তোমার শ্বশুর তিম্নাথাতে ১৩
আপন মেষলোম কাটিতে যাইতেছে, এক জন তামর্‌কে
এই সমাচার দিল। তাহাতে তামর্‌ বৈধব্য বস্ত্র ত্যাগ ১৪
করিয়া আবরক বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া ঐনমের নিকটে তিম্নাথার পথের ধারে বসিয়া থাকিল; কারণ সে দেখিল, শেলা বড় হইলেও তাহার সহিত বিবাহ হইল না।

তখন যিহূদা তাহাকে দেখিয়া বেশ্যা জ্ঞান করিল, ১৫
কেননা সে মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিল। তাহাতে সে ১৬
পুত্রবধূকে চিনিতে না পারিয়া পথের পার্শ্বে তামরের নিকটে গিয়া কহিল, আইস, আমি তোমাতে উপগত হইব; তাহাতে তামর্‌ কহিল, তুমি উপগত হওনের কারণ
আমাকে কি দিবা? সে কহিল, পালহইতে একটা ছাগ- ১৭
বৎস পাঠাইয়া দিব; তামর্‌ কহিল, যাবৎ তাহা না
দেও, তাবৎ আমাকে কি বন্ধক দিবা? যিহূদা কহিল, ১৮
কি বন্ধক দিব? তামর্‌ কহিল, তোমার মোহর ও বলয় ও হস্তের যষ্টি। তখন যিহূদা তামর্‌কে সেই সকল
দিয়া তাহাতে উপগত হইলে সে গর্ব্ভবতী হইল। পরে ১৯
তামর্‌ উঠিয়া প্রস্থান করিল, এবং আবরক বস্ত্র ত্যাগ
করিয়া বৈধব্যের বস্ত্র পরিধান করিল। অদনন্তর যিহূদা ২০
ঐ স্ত্রীহইতে বন্ধক লইতে আপন অদুল্লমীয় বন্ধুদ্বারা ছাগবৎস পাঠাইয়া দিল, কিন্তু সে তাহার দেখা পাইল
না। অতএব সে তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐনম্‌ ২১
গ্রামের নিকটে পথের পার্শ্বে যে বেশ্যা বসিয়াছিল, সে কোথায়? তাহারা কহিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা থাকে

২২ না। পরে সে যিহূদার নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিল, আমি
তাহার দেখা পাইলাম না, এবং সে স্থানের লোকেরাও
২৩ কহিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা থাকে না। তখন যিহূদা
কহিল, তাহার স্থানে যাহা আছে, সে তাহা লউক, আ-
মরা কেন লজ্জাস্পদ হইব? দেখ, আমি ছাগবৎস পাঠা-
ইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার দেখা পাইলা না।
২৪ অপর প্রায় তিন মাসের পরে কেহ যিহূদাকে কহিল,
তোমার তামর্ পুত্রবধূ ব্যভিচারিণী হইয়াছে, তাহাতে
তাহার গর্ব্ভ হইয়াছে; তখন যিহূদা কহিল, তাহাকে
২৫ বাহিরে আনিয়া অগ্নিতে দগ্ধ কর। পরে তাহাকে বাহিরে
আনিলে সে শ্বশুরকে কহিয়া পাঠাইল, যাহার এই সকল
বস্তু, সেই পুরুষহইতে আমার গর্ব্ভ হইয়াছে; আরো
কহিল, এই মোহর ও বলয় ও যষ্টি কাহার? তাহা চি-
২৬ নিয়া দেখ। তখন যিহূদা সেই সকল বস্তু আপনার স্বীকার
করিয়া কহিল, সে আমাহইতেও অধিক ধর্ম্মিষ্ঠা, কেননা
আমি তাহাকে আপন শেলা পুত্রকে দিলাম না; কিন্তু
যিহূদা তাহাতে আর উপগত হইল না।
২৭ অপর তামরের প্রসবকাল উপস্থিত হইলে তাহার
২৮ উদরহইতে যমজ সন্তান জন্মিল। আর তাহার প্রসব
বেদনা উপস্থিত হইলে এক বালকের হস্ত বাহিরে আইল;
তাহাতে ধাত্রী তাহার সেই হস্তে রক্তবর্ণ সূত্র বাঁধিয়া
২৯ কহিল, এই বালক জ্যেষ্ঠ হইবে। কিন্তু সে আপন হস্ত
টানিয়া লইলে তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইল; তখন ধাত্রী
কহিল,তুমি কি প্রকারে ভেদ করিয়া আইলা? অতএব তা-
৩০ হার নাম পেরস্ (ভেদ) হইল। পরে হস্তে রক্তবর্ণ সূত্রবদ্ধ
তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার নাম সেরহ রাখিল।

৩৯ অধ্যায়।

১ যূষফ্ মিসর্দেশে আনীত হইলে পর ফিরৌণ রাজের
রক্ষক মিস্রীয় পোটীফর্ নামে সৈন্যাধিপতি তাহার আ-
নয়নকারি ইসমায়েলীয় লোকদের হইতে যূষফ্কে ক্রয়

করিল। কিন্তু পরমেশ্বরের সহায়তা প্রযুক্ত যূষফ্ ভাগ্যবান ২
হইল ও আপন মিস্রীয় প্রভুর গৃহে বাস করিল। কারণ ৩
পরমেশ্বরের সহায়তাতে তাহার কৃত সমস্ত কর্ম্মই সফল
হয়, ইহা সেই প্রভু আপনি দেখিল। অতএব সে তাহাকে ৪
অনুগ্রহ করিয়া আপনার সেবাতে নিযুক্ত করিল, এবং
আপন বাটীর অধ্যক্ষ করিয়া তাহার হস্তে সকল সম্পত্তি
সমর্পণ করিল। এই রূপে সে যূষফ্‌কে আপন বাটীর ও ৫
সকল সম্পত্তির অধ্যক্ষ করিলে যূষফের জন্যে তদবধি
সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ
হওয়াতে বাটীর ও ক্ষেত্রের তাবৎ সম্পদের প্রতি তাঁহার
আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিল। অতএব সে যূষফের হস্তে আপন ৬
সর্ব্বস্বের এমত ভার দিল, যে আপনি ভোজন পান ব্যতি-
রেকে আর কোন কর্ম্মের অনুসন্ধান জানিত না।

যূষফ্ রূপেতে ও সৌন্দর্য্যেতে মনোহর ছিল; একারণ ৭
তাহার প্রভুর ভার্য্যা যূষফের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাকে
কহিল, তুমি আমার সহিত শয়ন কর। কিন্তু যূষফ্ অস্বী- ৮
কার করিয়া প্রভুর স্ত্রীকে কহিল, দেখ, এই বাটীতে আমি
যাহা করি, প্রভু তাহার কিছুই অনুসন্ধান করেন না; তিনি
আমার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। এই বাটীতে ৯
আমার তুল্য বড় কেহ নাই; তুমি তাহার ভার্য্যা, এই
নিমিত্তে কেবল তোমা ব্যতিরেকে আমার প্রতি আর
কিছুই বারণ নাই; অতএব কি রূপে এত বড় দুষ্টতা
করিয়া ঈশ্বরের গোচরে পাপ করিতে পারি? তথাপি সে ১০
স্ত্রী যূষফ্‌কে আপনার সহিত শয়ন করিতে কিম্বা আপ-
নার নিকটে থাকিতে প্রতি দিন কহে; কিন্তু যূষফ্ তাহা
স্বীকার করে না। পরে এক দিনে কোন কার্য্য ক্রমে যূষফ্ ১১
গৃহমধ্যে গেলে তথায় অন্য কোন ভৃত্য না থাকাতে,
আমার সহিত শয়ন কর, ইহা বলিয়া সে স্ত্রী যূষফের বস্ত্র ১২
ধরিয়া টানাটানি করিল; কিন্তু যূষফ্ তাহার হস্তে আ-
পন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইল। তখনই যূষফ্ ১৩

তাহার হস্তে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইল, ইহা
১৪ দেখিয়া সে স্ত্রী ঘরের লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, কর্ত্তা
আমাদের সহিত হাস্য করিতে এই ইব্রীয়কে আনিয়া-
ছেন; সে আমার সঙ্গে শয়ন করিতে আমার নিকটে
১৫ আইল। তাহাতে আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে আমার
উচ্চৈঃস্বর শুনিয়া বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইয়া
১৬ গেল। এবং সে স্ত্রী স্বামির গৃহাগমন অপেক্ষা করিয়া ঐ
১৭ বস্ত্র আপনার নিকটে রাখিল। পরে সে আপন স্বামিকে
সেই বাক্যানুসারে কহিল, তুমি যে ইব্রীয় দাসকে আমা-
দের নিকটে আনিয়াছ, সে আমার সহিত হাস্য করিতে
১৮ নিকটে আইল। কিন্তু আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলে সে
১৯ এই বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। তখন
তোমার দাস আমার প্রতি এইরূপ করিয়াছে, আপন
ভার্য্যার মুখে এই কথা শুনিলে যূষফের প্রভু ক্রোধেতে
২০ প্রজ্বলিত হইয়া যূষফ্কে লইয়া রাজবন্দিগণের বাসস্থান
কারাগারে রাখিল; তাহাতে যূষফ্ সে কারাগারে
২১ থাকিল। কিন্তু যূষফের প্রতি পরমেশ্বরের সহায়তা ও
২২ কৃপা হওয়াতে কারারক্ষক তাহাকে অনুগ্রহ করিল, এবং
কারাস্থিত তাবৎ বন্দি লোকের ভার যূষফের হস্তে
দিল; তাহাতে বন্দিগণ প্রভৃতি যূষফের আজ্ঞানুসারে
২৩ তাবৎ কর্ম্ম করিতে লাগিল। এবং সে যূষফের হস্তে
যাহা ২ সমর্পণ করিল, তাহার অনুসন্ধানও করিল না,
কেননা সে যাহা ২ করিল, পরমেশ্বর তাহার সহায় হইয়া
তাহা সফল করিলেন।

৪০ অধ্যায়।

১ অপর মিসরের রাজার পানপাত্রবাহক ও মোদক আপ-
২ নাদের মিস্রীয় রাজার কাছে অপরাধ করিলে ফিরৌণ্ ঐ
প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের প্রতি ক্রুদ্ধ
৩ হইয়া যে রক্ষক সৈন্যাধিপতির কারাগারে যূষফ্ ছিল,
৪ সেই স্থানে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিল। তাহাতে

রক্ষক সৈন্যাধিপতি যূষফের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ
করিলে যূষফ্ তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিল। এই
রূপে তাহারা অনেক দিন কারাগারে থাকিল।
কারাগারে বদ্ধ মিস্রীয় রাজার পানপাত্রবাহক ও ৫
মোদক দুই জন এক রাত্রিতে দুই প্রকার অর্থ বিশিষ্ট
দুই স্বপ্ন দেখিল। তাহাতে যূষফ্ প্রাতঃকালে নিকটে ৬
গিয়া তাহাদিগকে বিষণ্ণ দেখিল। তখন ফিরৌণের যে ৭
অধ্যক্ষেরা তাহার সহিত প্রভুর কারাগারে বদ্ধ ছিল,
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, অদ্য তোমাদের মুখ বিষণ্ণ
কেন? তাহারা উত্তর করিল, আমরা উভয়েই স্বপ্ন দেখি- ৮
য়াছি, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য বলে এমত কেহ নাই;
তখন যূষফ্ তাহাদিগকে কহিল, তাৎপর্য্য বুঝিবার শক্তি
কি ঈশ্বরহইতে হয় না? বিনয় করি, তোমাদের স্বপ্ন
আমাকে বল। তখন প্রধান পানপাত্রবাহক যূষফ্কে ৯
আপন স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি স্বপ্নে
এক দ্রাক্ষালতা দেখিলাম। তাহার তিন শাখা পল্লবিতা ১০
হইলে তাহাতে পুষ্প হইল, এবং স্তবকে২ তাহার ফল
হইয়া পক্ক হইল। তখন আমার হস্তে ফিরৌণের পান- ১১
পাত্র থাকাতে সেই পাত্রে আমি দ্রাক্ষাফল লইয়া নিঙ্গ-
ড়াইয়া ফিরৌণের হস্তে সেই পাত্র দিলাম। তাহাতে ১২
যূষফ্ তাহাকে কহিল, ইহার তাৎপর্য্য এই; ঐ তিন
শাখাতে তিন দিন বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে ফিরৌণ্ ১৩
তোমার বিচার করিয়া তোমাকে পূর্ব্ব পদে নিযুক্ত
করিবে; তাহাতে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় পানপাত্রবাহক
হইয়া পুনর্ব্বার ফিরৌণের হস্তে পানপাত্র দিবা। কিন্তু ১৪
যখন তোমার মঙ্গল হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিও,
এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ফিরৌণের গোচরে
আমার বিষয়ে কথা কহিয়া আমাকে এই কারাগারহইতে
উদ্ধার করিও। কেননা ইব্রীয়দের দেশহইতে আমাকে ১৫
নিতান্তই চুরি করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু আমি যে

এই কূপরূপ কারাগারে বদ্ধ হই, এ স্থানেও এমত
১৬ কোন কর্ম্ম করি নাই। অপর প্রধান মোদক তাহার
কথার উত্তম তাৎপর্য্য দেখিয়া যূষফ্‌কে কহিল, আমিও
স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমার মস্তকোপরি শুক্ল পিষ্টকের
১৭ তিনটী চুপড়ি ছিল। তাহার উপরের চুপড়িতে ফিরৌ-
ণের ভোজনার্থে নানা প্রকার পক্বান্ন ছিল; তাহাতে
পক্ষিগণ আসিয়া আমার মস্তকোপরিস্থ চুপড়িহইতে তাহা
১৮ লইয়া খাইল। তখন যূষফ্ উত্তর করিল, ইহার অভি-
১৯ প্রায় এই, সেই তিন চুপড়িতে তিন দিন বুঝায়। তিন
দিনের মধ্যে ফিরৌণ্ তোমার বিষয়ে বিচার করিয়া
তোমাকে বৃক্ষোপরি উদ্বন্ধন করিবে, এবং পক্ষিগণ আ-
সিয়া শরীরহইতে তোমার মাংস খাইবে।
২০ অপর তৃতীয় দিনে ফিরৌণের জন্মদিন উপস্থিত হইলে
সে আপন সকল ভৃত্যদের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করিল।
২১ তাহাতে আপনার তাবৎ দাসের সাক্ষাতে প্রধান পান-
২২ পাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের বিচার করিল। ফিরৌণ্
আপনার হস্তে পানপাত্র দিতে প্রধান পানপাত্রবাহককে
তাহার নিজ পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিল; কিন্তু যূষফের
অর্থকথনানুসারে প্রধান মোদককে উদ্বন্ধন করিল।
২৩ তথাপি প্রধান পানপাত্রবাহক যূষফ্‌কে স্মরণ করিল না;
কিন্তু বিস্মৃত হইল।

৪১ অধ্যায়।

১ অনন্তর দ্বিতীয় বৎসরের শেষে ফিরৌণ্ এই স্বপ্ন
২ দেখিল। সে নদীকূলে দাঁড়াইয়া থাকিলে নদীহইতে
সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গোরু উঠিয়া প্রান্তরে চরিতে
৩ লাগিল। পরে আর সাতটা কৃশ ও কুৎসিত গোরু নদী-
হইতে উঠিয়া নদীর তীরে ঐ গোরুদের নিকটে দাঁড়াইল।
৪ পরে সেই কৃশ কুৎসিত গোরু ঐ সপ্ত হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর
গোরুকে গ্রাস করিল; তখন ফিরৌণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।
৫ তাহার পরে ফিরৌণ্ নিদ্রিত হইলে দ্বিতীয় বার স্বপ্ন

দেখিল ; এক বোঁটাতে সাত স্থূলাকার উত্তম শীষ উঠিল।
পরে পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক অন্য সাত ক্ষীণ শীষ উঠিল। ৬
এবং সেই সাত ক্ষীণ শীষ ঐ সাত স্থূলাকার পূর্ণ শীষ ৭
গ্রাস করিল। পরে ফিরৌণের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহা
স্বপ্ন মাত্র হইল।

পরে প্রাতঃকালে তাহার মন উদ্বিগ্ন হইলে সে লোক ৮
পাঠাইয়া মিসর্‌দেশের তাবৎ মায়াবিদিগকে ও জ্ঞানি-
দিগকে ডাকাইল ; কিন্তু ফিরৌণ্ তাহাদের কাছে স্বপ্নের
কথা কহিলে তাহাদের মধ্যে কেহই ফিরৌণ্‌কে তাহার
অভিপ্রায় কহিতে পারিল না। তখন প্রধান পানপাত্র- ৯
বাহক ফিরৌণ্‌কে নিবেদন করিল, অদ্য আপন অপরাধ
স্মরণ করিতেছি। ফিরৌণ্ আপন দুই ভৃত্যের প্রতি, ১০
অর্থাৎ আমার ও প্রধান মোদকের প্রতি ক্রোধান্বিত
হইয়া আমাদিগকে রক্ষক সৈন্যাধিপতির কারাগারে
বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি এবং সে এক রাত্রিতে ১১
স্বপ্ন দেখিলাম; এবং দুই জনের স্বপ্নের দুই প্রকার
অর্থ হইল। তখন সে স্থানে আমাদের সহিত রক্ষক ১২
সৈন্যাধিপতির এক ইব্রীয় যুবদাস ছিল; আমরা তাহাকে
স্বপ্ন কহিলে সে আমাদের স্বপ্নের অর্থ কহিল; প্রত্যেক
জনের স্বপ্নের অভিপ্রায় কহিল। তাহাতে সে আমাদিগকে ১৩
যেরূপ ফল কহিয়াছিল, তদ্রূপই ঘটিল ; অর্থাৎ মহা-
রাজ আমাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিলেন, ও তাহাকে
উদ্বন্ধন করিলেন।

তখন ফিরৌণ্ যূষফকে আনিতে লোক পাঠাইলে ১৪
তাহারা কারাগারহইতে তাহাকে শীঘ্র আনিল। পরে সে
ক্ষৌর কর্ম্ম করিয়া ও বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া ফিরৌণের
নিকটে উপস্থিত হইল। তখন ফিরৌণ্ যূষফ্‌কে কহিল, ১৫
আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য কেহ কহিতে
পারিল না; কিন্তু তুমি তাহা শুনিয়া তাহার তাৎপর্য্য
কহিতে পার, ইহা শুনিলাম। তাহাতে যূষফ ফিরৌণ্‌কে ১৬

উত্তর করিল, তাহা আমি পারি না, কিন্তু ঈশ্বর ফিরৌ-
১৭ ণ্কে মঙ্গলযুক্ত উত্তর দিবেন। তখন ফিরৌণ্ কহিল,
১৮ আমি স্বপ্নেতে নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। তাহাতে
নদীহইতে সাত হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গোরু উঠিয়া প্রান্তরে
১৯ চরিতে লাগিল। পরে মিসর্‌দেশে যাদৃশ কখন দেখি
নাই, এমত আরো সাত কৃশ ও কুৎসিত গোরু উঠিল।
২০ এবং এই কৃশ কুৎসিত গোরু সেই পূর্ব্বের হৃষ্টপুষ্ট সাত
২১ গোরুকে গ্রাস করিল। কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে গ্রাস
করিলে গ্রাস করিয়াছে এমত বোধ হইল না; কেননা
পূর্ব্বকার ন্যায় কুৎসিত থাকিল; তখন আমার নিদ্রা
২২ ভঙ্গ হইল। পরে আমি পুনর্ব্বার এক স্বপ্ন দেখিলাম, এক
২৩ বোঁটাতে স্থূলাকার উত্তম সাত শীষ উঠিল। পরে পূর্ব্বীয়
২৪ বায়ুতে শুষ্ক ও ক্ষীণ ও ম্লান সপ্ত শীষ উঠিল। এবং ঐ
ক্ষীণ ম্লান সাত শীষ সেই স্থূলাকার উত্তম সাত শীষ গ্রাস
করিল; এই স্বপ্ন আমি মায়াবিদিগকে কহিলাম, কিন্তু
কেহ ইহার অভিপ্রায় কহিতে পারিল না।
২৫ তখন যূষফ্ ফিরৌণ্কে উত্তর করিল, ফিরৌণের দুই
স্বপ্নের এক অভিপ্রায়; ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন,
২৬ তাহাই ফিরৌণ্কে জ্ঞাত করিয়াছেন। ঐ সপ্ত উত্তম গোরু
সপ্ত বৎসরস্বরূপ, এবং ঐ সপ্ত শীষেতেও সপ্ত বৎসর
২৭ বুঝায়; দুই স্বপ্নই সমান। এবং তাহার পশ্চাৎ উঠিয়াছে
যে কৃশ ও কুৎসিত সপ্ত গোরু, তাহারাও সপ্ত বৎসর
স্বরূপ; এবং পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক যে সপ্ত কৃশ শীষ,
২৮ তাহারা দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসর হইবে। আমি ফিরৌণ্কে
কহিতেছি, ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন, তাহা ফি-
২৯ রৌণ্কে দেখাইতেছেন। দেখ, অগ্রে সমস্ত মিসর্‌দেশে
৩০ সপ্ত বৎসর অতিশয় সুভক্ষ্য হইবে। পশ্চাৎ সপ্ত বৎসর
এমত দুর্ভিক্ষ হইবে, যে মিসর্‌দেশের সমস্ত সুভক্ষ্যের
৩১ বিস্মৃতি হইবে। এবং সেই দুর্ভিক্ষেতে দেশ নষ্ট হইবে,
এবং সেই দুর্ভিক্ষ দ্বারা পূর্ব্বকার সুভক্ষ্যের অনুভব

হইবে না; এবং তাহা অতি অসহ্য হইবে। ফিরৌণের ৩২
দুই বার স্বপ্নদর্শনের ভাব এই, ঈশ্বর ইহা নিশ্চয় করিয়া
শীঘ্র ঘটাইবেন। অতএব ফিরৌণ্ এক বিবেচক জ্ঞানি ৩৩
পুরুষের চেষ্টা করিয়া তাহাকে মিসর্দেশের উপরে
নিযুক্ত করুণ। আর ফিরৌণ্ এই কর্ম্ম করুণ; যে সপ্ত ৩৪
বৎসর সুভক্ষ্য হইবে, সেই সময়ে দেশে অধ্যক্ষগণ
নিযুক্ত করিয়া মিসর্দেশহইতে পঞ্চমাংশ লউন। পশ্চাৎ ৩৫
সেই উত্তম বৎসরের শস্য সংগ্রহ করিয়া তাহারা প্রতি
নগরে খাদ্যের জন্যে ফিরৌণের হস্তে তাহা সঞ্চয় করিয়া
রক্ষা করুক। এই রূপে মিসর্দেশে ভাবিদুর্ভিক্ষের সপ্ত ৩৬
বৎসরে দেশস্থদের জন্যে ভক্ষ্য সঞ্চিত থাকিলে দুর্ভিক্ষেতে
দেশ নষ্ট হইবে না।

তখন ফিরৌণের ও তাহার সকল ভৃত্যদের দৃষ্টিতে ৩৭
এই কথা উত্তম বোধ হইল। তাহাতে ফিরৌণ্ ভৃত্যদিগকে ৩৮
কহিল, ইহার তুল্য পুরুষ, যাহাতে ঈশ্বরের আত্মা আছে,
এমত আর কাহাকে পাইব? তখন ফিরৌণ্ যূষফ্কে ৩৯
কহিল, ঈশ্বর তোমাকে এই সকল জ্ঞাত করিয়াছেন; অত-
এব তোমার তুল্য বিবেচক ও জ্ঞানী আর কে আছে?
আমি তোমাকে আপন গৃহের অধ্যক্ষকর্ম্মে নিযুক্ত করি- ৪০
লাম, আমার তাবৎ লোক তোমার কথার বশীভূত থা-
কিবে; কেবল সিংহাসনে আমি তোমাহইতে বড় থাকিব।
ফিরৌণ্ যূষফ্কে আরো কহিল, দেখ, তাবৎ মিসর্দে- ৪১
শের উপরে আমি তোমাকে নিযুক্ত করিলাম। পরে ৪২
ফিরৌণ্ আপন হস্তহইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া যূষফের
হস্তে দিয়া তাহাকে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহার
গলদেশে সুবর্ণ হার দিল। এবং তাহাকে আপনার দ্বি- ৪৩
তীয় রথে আরোহণ করাইল, এবং লোকেরা তাহার
অগ্রে ২ অব্রেক্ ২ (হাঁটু পাত ২) বলিয়া ঘোষণা করিল।
এই রূপে সে তাহাকে সমস্ত মিসরদেশের অধ্যক্ষ করিল; ৪৪
পরে ফিরৌণ্ যূষফ্কে কহিল, আমি যদি ফিরৌণ্ হই,

তবে তোমার আজ্ঞা বিনা সমস্ত দেশে কোন লোক হাত
৪৫ পা নাড়িতে পারিবে না। এবং ফিরৌণ্ যূষফের নাম
সাফিনৎ-পানেহ (নিগূঢ়বাক্যপ্রকাশক) রাখিল। এবং
ওন্ নগরবাসি পোটীফেরঃ নামক যাজকের আসিনৎ
নাম্নী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিল। পরে যূষফ্ সমু-
দয় মিসর্‌দেশে গমনাগমন করিতে লাগিল।
৪৬ যূষফ্ ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে ফিরৌণের সাক্ষাতে
উপস্থিত হইল; তখন যূষফ্ ফিরৌণের নিকটহইতে
প্রস্থান করিয়া মিসর্‌দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল। পরে
সেই সুভিক্ষের সপ্ত বৎসর পৃথিবীতে প্রচুর রূপে শস্য
৪৭ জন্মাইল। সেই সপ্ত বৎসরে মিসর্‌দেশে জাত সকল শস্য
৪৮ সংগ্রহ করিয়া প্রতি নগরে সঞ্চয় করিল। এবং যে ২
নগরের চারিদিগের ভূমিতে যত শস্য হইল, তাহা সেই ২
৪৯ নগরে সঞ্চয় করিল। এই রূপে যূষফ্ সমুদ্রের বালুকার
ন্যায় এমত শস্য সংগ্রহ করিল, যে তাহার গণনা করা
ত্যাগ করিল, কেননা তাহা অপরিমিত ছিল।
৫০ অপর দুর্ভিক্ষ বৎসরের পূর্ব্বে যূষফের ঔরসে ওন্
নগর নিবাসি পোটীফেরঃ যাজকের আসিনৎ নাম্নী কন্যা-
৫১ তে দুই পুত্র জন্মিল। তাহাতে যূষফ্ তাহাদের জ্যেষ্ঠের
নাম মিনশি (বিস্মৃতি) রাখিল, কেননা সে কহিল, ঈশ্বর
আমার সকল ক্লেশের ও পিতৃগৃহের বিস্মৃতি জন্মাইয়া-
৫২ ছেন। এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রয়িম্ (ফলবান)
রাখিল, কেননা সে কহিল, দেশে দুঃখগ্রস্ত যে আমি,
আমাকে ঈশ্বর ফলবান করিয়াছেন।
৫৩ পরে মিসর্‌দেশে যে সুভক্ষ্যের সপ্ত বৎসর ছিল, তাহা
সম্পূর্ণ হইল, এবং যূষফের বাক্যানুসারে দুর্ভিক্ষের সপ্ত
৫৪ বৎসরের আরম্ভ হইল। তাহাতে অন্য সমস্ত দেশে
৫৫ দুর্ভিক্ষ হইল, কিন্তু সমস্ত মিসর্‌দেশে ভক্ষ্য ছিল। পরে
সমস্ত মিসরদেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে প্রজাবর্গ ফিরৌণের নি-
কটে ভক্ষ্যের জন্যে প্রার্থনা করিল; তাহাতে ফিরৌণ

সকল মিস্রীয়দিগকে কহিল, তোমরা যূষফের নিকটে
যাও; সে যাহা কহে, তাহাই কর। তখন সর্ব্বদেশেই ৫৬
দুর্ভিক্ষ হইল; এবং দেশের তাবৎ স্থানে অতি প্রবল
দুর্ভিক্ষ হইলে যূষফ্ সকল স্থানের গোলা খুলিয়া মিস্রি-
দিগকে শস্য বিক্রয় করিতে লাগিল। এবং নানাদেশীয় ৫৭
লোকেরা মিসর্দেশে যূষফের নিকটে শস্য ক্রয় করিতে
আইল, কেননা সকল দেশেই প্রবল দুর্ভিক্ষ হইল।

৪২ অধ্যায়।

অপর মিসর্দেশে শস্য আছে, এই কথা শুনিয়া যাকুব্ ১
আপন পুত্রদিগকে কহিল, তোমরা পরস্পর আপনাদের
প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছ কেন? সে আরো কহিল, দেখ, ২
আমি শুনিলাম মিসরে শস্য আছে, অতএব তোমরা
তথায় গিয়া আমাদের জন্যে শস্য ক্রয় করিয়া আন; তা-
হাতে আমরা না মরিয়া বাঁচিব। পরে যূষফের দশ ভ্রাতা ৩
শস্য ক্রয় করিতে মিসরে গেল। কিন্তু যাকুব্ যূষফের ৪
সহোদর বিন্য়ামীন্কে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে পাঠাইল না,
কেননা সে কহিল, যদি ইহাকেও বিপদ ঘটে।

তখন যাত্রাকারি লোকদের সঙ্গে ইস্রায়েলের পুত্রগণ ৫
শস্য ক্রয় করিতে গেল, কেননা কিনান্দেশেও দুর্ভিক্ষ
ছিল। তখন যূষফ্ ঐ দেশের অধ্যক্ষ হওয়াতে সকল ৬
দেশের লোকদের স্থানে শস্য বিক্রয় করিতেছিল; তা-
হাতে যূষফের ভ্রাতৃগণও আসিয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া
প্রণাম করিল। তখন যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া ৭
চিনিল, কিন্তু তাহাদের কাছে অপরিচিতের ন্যায় ব্যব-
হার করিয়া নিষ্ঠুর কথাতে কহিল, তোরা কোথাহইতে
আসিয়াছিস? তাহারা কহিল, কিনান্দেশহইতে শস্য
কিনিতে আসিয়াছি। কেননা যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে ৮
চিনিলেও তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

তখন যূষফ্ তাহাদের বিষয়ে পূর্ব্বদৃষ্ট সকল স্বপ্ন ৯
স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোরা চারলোক, এই

দেশের অনাবৃত স্থান সকল সন্ধান করিতে আসিয়াছিস।
১০ তাহারা কহিল, হে প্রভো, তাহা নয়, আপনকার এই
১১ দাসেরা শস্য কিনিতে আসিয়াছে। আমরা সকলেই একের
সন্তান, ও বিশ্বস্ত লোক, আপনকার এই ভৃত্যেরা চার
১২ নহে। তখন সে তাহাদিগকে কহিল, না না, তোরা দেশের
১৩ অনাবৃত স্থান সকল দেখিতে আসিয়াছিস। তাহারা
কহিল, আপনকার এই দাসেরা দ্বাদশ ভ্রাতা, কিনান্‌দেশ
নিবাসি এক জনের পুত্র; এবং দেখুন, আমাদের পিতার
নিকটে আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে, এবং এক জন
১৪ নাই। তখন যূষফ্ তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কহিল, আমি
তোদিগকে যে চারের কথা কহিতেছি, তোরা তাহাই
১৫ বটে। আমি তোদের পরীক্ষা লইতে ফিরৌণের আয়ুর
দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এ স্থানে না
১৬ আইলে তোরা এখানহইতে যাইতে পারিবি না। তোদের
এক জনকে পাঠাইয়া আপন ভ্রাতাকে আন, এবং তদ-
বধি তোদিগকে বন্ধ থাকিতে হইবে; পরে তোদের কথা
সত্য বটে কি না, তাহা পরীক্ষা করিলেই জানা যাইবে;
নতুবা আমি ফিরৌণের আয়ুর দিব্য করিয়া কহিতেছি,
১৭ তোরা অবশ্য চার বটিস। পরে যূষফ্ তাহাদিগকে তিন
১৮ দিন কারাগারে বন্ধ রাখিল। এবং তৃতীয় দিনে তাহাদি-
গকে কহিল, ঈশ্বরের প্রতি আমার ভয় আছে; এই কর্ম্ম
১৯ কর, তাহাতে বাঁচিবি। তোরা যদি বিশ্বস্ত লোক, তবে
আপনাদের এক ভ্রাতাকে এই কারাগারে বন্ধ রাখিয়া
২০ দুর্ভিক্ষের জন্যে বাটীর শস্য লইয়া যা। তোরা আপন
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আনিলেই তোদের কথা
সপ্রমাণ হইবে; তাহাতে মরিবি না।
২১ তাহারা সেই রূপ করিল; পরে পরস্পর কহিল, আ-
মরা আপন ভ্রাতার বিষয়ে নিশ্চয় অপরাধী আছি,
কেননা আমাদের কাছে কাকুক্তি করিলে আমরা তাহার
মনের ব্যাকুলতা দেখিয়াও তাহা শুনিলাম না; এই নিমিত্তে

আমাদের এই বিপদ ঘটিল। তখন রূবেন্ তাহাদিগকে ২২
কহিল, তোমরা ঐ যুবার বিষয়ে পাপ করিও না, এই
কথা আমি কি তোমাদিগকে কহি নাই? তথাপি তোমরা
মানিলা না; দেখ, এখন তাহার রক্তের নিকাশ লওয়া
যাইতেছে। কিন্তু যূষফ্ যে তাহাদের কথোপকথন বুঝিল, ২৩
ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না,কেননা যূষফ্ দ্বিভাষিদ্বারা
তাহাদের সহিত কথা কহিতেছিল। পরে যূষফ্ তাহাদের ২৪
নিকটহইতে গিয়া ক্রন্দন করিল; এবং পুনশ্চ আসিয়া
তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া তাহাদের মধ্যহইতে
শিমিয়োন্‌কে ধরিয়া তাহাদের সাক্ষাতেই বাঁধিল।

পরে যূষফ্ তাহাদের ছালাতে শস্য পূর্ণ করিয়া প্রত্যেক ২৫
জনের ছালায় টাকা ফিরিয়া দিতে এবং তাহাদিগকে
পাথেয় সামগ্রী দিতে আজ্ঞা দিল; তাহাতে ভৃত্যেরা
তদ্রূপ করিল। পরে তাহারা আপন ২ গর্দ্দভের উপরে ২৬
শস্য চাপাইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু উত্তরিবার ২৭
স্থানে গিয়া এক জন আপন গর্দ্দভকে আহার দিতে ছালা
খুলিয়া আপন টাকা দেখিল, কেননা ছালার মুখেই
টাকা ছিল। তখন সে ভ্রাতাদিগকে কহিল, আমার টাকা ২৮
ফিরিয়াছে; এই দেখ, তাহা আমার ছালাতে আছে।
তাহাতে তাহাদের মন উদ্বিগ্ন হইল, ও ভীত হইয়া পর-
স্পর কহিল, ঈশ্বর আমাদের প্রতি এই কি করিলেন?

পরে তাহারা কিনান্‌দেশে আপন পিতা যাকুবের ২৯
নিকটে উপস্থিত হইলে আপনাদের যাহা ২ ঘটিয়াছিল,
সে সমস্ত তাহাকে জ্ঞাত করিয়া কহিল, সেই দেশাধ্যক্ষ ৩০
আমাদিগকে দেশস্থ চার জ্ঞান করিয়া নিষ্ঠুর কথা কহিল।
তাহাতে আমরা তাহাকে কহিলাম, আমরা চার নহি, ৩১
বিশ্বস্ত লোক; আমরা দ্বাদশ ভ্রাতা, সকলেই এক পিতার ৩২
সন্তান; আমাদের মধ্যে এক জন নাই, এবং পিতার নি-
কটে কিনান্‌দেশে আর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। তখন ৩৩
সে দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিল, আমি ইহাতে তো-

দিগকে যাথার্থিক লোক বুঝিতে পারি, যদি তোরা আপ-
নাদের এক ভ্রাতাকে আমার নিকটে রাখিয়া আপনাদের
৩৪ গৃহের দুর্ভিক্ষের জন্যে শস্য লইয়া যাইস, এবং আপ-
নাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আনিস, তবে
তোরা যাথার্থিক লোক চার নহিস, তাহা বুঝিব; পরে
তোদের ভ্রাতাকে তোদের স্থানে দিব, তাহাতে তোরা এই
দেশে বাণিজ্য করিতে পারিবি।
৩৫ পরে তাহারা ছালাহইতে শস্য ঢালিলে প্রত্যেক জন
আপন ২ ছালাতে আপন ২ টাকার গুন্থি পাইল; তখন
সেই সকল টাকার গুন্থি দেখিয়া তাহারা ও তাহাদের
৩৬ পিতা ভীত হইল। তাহাতে তাহাদের পিতা যাকূব্ কহিল,
তোমরা আমাকে পুত্রহীন করিতেছ; দেখ, যূষফ্ নাই,
ও শিমিয়োন নাই, আর বার বিন্য়ামীন্কেও লইয়া
যাইতে চাহিতেছ; এই সকলি আমার বিরুদ্ধে হইতেছে।
৩৭ তাহাতে রূবেন্ আপন পিতাকে কহিল, আমি যদি তো-
মার নিকটে তাহাকে না আনি, তবে আমার দুই পুত্রকে
বধ করিও; তুমি আমার হস্তে বিন্য়ামীন্কে সমপ্র্পণ
কর; আমি তোমার স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার আনিয়া
৩৮ দিব। তখন সে কহিল, আমার পুত্র তোমাদের সঙ্গে
যাইবে না, কেননা তাহার সহোদরের মরণেতে সে একা
জীবৎ আছে; তোমরা যে পথে যাইতেছ, তাহাতে
যদ্যপি ইহারও কোন আপদ ঘটে, তবে শোকেতে এই
পাকা চুলে আমাকে পরলোকে পাঠাইবা।

৪৩ অধ্যায়।

১ অপর দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ থাকিলে তাহারা মিসর্-
২ হইতে যে শস্য আনিয়াছিল, সে সমস্ত ভক্ষিত হইলে
তাহাদের পিতা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা পুনর্ব্বার
৩ যাইয়া আমাদের জন্যে কিছু শস্য ক্রয় কর। তাহাতে
যিহূদা তাহাকে কহিল, সে অধ্যক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া
কহিল, তোমাদের ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না থাকিলে

তোমরা আমার মুখ দর্শন করিতে পাইবা না। অতএব ৪
যদি তুমি আমাদের সঙ্গে ভ্রাতাকে পাঠাও, তবে আমরা
তোমার জন্যে শস্য কিনিতে যাইব। কিন্তু যদি না পাঠাও, ৫
তবে আমরা যাইব না; কেননা সে অধ্যক্ষ কহিল, তো-
মাদের ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না থাকিলে তোমরা আমার
মুখ দর্শন করিতেও পাইবা না। তাহাতে ইস্রায়েল্ কহিল, ৬
তোমাদের আর এক ভ্রাতা আছে, ইহা ঐ মনুষ্যের
কাছে কহিয়া আমার প্রতি এমন কুব্যবহার কেন করিলা?
তাহারা কহিল, সে আমাদের ও আমাদের জ্ঞাতিদের ৭
বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে জিজ্ঞাসিয়া কহিল, তোমাদের পিতা
কি অদ্যাবধি জীবৎ আছেন? ও তোমাদের কি আরো
ভ্রাতা আছে? তাহাতে আমরা তদ্বাক্যানুসারে উত্তর করি-
লাম; কিন্তু তোমাদের ভ্রাতাকে এখানে আন, এমন কথা
সে কহিবে, তাহা কি প্রকারে জানিতে পারি? পরে ৮
যিহূদা আপন পিতা ইস্রায়েল্কে কহিল, তুমি ঐ যুবাকে
আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেও; এবং আমরা উঠিয়া প্রস্থান
করি; তাহাতে আমরা ও তুমি ও বালকেরা সকলেই
রক্ষা পাইব, মরিব না। আমি তাহার প্রতিভূ হইলাম, ৯
ঐ দায় আমার হস্তহইতে বুঝিয়া লইবা; আমি যদি
উহাকে আনিয়া তোমার সম্মুখে না রাখি, তবে ঐ দোষ
সর্ব্বকালে আমাতেই বর্ত্তিবে। আমাদের যদি এত বিলম্ব ১০
না হইত, তবে আমরা দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আসিতে
পরিতাম। তখন তাহাদের পিতা ইস্রায়েল্ তাহাদিগকে ১১
কহিল, যদি এমত হয়, তবে এক কর্ম্ম কর; আপনাদের
পাত্রেতে এই দেশের উত্তম ফল লও; সেই অধ্যক্ষকে
উপঢৌকন দিতে মসলা ও গন্ধরস ও বটন্ ও বাদাম ও
গুগ্গুল ও মধু কিঞ্চিৎ ২ লও। এবং আপনাদের হস্তে ১২
দ্বিগুণ টাকা লও, এবং তোমাদের ছালার মুখে যে টাকা
ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও হস্তে লইয়া যাও; কি জানি,
তাহাতে বা ভ্রান্তি হইয়াছিল। এবং আপনাদের ভ্রাতাকে ১৩

লইয়া উঠিয়া পুনর্ব্বার সেই অধ্যক্ষের নিকটে যাও।
১৪ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই অধ্যক্ষের এমত
অনুগ্রহীত করুণ, যে সেই অধ্যক্ষ আপনি তোমাদের
অন্য ভ্রাতাকে ও বিন্‌য়ামীন্‌কে ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু যদি
আমাকে পুত্রহীন হইতেই হয়, তবে পুত্রহীন হইলাম।
১৫ তখন তাহারা সেই উপঢৌকন দ্রব্য ও দ্বিগুণ টাকা
ও বিন্‌য়ামীন্‌কে সঙ্গে লইয়া উঠিয়া মিসরে গিয়া
১৬ যূষফের সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন যূষফ তাহাদের সঙ্গে
বিন্‌য়ামীন্‌কে দেখিয়া আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিল, এই
মানুষদিগকে আমার বাটীতে লইয়া যাও, এবং পশু
মারিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কর; ইহারা মধ্যাহ্নকালে আ-
১৭ মার সঙ্গে ভোজন করিবে। তাহাতে সে যূষফের আজ্ঞা-
১৮ নুসারে তাহাদিগকে যূষফের বাটীতে লইয়া গেল। কিন্তু
যূষফের গৃহে তাহাদের লইয়া যাওয়াতে তাহারা ভীত
হইয়া পরস্পর কহিল, পূর্ব্বে আমাদের ছালাতে যে
টাকা ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারি জন্যে আমাদিগকে
এখানে আনিয়াছে; এখন সেই আমাদের বিরুদ্ধে দোষ
দিয়া আক্রমণ করিয়া আমাদের গর্দ্দভও লইয়া আমাদি-
১৯ গকে ক্রীত দাসের ন্যায় করিয়া রাখিবে। তখন তাহারা
যূষফের গৃহাধ্যক্ষের কাছে গিয়া গৃহদ্বারে থাকিয়া তাহার
২০ সঙ্গে কথোপকথন করিয়া কহিল; হে মহাশয়, আমরা
২১ পূর্ব্বে শস্য কিনিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু উত্তরিবার
স্থানে গিয়া আপনাদের ছালা খুলিলে ছালার মুখে
প্রত্যেক মনুষ্যের পরিমিত টাকা পাইলাম, তাহা আমরা
২২ হস্তে করিয়া আনিয়াছি, এবং শস্য কিনিবার টাকাও
আনিয়াছি; কিন্তু সেই টাকা আমাদের ছালাতে কে
২৩ রাখিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। তাহাতে সেই গৃহা-
ধ্যক্ষ কহিল, তোমাদের মঙ্গল হউক, ভয় করিও না,
তোমাদের ঈশ্বর ও তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর তোমাদের
ছালাতে তোমাদিগকে গুপ্ত ধন দিয়াছেন; তোমাদের

টাকা আমার কাছে ছিল। পরে সে শিমিয়োন্‌কে তাহা- ২৪
দের নিকটে আনিয়া তাহাদিগকে যূষফের গৃহের ভিতরে
লইয়া পাদ প্রক্ষালনার্থে জল দিল, এবং তাহাদের
গর্দ্দভদিগকে আহার দ্রব্য দিল।

অপর মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে যূষফের আগমন কালে তা- ২৫
হারা উপঢৌকন সাজাইল, কেননা এখানে আমাদিগকে
ভোজন করিতে হইবে, এই কথা তাহারা শুনিয়াছিল।
পরে যূষফ্ গৃহে আইলে তাহারা হস্তস্থিত উপঢৌকন ২৬
সেই গৃহে রাখিয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।
তখন যূষফ্ তাহাদের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, ২৭
তোমাদের যে বৃদ্ধ পিতার কথা কহিয়াছিলা, সে কি
ভাল আছে? সে কি অদ্যাপি জীবৎ আছে? তাহারা ২৮
কহিল, তোমার দাস আমাদের পিতা অদ্যাপি জীবৎ
থাকিয়া ভাল আছে; পরে তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম
করিল। তখন যূষফ্ চাহিয়া আপন সহোদর বিন্‌য়ামী- ২৯
ন্‌কে দেখিয়া কহিল, তোমাদের যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা
কহিয়াছিলা, সে কি এই? অপর সে কহিল, হে বৎস,
ঈশ্বর তোমাকে অনুগ্রহ করুণ। তখন যূষফের অন্তঃকরণে ৩০
স্নেহ উপস্থিত হওয়াতে সে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিবার
স্থান অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র আপনার কুঠরীতে প্রবেশ
করিয়া সে স্থানে রোদন করিল। পরে সে মুখ প্রক্ষালন ৩১
করিয়া বাহিরে আসিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভক্ষ্য পরি-
বেষণ করিতে আজ্ঞা করিল। তাহাতে ভৃত্যগণ যূষফের ৩২
জন্যে ও তাহার ভ্রাতৃগণের জন্যে এবং তাহার গৃহের
ভোক্তা মিস্রিদের জন্যে পৃথক২ পরিবেষণ করিল, কেননা
ইব্রিদের সহিত ভোজন করা মিস্রিদের ব্যবহার ছিল না,
ও তাহা মিস্রিদের ঘৃণিত ছিল। পরে যূষফ্ আপনার ৩৩
সম্মুখে তাহাদের জ্যেষ্ঠকে জ্যেষ্ঠাধিকারানুসারে ও কনি-
ষ্ঠকে কনিষ্ঠাধিকারানুসারে বসাইল; তাহাতে তাহারা
পরস্পর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। এবং সে আপনার সম্মুখস্থ ৩৪

ভক্ষ্যহইতে তুলিয়া তাহাদিগকে দিল, কিন্তু অন্য সকলের
ভাগহইতে বিন্‌য়ামীনের ভাগ পঞ্চগুণ অধিক ছিল।
তখন তাহারা পান করিয়া তাহার সহিত আনন্দ করিল।

৪৪ অধ্যায়।

১ অনন্তর যূষফ্ আপন গৃহাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিল, এই
লোকদের ছালাতে যত শস্য ধরে, তাহা পরিপূর্ণ করিয়া
দেও, এবং প্রতি জনের টাকা তাহাদের ছালার মুখে
২ রাখ। বিশেষতঃ কনিষ্ঠের ছালাতে তাহার শস্য ক্রয়ের
টাকার সহিত আমার বাটী অর্থাৎ রূপার বাটী রাখ;
৩ তাহাতে সে যূষফের উক্ত আজ্ঞানুসারে করিল। অপর
প্রভাত হইবামাত্র তাহারা গর্দ্দভের সহিত বিদায় পাইল।
৪ কিন্তু নগরহইতে বিস্তর দূরে না যাইতে যূষফ্ আপন
গৃহাধ্যক্ষকে কহিল, তুমি উঠিয়া ঐ মনুষ্যদের পশ্চাৎ
দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া বল, তোমরা উপকা-
৫ রের পরিবর্ত্তে কেন অপকার করিলা? আমার প্রভু যা-
হাতে পান করেন ও যাহার দ্বারা গণনা করেন, সেই বাটী
কি এই নয়? এই কর্ম্ম করাতে তোমরা দোষী হইলা।
৬ পরে সে তাহাদিগকে ধরিয়া ঐরূপ বাক্য কহিলে
৭ তাহারা উত্তর করিল, আমার প্রভু কেন এমন কথা বলে?
৮ তোমার দাসদের এমত কর্ম্ম করা দূরে থাকুক। দেখ,
আপন২ ছালার মুখে আর বার যে টাকা পাইয়াছি-
লাম, তাহা কিনান্‌দেশহইতে পুনর্ব্বার তোমার নিকটে
আনিয়াছিলাম; তবে কিরূপে আপন প্রভুর গৃহহইতে
৯ স্বর্ণ কিম্বা রূপা চুরি করিব? ও তোমার দাসদের মধ্যে
যাহার নিকটে তাহা পাওয়া যায়, সে মরুক, এবং
১০ আমরাও প্রভুর ক্রীত দাস হইব। তাহাতে সে কহিল,
ভাল, তোমাদের কথানুসারেই হউক; যাহার কাছে তাহা
পাওয়া যাইবে, সে আমার দাস হইবে, কিন্তু অন্যেরা
১১ নির্দ্দোষ হইবে। তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে আপন২
ছালা নামাইলে প্রত্যেক জন আপন ছালা খুলিতে

লাগিল। তাহাতে সে গৃহাধ্যক্ষ জ্যেষ্ঠাবধি আরম্ভ ১২
করিয়া কনিষ্ঠ পর্যন্ত সমাপ্তি করিয়া ছালা খুলিলে
বিন্‌য়ামীনের ছালাতে সেই বাটী পাওয়া গেল। অতএব ১৩
তাহারা প্রত্যেক জন আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া আপন গর্দ্দভে
ছালা চাপাইয়া পুনর্ব্বার নগরে আইল।

অপর যিহূদা ও তাহার ভ্রাতৃগণ যূষফের গৃহে পুন- ১৪
র্ব্বার আইল; এবং যূষফ্ তদবধি তথায় থাকিলে তা-
হারা তাহার অগ্রে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইল। তখন যূষফ ১৫
তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এ কেমন কার্য্য করিলা?
এমন পুরুষ যে আমি, আমি অবশ্য গণনা করিতে পারি,
ইহা কি তোমরা জান না? তাহাতে যিহূদা কহিল, আমরা ১৬
প্রভুর নিকটে কি উত্তর দিব? ও কি কথা কহিব? ও
কি রূপেই বা আপনাদিগকে নির্দ্দোষ করিব? ঈশ্বর
তোমার দাসদের দুষ্টতা প্রকাশ করিয়াছেন; দেখ,
আমরা ও যাহার কাছে বাটী পাওয়া গিয়াছে, সকলেই
প্রভুর দাস হইলাম। তাহাতে যূষফ্ কহিল, এমন কর্ম্ম ১৭
আমাহইতে না হউক; যাহার কাছে বাটী পাওয়া গি-
য়াছে, সেই আমার দাস হইবে, কিন্তু তোমরা কুশলে
পিতার নিকটে যাও।

তাহাতে যিহূদা নিকটে গিয়া করিল, হে প্রভো, আ- ১৮
পনি ফিরৌণের তুল্য; এই দাসদের প্রতি যদি ক্রোধ
প্রজ্বলিত না হয়, তবে প্রভুর কর্ণগোচরে কিছু নিবেদন
করি। তোমাদের পিতা বা ভ্রাতা আছে? ইহা প্রভু এই ১৯
দাসদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তাহাতে আমরা
প্রভুকে উত্তর করিয়াছিলাম, আমাদের পিতা আছে, সে
বৃদ্ধ; এবং তাহার বৃদ্ধাবস্থার এক কনিষ্ঠ পুত্র আছে, ২০
তাহার ভ্রাতা মরিয়াছে, সেই মাত্র তাহার মাতার পুত্র
আছে, এই জন্যে পিতা তাহাকে স্নেহ করেন। পরে ২১
আপনি এই দাসদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা তাহাকে
আমার কাছে আন, আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব।

তখন আমরা প্রভুকে কহিয়াছিলাম, সে যুবা পিতাকে
ত্যাগ করিতে পারিবে না, কেননা সে পিতাকে ছাড়িয়া
২৩ আইলে পিতা মরিবে। তাহাতে তুমি এই দাসদিগকে
কহিয়াছিলা, তোমাদের সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতা না আইলে
২৪ তোমরা আর আমার মুখ দর্শন পাইবা না। পরে
তোমার এই দাসগণ পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া
২৫ তাহাকে প্রভুর এই সকল কথা কহিলে পিতা আমাদিগকে
কহিল, তোমরা পুনর্ব্বার গিয়া আমাদের জন্যে কিছু
শস্য ক্রয় কর। তাহাতে আমরা কহিলাম, যাইতে পারিব
২৬ না; যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে থাকে, তবে যাই;
কেননা কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে না থাকিলে আমরা সেই অধ্য-
২৭ ক্ষের মুখ দর্শনও পাইতে পারি না। তাহাতে তোমার
দাস আমার পিতা কহিল, আমার সেই ভার্য্যাহইতে
২৮ দুই পুত্র মাত্র হয়, তাহা তোমরা জ্ঞান। তাহার এক জন
গেলে আমি কহিলাম, সে খণ্ড ২ হইয়া ছিন্ন হইয়াছে,
এবং তদবধি আমি তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম
২৯ না। এখন আমার নিকটহইতে ইহাকে লইয়া গেলে যদি
ইহাকেও কোন বিপদ ঘটে, তবে তোমরা শোকেতে এই
৩০ পাকা চুলে আমাকে পরলোকে পাঠাইবা। অতএব
তোমার দাস যে আমার পিতা, তাহার কাছে আমরা
উপস্থিত হইলে আমাদের সঙ্গে যদি এই যুবা না থাকে,
তবে সে এই যুবাকে না দেখিলে তৎক্ষণাৎ মরিবে;
কেননা তাহার প্রাণ এই যুবার প্রাণেতে বাঁধা আছে।
৩১ তাহাতে তোমার দাসেরা শোকেতে পাকা চুলে তোমার
দাস আমাদের সেই পিতাকে পরলোকে পাঠাইবে।
৩২ কেননা তোমার দাস আমি আপন পিতার নিকটে এই
যুবার প্রতিভূ হইয়া কহিয়াছি, আমি যদি তাহাকে
তোমার নিকটে না আনি, তবে পিতার সাক্ষাতে সদা-
৩৩ কাল দোষী থাকিব। অতএব নিবেদন করি, এই যুবার
পরিবর্ত্তে প্রভুর নিকটে আমি দাস হইয়া থাকি, কিন্তু

এই যুবাকে ভ্রাতাদের সহিত বিদায় কর। কেননা এই ৩৪
যুবা আমার সহিত না গেলে আমি কি প্রকারে পিতার
নিকটে যাইতে পারি? এবং যে আপদ পিতাকে ঘটিবে,
তাহা কি প্রকারে দেখিতে পারি?

৪৫ অধ্যায়।

পরে যূষফ্ নিকটস্থ লোকদের সাক্ষাতে অধৈর্য্য হইয়া ১
কহিল, আমার সম্মুখহইতে প্রত্যেক মনুষ্যকে বাহির
কর। তাহাতে অন্য কেহ না থাকিলে যূষফ্ ভ্রাতাদের
সাক্ষাতে আপন পরিচয় দিতে লাগিল। তাহাতে উচ্চৈঃ- ২
স্বরে এমত রোদন করিল, যে মিস্রিরা ও ফিরৌণের
গৃহস্থিত লোকেরা তাহা শুনিতে পাইল। যূষফ্ আপন ৩
ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমি যূষফ্, আমার পিতা কি
অদ্যাপি জীবৎ আছে? কিন্তু তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার
সাক্ষাতে উদ্বিগ্ন হওন প্রযুক্ত উত্তর করিতে পারিল না।
পরে যূষফ্ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, বিনয় করি, আমার ৪
নিকটে আইস; তাহাতে তাহারা নিকটে গেল; তখন
যূষফ্ কহিল, তোমরা যাহাকে মিসর্গামিদের কাছে
বিক্রয় করিয়াছিলা, তোমাদের সেই যূষফ্ ভ্রাতা আমি।
কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয় করাতে এখন ৫
খেদান্বিত ও আপনাদের প্রতি বিরক্ত হইও না; কেননা
প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়া-
ছেন। দেখ, দেশে দুই বৎসর মাত্র দুর্ভিক্ষ হইল; ৬
আরো পঞ্চ বৎসর এরূপ হইবে; তাহাতে চাস করণ
ও শস্য কাটন হইবে না। ঈশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের ৭
বংশ রক্ষা করিতে ও মহোপকারদ্বারা তোমাদিগকে
প্রাণে বাঁচাইতে তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়া-
ছেন। তোমরা আমাকে পাঠাইয়াছ তাহা নয়, ঈশ্বর ৮
পাঠাইয়াছেন, এবং আমাকে ফিরৌণের পিতা ও তাহার
বাটীর প্রভু ও সমস্ত দেশের অধ্যক্ষ করিয়াছেন। অত- ৯
এব তোমরা পিতার নিকটে শীঘ্র যাইয়া তাঁহাকে কহ,

তোমার পুত্র যূষফ্ এই রূপ কহিল, ঈশ্বর আমাকে সমস্ত
মিসর্দেশের প্রভু করিয়াছেন; তুমি আমার নিকটে
১০ আইস, বিলম্ব করিও না। তুমি পুত্র পৌত্রাদি ও পশ্বাদি
সর্ব্বস্বের সহিত আসিয়া আমার নিকটস্থ হওনার্থে গোশন্
১১ প্রদেশে বাস করিবা। তাহাতে আমি তোমাকে সে স্থানে
প্রতিপালন করিব, নতুবা যে পাঁচ বৎসর দুর্ভিক্ষ থাকিবে,
তাহাতে তোমার সপরিবারে ও তোমার সকলের দরি-
১২ দ্রতা হইবে। দেখ, এই কথা আমি আপন মুখে কহিলাম,
তাহা তোমরা ও বিন্য়ামীন্ ভ্রাতা আপন চক্ষুতে দেখিলা।
১৩ অতএব তোমরা এই মিসর্ দেশে আমার ঐশ্বর্য্য ও যাহা
দেখিলা, সে সকল আমার পিতাকে কহিয়া তাঁহাকে
১৪ শীঘ্র করিয়া এই স্থানে আনিবা। পরে যূষফ আপন
ভ্রাতা বিন্য়ামীনের গলে ধরিয়া রোদন করিল, এবং
১৫ বিন্য়ামীন্ তাহার গলে ধরিয়া রোদন করিল। এবং
যূষফ্ অন্য ভ্রাতাদিগকেও চুম্বন করিয়া তাহাদের গলে
ধরিয়া রোদন করিল; তখন তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার
সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

১৬ অপর যূষফের ভ্রাতৃগণ আসিয়াছে, এই রব ফিরৌ-
ণের বাটীতে ব্যাপ্ত হইলে ফিরৌণ্ ও তাহার ভৃত্যগণ
১৭ সকলে তুষ্ট হইল। এবং ফিরৌণ যূষফ্কে কহিল,
তুমি আপন ভ্রাতাদিগকে কহ, তোমরা এই কর্ম্ম কর।
১৮ আপনাদের পশুগণে ছালা মিটাইয়া কিনান্দেশে গিয়া
আপনাদের পিতার সহিত সকল পরিবার আমার
নিকটে লইয়া আইস; আমি তোমাদিগকে মিসর্দেশের
উত্তম স্থান দিয়া দেশের উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইব।
১৯ এখন আমার আজ্ঞানুসারে এই কর্ম্ম কর, তোমরা মিসর্-
হইতে শকট লইয়া গিয়া আপনাদের বালকদিগকে ও
স্ত্রীলোকদিগকে ও আপনাদের পিতাকে লইয়া আইস।
২০ তাহাতে আপনাদের দ্রব্যাদির বিষয়ে ভাবিত হইও না,
সমুদয় মিসর্দেশের উত্তম ২ দ্রব্য তোমাদের আছে।

তাহাতে ইস্রায়েলের পুত্রগণ তদনুসারে করিল, এবং ২১
যূষফ্ ফিরৌণের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে শকট ও
পাথেয় এবং প্রত্যেক জনকে পরিধেয় দুই ২ যোড়া ২২
বস্ত্র দিল, কিন্তু বিন্‌য়ামীন্‌কে তিন শত রৌপ্যমুদ্রা ও
পাঁচ যোড়া বস্ত্র দিল। এবং পিতার জন্যে মিসরের ২৩
উত্তম ২ দ্রব্যেতে ভারাক্রান্ত দশ গর্দ্দভকে, এবং পিতার পা-
থেয়ের জন্যে শস্য ও রুটী ও অন্য ২ ভক্ষ্যদ্রব্যেতে ভারা-
ক্রান্ত দশ গর্দ্দভীকে পাঠাইল। এই রূপে যূষফ্ আপন ভ্রা- ২৪
তাদিগকে বিদায় করিলে তাহারা প্রস্থান করিল, এবং
তাহাদিগকে কহিল, সাবধান, পথে বিবাদ করিও না।

এই রূপে তাহারা মিসর্‌হইতে প্রস্থান করিয়া কিনান্- ২৫
দেশে আপন পিতা যাকূবের নিকটে উপস্থিত হইল।
এবং তাহারা তাহাকে কহিল, যূষফ্ অদ্যাবধি জীবৎ ২৬
আছে, সে সমস্ত মিসর্‌দেশের অধ্যক্ষ হইয়াছে; এই
কথাতে যাকূবের হৃদয় জড়ীভূত হইল, কারণ সে তাহাদের
কথাতে বিশ্বাস করিল না। তখন যে কথা যূষফ্‌তাহাদিগকে ২৭
কহিয়াছিল, সে সকল তাহারা তাহাকে কহিল; তাহাতে
সে যখন যূষফের প্রেরিত বহনার্থক সকল শকট দেখিল,
তখন তাহাদের পিতা যাকূবের মন প্রফুল্ল হইল। তাহাতে ২৮
ইস্রায়েল্ কহিল, আমার পুত্র যূষফ্ অদ্যাবধি জীবিত
আছে, এই যথেষ্ট; আমি গিয়া মরণের পূর্ব্বে তাহাকে
দেখিব।

৪৬ অধ্যায়।

অনন্তর ইস্রায়েল্ আপন সর্ব্বস্ব লইয়া যাত্রা করণ ১
পূর্ব্বক বের্শেবাতে উত্তরিয়া তথায় আপন পিতা ইস্‌হাকের
ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি প্রদান করিল। তাহাতে ঈশ্বর ২
রাত্রিতে ইস্রায়েল্‌কে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে যাকুব্ ২;
তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি এই উপস্থিত আছি।
তখন তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বর, তোমার পিতার ঈশ্বর, ৩
তুমি মিসরে যাইতে ভয় করিও না; আমি সেই স্থানে

৪ তোমাকে এক বৃহৎ জাতি করিব। আমিও তোমার সঙ্গে ২
মিসরে যাইব, পরে তথাহইতে তোমাকে অবশ্য ফিরা-
ইয়া আনিব, এবং যুষফ্ আপন হস্তে তোমার চক্ষু নিমী-
লন করিবে।
৫ পরে যাকুব্ বের্শেবাহইতে যাত্রা করিলে ইস্রায়েলের
বহনার্থে ফিরৌণের প্রেরিত শকটে তাহাদের পুত্রগণ
আপনাদের পিতা যাকুব্কে ও বালকগণকে ও স্ত্রীগণকে
৬ লইয়া গেল। পরে তাহারা আপনাদের পশুগণ ও কিনান্-
দেশে উপার্জ্জিত সকল সম্পত্তি লইয়া যাকুবের সহিত
৭ সবংশে মিসর্দেশে উত্তরিল। এই রূপে যাকুব্ পুত্র
কন্যাগণকে ও পৌত্র পৌত্রীদিগকে এবং সমস্ত পরিবা-
রকে মিসর্দেশে লইয়া গেল।
৮ মিসরে আগত ইস্রায়েল্ বংশের অর্থাৎ যাকুব্ ও
তাহার সন্তানদের নাম। যাকুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেন্।
৯ রূবেনের পুত্র হনোক্ ও পল্লূ ও হিষ্রোণ্ ও কর্ম্মি।
১০ শিমিয়োনের পুত্র যিমুয়েল্ ও যামীন্ ও ওহদ্ ও
যাখীন্ ও সোহর্ ও তাহার কিনানীয় স্ত্রীজাত পুত্র
শৌল।
১১ এবং লেবির পুত্র গের্শোন্ ও কিহাৎ ও মিরারি।
১২ এবং যিহূদার পুত্র এর্ ও ওনন্ ও শেলা ও পেরস্
এ সেরহ। কিন্তু এর্ ও ওনন্ কিনান্দেশে মরিয়াছিল।
এবং পেরসের পুত্র হিষ্রোণ্ ও হামুল্।
১৩ এবং ইষাখরের পুত্র তোলয় ও পূয় ও যোব্ ও
শিম্রোণ্।
১৪ এবং সিবূলূনের পুত্র সেরদ্ ও এলোন্ ও যহলেল্।
১৫ এবং দীণা কন্যাও পদ্দন্-অরামে যাকুব্হইতে জাত
লেয়ার বংশ। ইহারা পুত্র কন্যাতে তেত্রিশ জন ছিল।
১৬ এবং গাদের পুত্র সিফোন্ ও হগি ও শূনী ও ইয়্-
বোন্ ও এরি ও অরোদী ও অরেলী।
১৭ এবং আশেরের পুত্র যিম্না ও যিশ্বা ও যিশ্বি ও

বিরিয় ও তাহাদের ভগিনী সেরহ। এবং বিরিয়ের পুত্র
হেবর্ ও মল্কীয়েল্। লাবন্ আপন কন্যা লেয়াকে যে ১৮
সিল্পা নাম্নী দাসীকে দিয়াছিল, তাহারি গর্ব্ভে যাকূব্-
হইতে জাত এই ষোল প্রাণী।

এবং যাকূবের ভার্য্যা রাহেলের পুত্র যূষফ্ ও বিন্য়া- ১৯
মীন্। এবং মিসর্দেশে ওন্ নগরের পোটীফেরঃ যাজ- ২০
কের আসিনৎ নাম্নী কন্যার গর্ব্ভে যূষফের ঔরসজাত
মিনশি ও ইফ্রয়িম্।

এবং বিন্য়ামীনের পুত্র বেলা ও বেখর্ ও অস্বেল্ ২১
ও গেরা ও নামন্ ও এহী ও রোশ্ ও মুপ্পীম ও হুপ্পীম্
ও অর্দ। এই চৌদ্দ জন যাকূবের ঔরসজাত রাহেলের ২২
বংশ।

এবং দানের পুত্র হূশীম্। ২৩

এবং নপ্তালির পুত্র যহসিয়েল্ ও গূনি ও যেৎসর্ ও ২৪
শিল্লেম্। লাবন্ আপন কন্যা রাহেল্কে যে বিল্হা ২৫
নাম্নী দাসীকে দিয়াছিল, তাহারি গর্ব্ভে যাকূবের ঔরস-
জাত এই সপ্ত জন।

পুত্রবধূ ব্যতিরেকে যাকূবের ঔরসজাত সন্তান ছেষট্টি ২৬
জন তাহার সহিত মিসর্দেশে গমন করিল। তদ্ভিন্ন যূষ- ২৭
ফের মিসরে জাত দুই পুত্রের সহিত মিসরে গত যাকূ-
বের পরিজন সর্ব্বশুদ্ধ সত্তরি জন ছিল।

পরে যাকূব্ গোশন্ প্রদেশে যূষফের সহিত সাক্ষাৎ ২৮
করণার্থে তাহার নিকটে আপন অগ্রে যিহূদাকে পাঠা-
ইল; তাহাতে তাহারা গোশন্ প্রদেশে উত্তরিলে যূষফ্ ২৯
আপন রথ সাজাইয়া গোশন্ প্রদেশে আপন পিতা
ইস্রায়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল; পরে তাহার
নিকটে উপস্থিত হইলে তাহার পিতা তাহার গলা ধরিয়া
অনেক ক্ষণ রোদন করিল। তখন ইস্রায়েল্ যূষফ্কে ৩০
কহিল, তুমি অদ্যাবধি জীবৎ আছ, আমি তোমার মুখ
দেখিলাম, এখন স্বচ্ছন্দে মরিব। পরে যূষফ্ আপন ৩১

ভ্রাতাদিগকে ও পিতার পরিবারকে কহিল, আমি গিয়া
ফিরৌণ্‌কে সমাচার দিয়া কহিব, কিনান্‌দেশহইতে আ-
মার ভ্রাতৃগণ ও পিতার সমস্ত পরিবার আমার নিকটে
৩২ আসিয়াছে। তাহারা পশুপালক ও পশুব্যবসায়ী, এ
কারণ তাহারা আপনাদের গোমেষাদিপাল প্রভৃতি
৩৩ সর্ব্বস্ব আনিয়াছে। তাহাতে ফিরৌণ্‌ তোমাদিগকে ডা-
৩৪ কিয়া, তোমাদের কি ব্যবসায়? এ কথা যদি জিজ্ঞাসা
করে, তবে তোমার এই দাসগণ যৌবনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত
পূরুষানুক্রমে পশুব্যবসায়ী, এই কথা কহিও; তাহাতে
তোমরা গোশন্‌ প্রদেশে বাস করিতে পাইবা; কেননা
সর্ব্ব পশুপালক মিস্রীয়দের কাছে ঘৃণাস্পদ আছে।

৪৭ অধ্যায়।

১ পরে যূষফ্‌ গিয়া ফিরৌণ্‌কে সমাচার দিয়া কহিল,
আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ কিনান্‌দেশহইতে আপন
গোমেষাদির পাল প্রভৃতি সর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়াছে; এখন
২ তাহারা গোশন্‌প্রদেশে আছে। এবং যূষফ্‌ আপন পাঁচ
ভ্রাতাকে লইয়া ফিরৌণের সহিত সাক্ষাৎ করাইলে ফি-
৩ রৌণ্‌ যূষফের ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের
ব্যবসায় কি? তাহারা ফিরৌণ্‌কে কহিল, তোমার এই দাস-
৪ গণ পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে পশুপালক। তাহারা ফিরৌণ্‌কে
আরো কহিল, আমরা এই দেশে প্রবাস করিতে আসি-
য়াছি, কেননা কিনান্‌দেশে অতি ভারী দুর্ভিক্ষ হইয়াছে,
তাহাতে তোমার এই দাসদের পশুপালের চরাণী হয়
না; অতএব নিবেদন করি, তোমার দাসদিগকে গোশন্‌
৫ প্রদেশে বাস করিতে দেও। তাহাতে ফিরৌণ্‌ যূষফ্‌কে
আজ্ঞা করিল, তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ তোমার কাছে
৬ আইল। এবং মিসর্‌দেশ তোমার সম্মুখে আছে; দেশের
উত্তম স্থানে আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণকে বাস করাও;
তাহাদিগকে গোশন্‌ প্রদেশে বাসস্থান দেও, এবং তাহা-
দের মধ্যে যাহাকে ২ কর্ম্মযোগ্য বোধ হয়, তাহাদিগকে

আমার পশুপালের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত কর। পরে ৭
যূষফ্ আপন পিতা যাকূব্‌কে আনাইয়া ফিরৌণের সহিত
সাক্ষাৎ করাইল; তাহাতে যাকূব্ ফিরৌণ্‌কে আশীর্ব্বাদ
করিল। তখন ফিরৌণ্ যাকূব্‌কে জিজ্ঞাসিল, তোমার ৮
বয়স কত বৎসর হইয়াছে? যাকূব্ ফিরৌণ্‌কে কহিল, ৯
আমার প্রবাস কালের এক শত ত্রিশ বৎসর হইয়াছে;
আমার আয়ু অল্প ও ক্লেশজনক, আমার পূর্ব্বপুরুষদের
প্রবাস কালের আয়ুর তুল্য নয়। পরে যাকূব্ ফিরৌণ্‌কে ১০
আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার সাক্ষাৎহইতে বিদায় হইল।
তখন যূষফ্ ফিরৌণের আজ্ঞানুসারে মিসর্‌দেশের মধ্যে ১১
রামিষেষ্ নামে উত্তম স্থানে অধিকার দিয়া আপন পি-
তাকে ও ভ্রাতৃগণকে স্থাপন করিল। এবং যূষফ্ আপন ১২
পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে ও পিতৃপরিবারগণকে পরিবারা-
নুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া প্রতিপালন করিল।

পরে সর্ব্বদেশে অতি ভারী দুর্ভিক্ষ হওয়াতে খাদ্য ১৩
বস্তুর এমত অভাব হইল, যে মিসর্‌দেশীয় ও কিনানীয়
লোকেরা মূর্চ্ছাগত প্রায় হইতে লাগিল। অপর লোকেরা ১৪
যূষফের নিকটে যে শস্য ক্রয় করিল, তাহার মূল্যার্থে
যূষফ্ মিসর্‌দেশ ও কিনান্‌দেশের তাবৎ রৌপ্য সংগ্রহ
করিয়া ফিরৌণের গৃহে আনিল। এই রূপে মিসর্‌দেশে ১৫
ও কিনান্‌দেশে রূপার অভাব হইলে মিস্রীয় লোকেরা
যূষফের নিকটে আসিয়া কহিল, আমাদিগকে খাদ্য দ্রব্য
দেও; আমাদের রূপার শেষ হওয়াতে আমরা কি তো-
মার সম্মুখে মরিব? তাহাতে যূষফ্ কহিল, যদি তোমাদের ১৬
রূপার শেষ হইয়া থাকে, তবে পশু দেও, পশুর পরিবর্ত্তে
তোমাদিগকে শস্য দিব। তখন তাহারা যূষফের কাছে ১৭
আপন ২ পশু আনিলে যূষফ্ অশ্ব ও মেষপাল ও গো-
পাল ও গর্দ্দভাদি পরিবর্ত্ত লইয়া তাহাদিগকে শস্য দিতে
লাগিল; এই রূপে যূষফ্ তাহাদের পশু লইয়া সেই বৎ-
সর তাহাদিগকে খাদ্য দিল। এবং বৎসর সম্পূর্ণ হইলে ১৮

দ্বিতীয় বৎসরে তাহারা যূষফের নিকটে আসিয়া কহিল,
আমাদের তাবৎ রৌপ্য ব্যয় হইয়াছে, তাহা প্রভুহইতে
গোপন করিব না; এবং আমাদের যে সকল পশুপাল
ছিল, তাহা প্রভুরই হইয়াছে; এবং আমাদের শরীর
ও ভূমি ব্যতিরেক প্রভুর সাক্ষাতে আর কিছুই নাই।
১৯ অতএব আমরা ও আমাদের ভূমি এই উভয় তোমার
গোচরে কেন বিনষ্ট হইবে? আমরা যেন না মরিয়া
জীবৎ থাকি, ও আমাদের ভূমিও যেন পতিত না হয়,
এই জন্যে বীজ দেও, এবং খাদ্য শস্য দিয়া আমাদিগকে
ও আমাদের ভূমি সকলকে ক্রয় করিয়া লও; তাহাতে
আমরা আপন ২ ভূমির সহিত ফিরৌণের অধীন হইব।
২০ অনন্তর দুর্ভিক্ষ তাহাদের অতি অসহ্য হইলে মিস্রিরা
প্রত্যেকে ভূমি বিক্রয় করিল। তাহাতে যূষফ্ ফিরৌণের
নিমিত্তে মিসর্দেশীয় তাবৎ ভূমি ক্রয় করিল; এই রূপে
২১ সকল ভূমিতে ফিরৌণের অধিকার হইল। তাহাতে মিস-
রের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত নগরে ২ লোক-
২২ দিগকে স্থানান্তর করিল। কেবল যাজকদের ভূমি বিক্রয়
করিল না, কারণ ফিরৌণ্ তাহাদিগকে তাহা বৃত্তি দিয়া-
ছিল, অতএব তাহাদের ভূমি বিক্রীত না হইলে ফিরৌ-
ণের দত্ত যে বৃত্তি তাহা তাহাদেরই ভোগে থাকিল।
২৩ পরে যূষফ্ প্রজাগণকে কহিল, দেখ, আমি ফিরৌণের
নিমিত্তে তোমাদিগকে ও তোমাদের ভূমি সকল ক্রয় করি-
২৪ লাম। এখন এই বীজ লইয়া ভূমিতে বপন কর; তা-
হাতে যাহা ২ উৎপন্ন হইবে, তাহার পঞ্চমাংশ ফিরৌ-
ণকে দিও, আর চারি অংশ ভূমির বীজ ও আপন ও
২৫ পরিজন ও বালকগণের খাদ্যের নিমিত্তে রাখিও। তা-
হাতে তাহারা কহিল, আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা
করিলেন; আপনকার কৃপাদৃষ্টি হইলে আমরা ফিরৌ-
২৬ ণের দাস হইব। এবং যাজকদের যে ভূমিতে ফিরৌণের
অধিকার হইল না, তদ্ভিন্ন তাবৎ ভূমির পঞ্চমাংশ

ফিরৌণ্ পাইবে, যূষফের স্থাপিত এই ব্যবস্থা সমস্ত
মিসর্দেশে অদ্যাবধি চলিতেছে।
অপর ইস্রায়েল্ মিসরের গোশন্ প্রদেশে বাস করিল, ২৭
এবং তথায় অধিকার পাইয়া ক্রমে ২ বর্দ্ধিষ্ণু ও অতি
বৃহদ্গোষ্ঠী হইল। ঐ যাকূব্ মিসর্দেশে সতের বৎসর ২৮
কালয়াপন করিলে তাহার বয়স সম্পূর্ণ এক শত সাত-
চল্লিশ বৎসর হইল। অতএব ইস্রায়েল্ আপন মরণ- ২৯
দিন নিকটস্থ জানিয়া আপন পুত্র যূষফ্কে ডাকাইয়া
কহিল, আমি যদি তোমার সাক্ষাতে অনুগৃহীত হইলাম,
তবে বিনয় করি, মিসর্দেশে আমার কবর না দিয়া
আমার পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে আমাকে কবর দিতে এই ৩০
মিসর্ হইতে লইয়া গিয়া তাহাদের কবরস্থানে শয়ন করা-
ইবা; আমার জঙ্ঘাতে হস্ত দিয়া আমার প্রতি এই অনু-
গ্রহ ও সত্য রূপে ব্যবহার করিবা; তাহাতে যূষফ্ কহিল,
তোমার আজ্ঞানুসারেই করিব। তথাপি যাকূব্ যূষফ্কে ৩১
দিব্য করিতে কহিলে যূষফ্ তাহার নিকটে দিব্য করিল;
তখন ইস্রায়েল্ শয্যার শিয়রের দিগে প্রণাম করিল।

৪৮ অধ্যায়।

ঐ সকল ঘটনা হইলে পর, দেখ, তোমার পিতা পী- ১
ড়িত আছে, এই সম্বাদ যূষফ্কে কহিলে সে আপনার
দুই পুত্র মিনশি ও ইফ্রয়িম্কে সঙ্গে লইয়া গেল। তখন ২
কেহ যাকূব্কে কহিল, দেখ, তোমার পুত্র যূষফ্ আইল;
তাহাতে ইস্রায়েল্ আপনাকে সবল করিয়া শয্যায় উঠিয়া ৩
বসিল, এবং যূষফ্কে কহিল, কিনান্দেশের লূস্ নগরে
সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়া এই আশীর্ব্বাদ
করিয়া কহিলেন, দেখ, আমি তোমাকে ফলবন্ত ও বহু- ৪
গোষ্ঠীক করিব ও তোমাহইতে লোকসমূহ উৎপন্ন করিব,
এবং তোমার ভাবিবংশকে চিরস্থায়ি অধিকারার্থে এই
দেশ দিব। অতএব মিসরে আমার আগমনের পূর্ব্বে ৫
মিসর্দেশে ইফ্রয়িম্ ও মিনশি নামে তোমার যে দুই পুত্র

জন্মিয়াছে, তাহারা আমার হইবে, ও রুবেন্ ও শিমিয়ো-
৬ নের ন্যায় আমারি হইবে। কিন্তু ইহাদের পরে তোমার
যে২ সন্তান জন্মে, তাহারা তোমার হইবে, এবং জ্যেষ্ঠ
ভ্রাতাদের নামে আপন২ অধিকারে বিখ্যাত হইবে।
৭ কেননা পদ্দন্-অরামহইতে আগমন সময়ে আমি কিনান-
দেশের ইফ্রাথাহইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিতে রাহেল্
পথেই আমার নিকটে মরিল; তাহাতে আমি ইফ্রাথার
অর্থাৎ বৈৎলেহমের পথের পার্শ্বে তাহার কবর দিলাম।
৮ পরে ইস্রায়েল্ যূষফের পুত্রদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল,
ইহারা কে? তাহাতে যূষফ্ পিতাকে কহিল, ঈশ্বর এই
৯ দেশে আমাকে এই দুই পুত্র দিয়াছেন। তখন ইস্রায়েল্
কহিল, আমি বিনয় করি, ইহাদিগকে আমার কাছে আন,
১০ আমি ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত
ইস্রায়েল্ ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না,
অতএব যূষফ্ তাহার নিকটে তাহাদিগকে আনিলে সে
১১ তাহাদিগকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিল। এবং ইস্রায়েল্
যূষফ্কে কহিল, আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমার মুখ আর
দেখিতে পাইব না, কিন্তু দেখ, ঈশ্বর তোমার বংশকেও
১২ আমাকে দেখাইলেন। তখন যূষফ্ জানুদ্বয়ের মধ্যহইতে
১৩ তাহাদিগকে লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরে
যূষফ্ দুই জনকে পিতার নিকটে লইয়া আপন দক্ষিণ
হস্ত দ্বারা ইস্রায়েলের বামদিগে ইফ্রয়িম্কে, ও বাম হস্ত
দ্বারা ইস্রায়েলের দক্ষিণদিগে মিনশিকে ধরিয়া উপ-
১৪ স্থিত করিল। তাহাতে ইস্রায়েল্ বিবেচনা পূর্ব্বক দক্ষিণ
হস্ত বাড়াইয়া কনিষ্ঠ ইফ্রয়িমের মস্তকোপরি দিল, এবং
জ্যেষ্ঠ মিনশির মস্তকোপরি বাম হস্ত দিল।
১৫ পরে সে যূষফ্কে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, আমার
পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক যাঁহার পথাবলম্বী, ও
যে ঈশ্বর অদ্যাবধি আমাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন
১৬ করিয়াছেন, এবং যে দূত সকল আপদহইতে আমাকে

রক্ষা করিয়াছেন, তিনি এই বালকদিগকে আশীর্ব্বাদ
করুণ। ইহাদের দ্বারা আমার ও আমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রা-
হীমের ও ইস্‌হাকের নাম থাকুক, এবং ইহারা দেশেতে
বহুগোষ্ঠীক হউক। তখন ইফ্রয়িমের মস্তকে পিতার দক্ষিণ ১৭
হস্ত দেখিয়া যূষফ্ অসন্তুষ্ট হইল, এবং ইফ্রয়িমের
মস্তকহইতে মিনশির মস্তকে তাহা স্থাপন করিতে পিতার
হস্ত তুলিয়া কহিল, হে পিতঃ, এমন নয়, এই জন জ্যেষ্ঠ, ১৮
ইহার মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দেও। কিন্তু তাহার পিতা অস্বী- ১৯
কার করিয়া কহিল, হে পুত্র, তাহা আমি জানি, আমি
জানি; সেও এক বড় জাতি হইবে বটে, কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ
ভ্রাতা তাহা অপেক্ষাও বড় জাতি হইবে, ও ইহার বংশ
বহুগোষ্ঠী হইবে। সেই দিনে সে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ ২০
করিয়া কহিল, ইস্রায়েল্ বংশ তোমাদের নামের সাদৃশ্য
দিয়া এই আশীর্ব্বাদ কহিবে, ঈশ্বর তোমাকে ইফ্রয়িমের
ও মিনশির তুল্য করুণ; এই রূপে সে মিনশিহইতে ইফ্র-
য়িম্‌কে অগ্রগণ্য করিল। অপর ইস্রায়েল্ যূষফ্‌কে কহিল, ২১
দেখ, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত; কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের
সহায় হইয়া তোমাদিগকে পুনর্ব্বার পৈতৃক দেশে লইয়া
যাইবেন। আমি যে অংশ আপন অস্ত্র ও ধনুর্ব্বলেতে ২২
ইমোরীয়দের হস্তহইতে পাইয়াছি, তোমার ভ্রাতৃগণ-
হইতে সেই অধিক অংশ তোমাকে দিলাম।

৪৯ অধ্যায়।

অনন্তর যাকুব্ আপন পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিল,তোমরা ১
একত্র হও, অবশেষে তোমাদের প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা
তোমাদিগকে কহি। হে যাকুবের পুত্রগণ, একত্র হইয়া ২
শুন, ও তোমাদের পিতা ইস্রায়েলের কথায় মনো-
যোগ কর।

হে রূবেন্, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এই জন্যে আমার ৩
প্রথম বল ও প্রথম সামর্থ্য স্বরূপ এবং মহিমা ও পরাক্র-
মেতে প্রধান আছ। তুমি স্রোতের ন্যায় বেগযুক্ত আছ, ৪

তোমার প্রাধান্য থাকিবে না; কেননা তুমি আপন পিতার
শয্যাতে গিয়াছিলা, তুমি আমার শয্যায় যাওয়াতে তাহা
অশুচি করিলা।
৫ শিমিয়োন্ ও লেবি দুই ভ্রাতা, তাহাদের খড়্গ নির্দ্দয়
৬ অস্ত্র। তাহাদের গুপ্ত পরামর্শে আমার মন প্রবৃত্ত না হউক,
ও তাহাদের সভাতে আমার সম্ভ্রম উপস্থিত না হউক;
তাহারা ক্রোধেতে এক মনুষ্যকে বধ করিল, ও স্বেচ্ছাতে
৭ এক রাজাকে নষ্ট করিল। তাহাদের ক্রোধ অভিশপ্ত হউক,
কেননা তাহা প্রজ্বলিত; এবং তাহাদের কোপ অভিশপ্ত
হউক, কেননা সে নিষ্ঠুর ছিল; আমি যাকুবীয়দের মধ্যে
তাহাদিগকে ভিন্ন ২ করিব, ও ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে
ছিন্ন ভিন্ন করিব।
৮ হে যিহূদা, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমাকে প্রশংসা করিবে,
ও তোমার শত্রুগণও তোমার হস্তগত হইবে, ও তোমার
৯ পিতৃসন্তানগণ তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। যিহূদা
সিংহশাবকের তুল্য; হে বৎস, তুমি শিকারের দ্রব্য
ভোজন করিয়া ঊর্দ্ধগমন করিবা। সিংহ কিম্বা সিংহীর
ন্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত থাকিলে কে তাহাকে জাগা-
১০ ইবে? যদবধি শীলোর (সান্ত্বনাকারির) আগমন না হয়,
তাবৎ যিহূদাহইতে রাজদণ্ড ও তাহার বংশহইতে বিচারা-
ধ্যক্ষতা যাইবে না, এবং তাহার নিকটে লোকদের সংগ্রহ
১১ হইবে। সে দ্রাক্ষালতার নিকটে গর্দ্দভকে, ও উত্তম দ্রাক্ষা-
লতার নিকটে গর্দ্দভশাবককে বাঁধিবে, এবং দ্রাক্ষার-
সেতে উত্তরীয় বস্ত্র ও দ্রাক্ষার রক্তবর্ণ রসেতে পরিধেয়
১২ বস্ত্র রঙ্গাইবে। এবং দ্রাক্ষারসেতে তাহার চক্ষুও রক্তব
হইবে, এবং দুগ্ধেতে তাহার দন্ত শ্বেতবর্ণ হইবে।
১৩ সিবূলূন্ সমুদ্রতীরে বাস করিবে, ও জাহাজীয় সমুদ্র-
তীরে তাহার বাস হইবে, এবং সীদোন্ পর্য্যন্ত তাহার
অধিকারের সীমা হইবে।
১৪ ইষাখর্ খোঁয়াড়ের মধ্যে শয়নকারি বলবান্ গর্দ্দভের

সদৃশ। সে বিশ্রামকে উত্তম ও দেশকে রম্য বুঝিয়া ভার ১৫
বহিতে স্কন্ধ নমন করিয়া দাস হইয়া রাজকর দিবে।
দান্ ইস্রায়েলের অন্য গোষ্ঠীদের তুল্য হইয়া আপন ১৬
লোকদের বিচার করিবে। এবং যে সর্প পথে থাকিয়া ১৭
ঘোটকের পদে দংশন করিয়া পশ্চাৎ তদারূঢ় ব্যক্তিকে
নিপাত করে, এমত পথস্থিত সর্পের ন্যায় দান্ হইবে।
হে পরমেশ্বর, আমি তোমাদ্বারা পরিত্রাণের অপে- ১৮
ক্ষাতে আছি।
কোন সৈন্যদল গাদ্‌কে জয় করিলেও সে শেষে তাহা- ১৯
দিগকে পরাজয় করিবে।
আশেরের খাদ্য অতি উত্তম হইবে, তাহাহইতে রাজ- ২০
ভোগ হইবে।
নপ্তালি মনোহর শৃঙ্গশাখা বিশিষ্ট সুন্দর হরিণের ২১
ন্যায় হইবে।
যূষফ্ কূপের নিকটস্থিত ও ফলবান ও প্রাচীরের পার- ২২
গামি শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের তুল্য হইবে। ধনুর্দ্ধরেরা ২৩
তাহাকে অতিশয় ক্লেশ দিয়া অবজ্ঞা করিয়া বাণাঘাত
করিলেও ইস্রায়েলের পালক ও মূলপ্রস্তরস্বরূপ যে
যাকুবের শক্তিমান্ ঈশ্বর, তাঁহার দ্বারা তাহার ধনুক ২৪
সবল হইল, ও তাহার বাহু ও কর বলবান্ হইল।
তোমার পিতার ঈশ্বরের সহায়তাতে এবং সর্ব্বশক্তিমা- ২৫
নের আশীর্ব্বাদে উপরিস্থ আকাশহইতে যে মঙ্গল হয়,
এবং নীচস্থ গভীর সমুদ্রহইতে যে মঙ্গল হয়, এবং স্তন-
হইতে ও গর্ভহইতে যে মঙ্গল হয়, সে সকলি তোমার
হইবে। আমার পূর্ব্বপুরুষদের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা ২৬
তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ফলজনক; সে চিরস্থায়ি পর্ব্ব-
তের সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে, ও যূষফের মস্তকে,
অর্থাৎ আপন ভ্রাতৃকর্ত্তৃক দূরীকৃত যে ব্যক্তি, তাহার
মস্তকাগ্রেই বাহুল্য রূপে বর্ত্তিবে।
বিনয়ামীন প্রাতঃকালে ধৃত আহার ভক্ষণকারি ও ২৭

সন্ধ্যাতে শিকার বণ্টনকারি বিদারক নেকড়িয়ার তুল্য
হইবে।
২৮ ইহারা ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশ; ইহাদের পিতা
আশীর্ব্বাদ করণ সময়ে এই কথা কহিয়া ইহাদের প্রত্যেক
জনকে বিশেষ ২ আশীর্ব্বাদ করিল।
২৯ পরে যাকুব তাহাদিগকে কহিল, আমি আপন লোক-
দের সহিত সংগৃহীত হইব; অতএব ইব্রাহীম্ কবরস্থান
৩০ অধিকারার্থে কিনান্‌দেশে মম্রীর পূর্ব্বস্থিত মক্‌পেলার
৩১ যে ক্ষেত্র হিত্তীয় ইফ্রোণের কাছে কিনিয়াছিল, এবং যে
স্থানে ইব্রাহীমের ও তাহার ভার্য্যা সারার এবং ইস্‌হা-
কের ও তাহার ভার্য্যা রিবকার কবর হইয়াছে; এবং যে
স্থানে আমিও লেয়ার কবর দিয়াছি, সেই হিত্তীয় ইফ্রো-
ণের ক্ষেত্রস্থিত গুহাতে পিতৃলোকদের নিকটে আমার
৩২ কবর দিও। কেননা সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যস্থ গুহা হিত্তীয়
৩৩ সন্তানদের কাছে ক্রীত হইয়াছে। এই রূপে সে আপন
পুত্রদিগকে আজ্ঞা করণের সমাপ্তি করিলে পর শয্যাতে
দুই চরণ একত্র করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোক-
দের নিকটে সংগৃহীত হইল।

৫০ অধ্যায়।

১ তখন যূষফ্ আপন পিতাকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন
২ করিয়া চুম্বন করিল। এবং যূষফ্ আপন পিতৃদেহ সুগন্ধি
দ্রব্যযুক্ত করিতে আপন ভৃত্য চিকিৎসকগণকে আজ্ঞা
করিল; তাহাতে চিকিৎসকেরা ইস্রায়েলের দেহ সুগন্ধি
৩ দ্রব্যযুক্ত করিল। কিন্তু সেই কর্ম্ম করিতে চল্লিশ দিবস
লাগিলে তাহারা তাহাতে চল্লিশ দিন যাপন করিল;
মিস্রীয় লোকেরাও তাহার নিমিত্তে সত্তর দিন পর্য্যন্ত
৪ শোক করিল। শোকের দিন উত্তীর্ণ হইলে যূষফ্ ফিরৌ-
ণের পরিজনকে কহিল, যদি আমার প্রতি তোমাদের
অনুগ্রহ থাকে, তবে ফিরৌণের কর্ণগোচরে এই কথা কহ।
৫ আমার পিতা আমাকে দিব্য করাইয়া কহিল, দেখ, আমি

মরিলে কিনান্‌দেশে আপনার জন্যে যে কবর খনন
করিয়াছি, তাহাতে তুমি আমাকে রাখিও; অতএব এখন
আমাকে যাইতে দেও; আমি পিতাকে কবর দিয়া পুন-
র্ব্বার আসিব। তাহাতে ফিরৌণ্‌ কহিল, যাও, তোমার ৬
পিতা তোমাকে যে দিব্য করাইয়াছে, তুমি সেই রূপে
তাহার কবর দেও।

তখন যূষফ্‌ আপন পিতার কবর দিতে যাত্রা করিল; ৭
তাহাতে ফিরৌণের ভৃত্যগণ ও তাহার বাটার অধ্যক্ষগণ
ও মিসর্‌দেশীয় অধ্যক্ষগণ, এবং যূষফের সকল পরি- ৮
বার ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও তাহার পিতৃগৃহের পরিবার
তাহার সঙ্গে গমন করিল; গোশন্‌ প্রদেশে কেবল তাহা-
দের বালকগণ ও মেষপাল ও গোপাল রাখিল। তাহার ৯
সহিত রথ ও অশ্বারূঢ়গণ গমন করিল; তাহাতে অতিশয়
সমারোহ হইল। পরে তাহারা যর্দ্দন্‌ নদী পারস্থ আট- ১০
দের শস্যমর্দ্দন স্থানে উপস্থিত হইলে তথায় মহাকলর-
বেতে রোদন করিল; যূষফ্‌ সেই স্থানে সাত দিন পর্য্যন্ত
শোক করিল। অতএব কিনান্‌দেশীয়েরা আটদের শস্য ১১
মর্দ্দনের স্থানে তাহাদের এরূপ শোক দেখিয়া কহিল,
মিস্রীয়দের এ অতি দারুণ শোক। এই নিমিত্তে যর্দ্দন্‌ ১২
পারস্থ সেই স্থান আবেল্‌-মিসর্‌ (মিস্রীয়দের শোক) নামে
বিখ্যাত হইল। পরে যাকূব্‌ আপন পুত্রগণকে যেরূপ
আজ্ঞা দিয়াছিল, তাহার পুত্রগণ তদনুসারে কর্ম্ম করিল।
ফলতঃ তাহার পুত্রগণ তাহাকে কিনান্‌ দেশে লইয়া গিয়া ১৩
হিত্তীয় ইফ্রোণের কাছে কবরস্থানার্থে ইব্রাহীমের ক্রীত
মম্রীর পূর্ব্বস্থ মক্‌পেলা ক্ষেত্রের যে গুহা, তাহার মধ্যে
তাহাকে কবর দিল। তাহার পিতার কবর হইলে পর ১৪
যূষফ্‌ ও তাহার পিতার কবর দিতে আগত ভ্রাতৃগণ ও
সঙ্গিগণ মিসর্‌দেশে প্রত্যাগমন করিল।

অপর আপনাদের পিতা মৃত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া ১৫
যূষফের ভ্রাতৃগণ কহিল, যূষফ্‌ যদি আমাদিগকে ঘৃণা

১৬ আমাদের প্রতি তাহার প্রতিফল দিবে। অতএব তাহারা
যূষফের্ নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, তোমার
১৭ পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদিগকে ইহা কহিয়াছেন, তো-
মরা যূষফ্‌কে এই কথা কহিও, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার
প্রতি দোষ করিলেও তুমি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের
দোষ ও অপরাধ মার্জ্জনা করিও; অতএব আমরা এখন
প্রার্থনা করি, তোমার পৈতৃক ঈশ্বরের দাসদের দোষ মা-
র্জ্জনা কর। কিন্তু যূষফ্ তাহাদের এই কথা কথনেতে রো-
১৮ দন করিতে লাগিল। পরে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার অগ্রে
গিয়া প্রণিপাত হইয়া কহিল, দেখ, আমরা তোমার
১৯ দাস। তাহাতে যূষফ্ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও
২০ না, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ? তোমরা আমার
বিরুদ্ধে কুপরামর্শ করিয়াছিলা বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা
সুপরামর্শ করিলেন; ফলতঃ এখন যেরূপ দেখিতেছ,
এই রূপে তিনি অনেক মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা করিয়া-
২১ ছেন। অতএব তোমরা এখন ভীত হইও না, আমি
তোমাদিগকে ও তোমাদের বালকগণকে প্রতিপালন
করিব। এই রূপে মিষ্ট কথা কহিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা
করিল।

২২ পরে যূষফ্ ও তাহার পিতৃপরিবার মিসর্‌দেশে বাস
করিয়া থাকিল; এবং যূষফ্ এক শত দশ বৎসর জীবৎ
২৩ থাকিয়া ইফ্রয়িমের পৌত্র পর্য্যন্ত দেখিল; সে মিনশির
মাখীর্ নামক পুত্রের সন্তানদিগকেও ক্রোড়ে করিল।
২৪ পরে যূষফ্ ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমি মুমূর্ষু, কিন্তু ঈশ্বর
তোমাদের প্রতি নিতান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া ইব্রাহীমের ও
ইস্‌হাকের ও যাকূবের নিকটে যে দেশ দিতে দিব্য
করিয়াছেন, সেই দেশে তোমাদিগকে এই দেশহইতে
২৫ লইয়া যাইবেন। তাহাতে যূষফ্ ইস্রায়েলের সন্তানগণকে
এই দিব্য করাইয়া কহিল, ঈশ্বর তোমাদের প্রতি অবশ্য
দৃষ্টিপাত করিবেন, এবং তৎকালে তোমরা এ স্থানহইতে

আমার অস্থি লইয়া যাইবা। এই রূপে যূষফ্ এক শত ২৬
দশ বৎসর বয়সে মরিল; তাহাতে তাহারা তাহাকে
সুগন্ধি দ্রব্য যুক্ত করিয়া মিসর্দেশে এক কাষ্ঠাগারের
মধ্যে রাখিল।

যাত্রাপুস্তক।

অর্থাৎ

মূসালিখিত দ্বিতীয় পুস্তক।

১ অধ্যায়।

রূবেন্ ও শিমিয়োন্ ও লেবি ও যিহূদা, ও ইষাখর্ ১
ও সিবূলূন্ ও বিন্য়ামীন্, ও দান্ ও নপ্তালি ও গাদ্ ও ২
আশের, এই ২ নামক ইস্রায়েলের সন্তানগণ প্রত্যেকে
আপন ২ বংশ লইয়া যাকূবের সহিত মিসর্দেশে আ- ৪
ইল। সর্ব্বশুদ্ধ যাকূবের বংশ সত্তর জন ছিল; কিন্তু ৫
যূষফ্ পূর্ব্বেই মিসরে ছিল। পরে যূষফ্ ও তাহার ভ্রাতৃ- ৬
গণ ও তৎকালীয় লোকেরা মরিল। তথাপি ইস্রায়েলের ৭
বংশ বহুপ্রজ ও বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুগোষ্ঠীক হইয়া অতিশয়
প্রবল হইল, এবং তাহাদের দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইল।
পরে যূষফ্কে অজ্ঞাত এমত এক জন মিসরদেশে নূতন ৮
রাজা হইয়া আপন লোকদিগকে কহিল, দেখ, ইস্রায়ে- ৯
লের বংশ বলেতে ও সংখ্যাতে আমাদের অপেক্ষা অধিক
হইল। তাহারা যেন আরো বর্দ্ধিষ্ণু না হয়, এবং যুদ্ধ ১০
উপস্থিত হইলে আমাদের শত্রুপক্ষ হইয়া আমাদের
সহিত যুদ্ধ না করে, ও এ দেশহইতে প্রস্থান না করে,তন্নি-

মিত্তে আইস, আমরা তাহাদের সহিত সাবধানে ব্যবহার
১১ করি। পরে তাহারা ভার বহনদ্বারা তাহাদিগকে ক্লেশ
দিতে তাহাদের উপরে কার্য্যশাসক নিযুক্ত করিল, এবং
তাহাদের দ্বারা ফিরৌণের নিমিত্তে ভাণ্ডারের নগর,
১২ অর্থাৎ পিথোম্ ও রামিষেষ্ গাঁথাইল। কিন্তু তাহারা
তাহাদের দ্বারা যত ক্লেশ পাইল, তত বৃদ্ধি ও উন্নতি পা-
ইতে লাগিল। অতএব তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে
১৩ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। পরে মিস্রীয় লোকেরা নির্দ্দয়তা
১৪ পূর্ব্বক তাহাদিগকে দাসত্ব কর্ম্ম করাইল। ফলতঃ কঠিন
দাসত্ব ও কর্দ্দম ও ইষ্টক ও ক্ষেত্রের সমস্ত কর্ম্মদ্বারা
তাহাদের প্রাণ বিরক্ত করিল; এই সকল সেবা-
দ্বারা অতি নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক তাহাদিগকে দাসত্বকর্ম্ম
করাইল।

১৫ পরে মিস্রীয় রাজা ইব্রীয় লোকের শিফ্রা নামে ও পূয়া
১৬ নামে ধাত্রীদিগকে ডাকিয়া এই কথা কহিল, যে সময়ে
তোমরা ইব্রীয় স্ত্রীদের ধাত্রীকার্য্য করিবা, তৎকালে তাহা-
দের সন্তানগণের কোষ দেখিবা; তাহাতে যদি তাহাদের
পুত্র সন্তান হয়, তবে তাহাকে বধ করিবা; আর যদি
১৭ কন্যা হয়, তবে তাহাকে জীবৎ রাখিবা। কিন্তু ধাত্রীগণ
ঈশ্বরের প্রতি ভয় রাখিয়া মিস্রীয় রাজের আজ্ঞানুসারে
১৮ না করিয়া পুত্রসন্তানগণকে জীবৎ রাখিতে লাগিল। অত-
এব মিসরের রাজা ধাত্রীদিগকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা
এমত কর্ম্ম কেন করিতেছ? পুত্রসন্তানগণকে কেন জীবৎ
১৯ রাখিতেছ? তাহাতে ধাত্রীগণ ফিরৌণকে উত্তর করিল,
ইব্রীয়দের স্ত্রীগণ মিস্রীয়দের স্ত্রীদের ন্যায় নহে; তাহারা
বলবতী, ও তাহাদের কাছে ধাত্রী আগমনের পূর্ব্বেই
২০ তাহারা প্রসব করে। অতএব ঈশ্বর ঐ ধাত্রীদের মঙ্গল
করিলেন; তাহাতে লোকেরা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া অতি-
২১ শয় বলবান হইল। ধাত্রীগণের ঈশ্বরেতে ভয়করণ প্রযুক্ত
তিনি তাহাদেরও বংশ বৃদ্ধি করিলেন।

পরে ফিরৌণ্ আপনার সকল লোককে এই আজ্ঞা ২২
দিল, তোমরা প্রত্যেক সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে নদী-
তে নিক্ষেপ করিবা, কিন্তু প্রত্যেক কন্যাকে জীবৎ
রাখিবা।

২ অধ্যায়।

অনন্তর লেবি বংশজাত এক মনুষ্য লেবি বংশের ১
এক কন্যাকে বিবাহ করিলে সে স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়া ২
এক পুত্র প্রসব করিল, এবং সে বালককে অতি সুন্দর
দেখিয়া তাহাকে তিন মাস পর্য্যন্ত গোপনে রাখিল।
পরে আর গোপন করিতে না পারিলে সে এক নল- ৩
নির্ম্মিত পেটরা লইয়া গলগলেতে ও ধূনাতে লেপন
করিয়া তাহার মধ্যে ঐ বালককে রাখিয়া নদীতীরস্থ নল-
বনে রাখিল। এবং তাহার কি দশা ঘটে, তাহা দর্শনার্থে ৪
তাহার ভগিনী দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।
পরে ফিরৌণের কন্যা স্নানার্থে নদীতে আইলে তা- ৫
হার দাসীগণ নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিল; ইতোমধ্যে
নলবনে এক পেটরা দেখিয়া তাহা আনিতে আপন দা-
সীকে পাঠাইল। পরে সে পেটরা খুলিয়া সেই বালককে ৬
দেখিল, এবং সেই বালক ক্রন্দন করিলে সে দয়ান্বিতা
হইয়া কহিল, এ ইব্রীয়দের এক বালক। তখন তাহার ৭
ভগিনী ফিরৌণের কন্যাকে কহিল, তোমার নিমিত্তে এই
বালককে দুগ্ধপান করাইতে আমি যাইয়া কি এক ইব্রীয়া
ধাত্রীকে ডাকিয়া আনিব? তাহাতে ফিরৌণের কন্যা ৮
কহিল, যাও; তখন সে কন্যা যাইয়া ঐ বালকের মাতাকে
ডাকিয়া আনিল। তখন ফিরৌণের কন্যা তাহাকে কহিল, ৯
তুমি এই বালককে লইয়া আমার নিমিত্তে দুগ্ধপান
করাও; আমি তোমার বেতন দিব; তাহাতে সে স্ত্রী বা-
লককে লইয়া দুগ্ধপান করাইল। পরে বালক বড় হইলে ১০
সে তাহাকে লইয়া ফিরৌণের কন্যাকে দিল; তাহাতে
বালক তাহারি পুত্র হইল; তখন সে তাহার নাম মূসা

(আকর্ষিত) রাখিল, কেননা সে কহিল, আমি জলহইতে
ইহাকে আকর্ষণ করিলাম।
১১ এই রূপে মূসা বড় হইয়া এক দিন আপন ভ্রাতৃগণের
নিকটে গেলে তাহাদিগকে অতিশয় ভার বহন্ করিতে
দেখিল; এবং এক জন মিস্রী তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে
১২ এক ইব্রিকে প্রহার করিতেছে, ইহাও দেখিল। অতএব
সে এ দিগে ও দিগে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না
পাইলে ঐ মিস্রীয়কে বধ করিয়া বালুকামধ্যে পুতিয়া
১৩ রাখিল। অপর দ্বিতীয় দিবসে সে বাহিরে গেলে দুই
জন ইব্রিকে বিরোধ করিতে দেখিয়া দোষি ব্যক্তিকে
কহিল, তুমি আপন ভ্রাতাকে কেন প্রহার করিতেছ?
১৪ তাহাতে সে কহিল, কে তোমাকে আমাদের উপরে রাজা
ও বিচারকর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছে? তুমি যেমন মিস্রীয়
লোককে বধ করিলা, তদ্রূপ কি আমাকেও বধ করিতে
চাহ? তাহাতে মূসা ভীত হইয়া কহিল, এ কথা অবশ্য
প্রকাশ হইয়াছে।
১৫ পরে ফিরৌণ্ এ কথা শুনিয়া মূসাকে বধ করিতে অন্বে-
ষণ করিল। অতএব মূসা ফিরৌণের সম্মুখহইতে পলায়ন
করিয়া মিদিয়ন্‌দেশে বাস করিতে গিয়া এক কূপের নিকটে
১৬ বসিল। ইতিমধ্যে মিদিয়নীয় যাজকের সাত কন্যা সেই
স্থানে আসিয়া পিতার মেষপালকে জলপান করাইয়া
১৭ জল তুলিয়া জলপাত্র পরিপূর্ণ করিল। কিন্তু মেষপাল-
কেরা আসিয়া তাহাদিগকে তাড়না করিল; তাহাতে মূসা
উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের উপকার করিল ও তাহাদের
১৮ মেষপালকে জলপান করাইল। পরে তাহারা আপন
পিতা রুয়েলের কাছে গেলে সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা
করিল, অদ্য তোমরা কি প্রকারে এত শীঘ্র আইলা?
১৯ তাহাতে তাহারা কহিল, এক জন মিস্রী মেষপালকদের
হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া আমাদের নিমিত্তে
যথেষ্ট জল তুলিল, ও আমাদের মেষপালকে জলপান

করাইল। তখন সে আপন কন্যাদিগকে কহিল, সে কো- ২০
থায়? তোমরা তাহাকে কেন ছাড়িয়া আইলা? তোমরা
তাহাকে ভোজন করাইতে ডাক। পরে মূসা ঐ মনুষ্যের ২১
সহিত বাস করিতে সম্মত হইলে সে মূসার সহিত আপন
সিপ্পোরা কন্যার বিবাহ দিল। তাহাতে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব ২২
করিলে তাহার নাম গের্শোম্ (এই স্থানে বিদেশী) রাখিল,
কেননা সে কহিল, আমি বিদেশে বিদেশী হইয়াছি।
অনেক কাল পরে মিস্রীয় রাজার মৃত্যু হইল, এবং ২৩
ইস্রায়েলের সন্তানগণ দাসত্ব প্রযুক্ত কাতরোক্তি ও ক্রন্দন
করিলে তাহাদের দাসত্বপ্রযুক্ত সেই কাতরতার শব্দ ঈশ্ব-
রের নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের আর্ত্ত- ২৪
স্বর শুনিয়া ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও যাকূবের সহিত
আপন কৃত পূর্ব্বনিয়ম স্মরণ করিয়া ইস্রায়েল্ বংশের ২৫
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ও তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিলেন।

৩ অধ্যায়।

অপর মূসা মিদিয়নের যাজক আপন শ্বশুর যিথ্রোর ১
মেষপাল চরাইতে লাগিল; এক দিনে সে মেষপাল
লইয়া অরণ্যের পশ্চাদ্ভাগে হোরেব নামে ঈশ্বরের পর্ব্বতে
আইলে, ঝোপের মধ্যস্থিত অগ্নিশিখাতে ঈশ্বরের দূত ২
তাহার নিকটে প্রত্যক্ষ হইল; তখন সে দৃষ্টি করিয়া
দেখিল, ঝোপ অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতেছে, তথাপি ঝোপ
নষ্ট হয় না। অতএব মূসা কহিল, ঝোপ দগ্ধ হয় না কেন? ৩
আমি এক পার্শ্বে যাইয়া এই মহা আশ্চর্য্য দেখিব। পরে ৪
সে দেখিবার জন্যে এক পার্শ্বে যাইতেছে, ইহা দেখিয়া
পরমেশ্বর ঝোপের মধ্যহইতে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন,
হে মূসা, হে মূসা; তাহাতে সে কহিল, এই আমি উপস্থিত
আছি। তখন তিনি কহিলেন, তুমি এ স্থানের নিকটবর্ত্তী ৫
হইও না, ও তোমার পদহইতে পাদুকা দূর কর; তুমি
যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছ, সে পবিত্র ভূমি। তিনি আরো ৬
কহিলেন, আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, ফলতঃ

ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকূবের ঈশ্বর;
তাহাতে মূসা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভীত হওয়াতে
আপন মুখ আচ্ছাদন করিল।
৭ পরে পরমেশ্বর কহিলেন, আমি মিসরে স্থিত আপন
লোকদের অত্যন্ত ক্লেশ দেখিলাম, ও কার্য্যশাসকদ্বারা
তাহাদের রোদনও শুনিলাম, ও তাহাদের যন্ত্রণা জ্ঞাত
৮ হইলাম। অতএব মিস্রিদের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার
করিতে এবং এই দেশহইতে উত্তম ও প্রশস্ত এক দেশে,
অর্থাৎ কিনানীয় ও হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও পিরিষীয় ও
হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে তাহাদিগকে
৯ লইয়া যাইতে নামিলাম। কেননা দেখ, ইস্রায়েল্ বংশের
আর্ত্তস্বর আমার কর্ণগোচর হইল, এবং যে উপদ্রব
মিস্রিরা তাহাদের প্রতি করে, তাহা আমি দেখিলাম।
১০ অতএব এখন আইস, আমি তোমাকে ফিরৌণের নিকটে
পাঠাই, তুমি মিসর্‌হইতে আমার লোক ইস্রায়েল্ বংশকে
বাহির করিবা।
১১ তাহাতে মূসা ঈশ্বরকে কহিল, আমি কে? আমি ফি-
রৌণের নিকটে গিয়া মিসর্‌দেশহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে
১২ কি বাহির করিতে পারি? তখন তিনি কহিলেন, আমি
তোমার সহায় হইব, তাহাতে মিসর্‌হইতে লোক সমূহকে
বাহির করিয়া আনিলে তোমরা এই পর্ব্বতে ঈশ্বরের
ভজনা করিবা, ইহা আমার তোমাকে প্রেরণ করণের চিহ্ন
১৩ হইবে। পরে মূসা ঈশ্বরকে কহিল, দেখ, আমি ইস্রায়েল্
বংশের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে এই কথা কহি, তো-
মাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদেরই নিকটে আমাকে
প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার নাম কি? এ কথা যদি
তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি কি উত্তর করিব?
১৪ তাহাতে ঈশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি যে আছি সেই
আছি; আরো কহিলেন, ইস্রায়েল্ বংশকে ইহা কহিও,
১৫ স্বয়ম্ভু তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিলেন। পরে

ঈশ্বর আরবার মূসাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে
এই কথা কহিও, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু যিহোবাঃ
(পরমেশ্বর,) অর্থাৎ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইসহাকের
ঈশ্বর ও যাকুবের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে
পাঠাইলেন; আমার এই নাম, এবং ইহা চিরকাল পুরু-
ষানুসারে স্মরণে থাকিবে। তুমি যাইয়া ইস্রায়েল্ বংশের ১৬
প্রাচীনগণকে একত্র করিয়া এই কথা কহ, তোমাদের পূর্ব্ব-
পুরুষদের প্রভু পরমেশ্বর, অর্থাৎ ইব্রাহীমের ও ইস্হা-
কের ও যাকুবের ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়া কহিলেন,
আমি তোমাদিগকে এবং মিসর দেশে তোমাদের প্রতি কৃত
ব্যবহার সকলও দেখিলাম। অতএব আমি পূর্ব্বোক্ত বা- ১৭
ক্যানুসারে মিসরের ক্লেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করি-
য়া কিনানীয়দের ও হিত্তীয়দের ও ইমোরীয়দের ও পিরি-
ষীয়দের ও হিব্বীয়দের ও যিবূষীয়দের দেশে, অর্থাৎ দুগ্ধ
মধু প্রবাহি দেশে আনিব; তাহাতে তাহারা তোমার কথা
শুনিবে। তখন তুমি ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনবর্গ মিস- ১৮
রের রাজার নিকটে যাইয়া এই কথা কহিবা, ইব্রিদের প্রভু
পরমেশ্বর আমাদের প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছেন; অতএব
বিনয় করি, আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম কর-
ণার্থে এখন তিন দিনের পথ আমাদিগকে প্রান্তরে যাইতে
দেও। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, মিসরের রাজার প্রতি ১৯
পরাক্রান্ত হস্ত প্রকাশ না হইলে সে তোমাদিগকে যাইতে
দিবে না। তাহাতে আমি আপন হস্ত বিস্তার করিয়া ২০
মিসরের মধ্যে আমার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা তাহাকে
প্রহার করিলে পর সে তোমাদিগকে যাইতে দিবে। অপর ২১
আমি মিস্রিদের সাক্ষাতে এই লোকদিগকে দয়া প্রাপ্ত
করিব; তাহাতে তোমরা যাওন কালে রিক্ত হস্তে যাইবা
না। কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন প্রতিবাসিনী স্ত্রীর কাছে, ২২
ও আপন গৃহস্থ প্রবাসিনীর কাছে রূপ্যপাত্র ও স্বর্ণপাত্র
ও বস্ত্র চাহিয়া লইবে; তাহাও তোমরা আপন ২ পুত্রদের

ও কন্যাদের গাত্রে পরিধান করাইবা; এই রূপে মিস্রি-
দের দ্রব্য হরণ করিবা।

৪ অধ্যায়।

১ অপর মূসা উত্তর করিল, তাহারা আমাকে প্রত্যয়
করিবে না, ও আমার কথাতে মনোযোগ করিবে না;
কিন্তু তাহারা কহিবে, পরমেশ্বর তোমাকে দর্শন দেন নাই।
২ তখন পরমেশ্বর তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার হস্তে কি?
৩ সে কহিল, যষ্টি। তাহাতে তিনি কহিলেন, তাহা ভূমিতে
ফেল। সে ঐ যষ্টি ভূমিতে ফেলিলে তাহা সর্প হইল,
৪ অতএব মূসা তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল। তখন
পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, হস্ত বিস্তার করিয়া ইহার লা-
ঙ্গূল ধর; তাহাতে সে হস্ত বিস্তার করিয়া লাঙ্গূল ধরিলে
৫ তাহার হস্তে সে যষ্টি হইল। ইহাতে আমি তাহাদের
পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বর, এবং ইব্রাহীমের ও ইস্-
হাকের ও যাকুবের ঈশ্বর, তোমার কাছে প্রকাশিত হই-
য়াছি, ইহা তাহারা প্রত্যয় করিবে।
৬ অপর পরমেশ্বর তাহাকে আরো কহিলেন, তুমি আ-
পন হস্ত বক্ষস্থলে দেও; তাহাতে সে বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া
হস্ত বাহির করিলে তাহার হস্ত কুষ্ঠযুক্ত ও হিমবর্ণের
৭ ন্যায় হইল। পরে তিনি কহিলেন, তুমি পুনর্ব্বার আপন
হস্ত বক্ষস্থলে দেও; তাহাতে সে পুনর্ব্বার আপন হস্ত
বক্ষস্থলে দিয়া বাহির করিল; তাহাতে তাহার হস্ত অন্য
৮ হস্তের ন্যায় প্রকৃত মাংস হইল। তাহারা যদি তোমাকে
প্রত্যয় না করে, এবং তোমার ঐ প্রথম চিহ্নেতেও মনো-
যোগ না করে, তবে দ্বিতীয় চিহ্নেতে প্রত্যয় করিবে।
৯ দুই চিহ্নতেও যদি প্রত্যয় না করে, ও তোমার কথাতে
মনোযোগ না করে, তবে নদীর কিছু জল লইয়া শুষ্ক
ভূমিতে ঢাল; তাহাতে তুমি নদীহইতে যে জল তুলিবা,
তাহা শুষ্ক ভূমিতে রক্ত হইবে।
১০ পরে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, হে আমার প্রভো, এ

সময়ের পূর্ব্বে কিম্বা আপন দাসের নিকটে আপনকার
কথা কহনের পরেও আমি বাক্‌পটু নহি, কিন্তু বাক্যেতে
ধীর ও জড়জিহ্ব আছি। পরে পরমেশ্বর তাহাকে কহি- ১১
লেন, মানুষের মুখ নির্ম্মাণকারী কে? এবং বোবা ও
বধিরকে কিম্বা দর্শক ও অন্ধকে কে নির্ম্মাণ করে? আমি
পরমেশ্বর কি তাহা করি না? অতএব এখন যাও; আমি ১২
তোমার মুখে থাকিয়া বক্তব্য কথা তোমাকে শিক্ষাইব।
তাহাতে সে কহিল, হে আমার প্রভো, আমি বিনয় করি, ১৩
যাহাদ্বারা পাঠাইতে হয়, তাহাদ্বারা পাঠাউন্। তাহাতে ১৪
মুসার প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি
কহিলেন, লেবীয় হারোণ্ তোমার ভ্রাতা কি হয় না? সে
সুবক্তা, তাহা আমি জানি, সে তোমার সহিত মিলিতে
আসিতেছে; তোমাকে দেখিয়া অন্তঃকরণে হৃষ্ট হইবে।
তুমি তাহার সহিত কথা কহিবা ও তাহার মুখে বাক্য ১৫
দিবা; এবং আমি তোমার মুখে ও তাহার মুখে থাকিয়া
তোমাদের করণীয় কর্ম্ম শিক্ষা দিব। সে লোকদের কাছে ১৬
তোমার বাক্য কহিবে, ও সে তোমার মুখস্বরূপ হইবে;
ও তুমি তাহার ঈশ্বরস্বরূপ হইবা। আর তুমি আপন হস্তে ১৭
যষ্টি লইয়া তদ্দ্বারা এই সকল চিহ্ন দেখাইবা।

পরে মুসা আপন শ্বশুর যিথ্রোর নিকটে প্রত্যাগমন ১৮
করিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, মিসরে স্থিত ভ্রাতৃগণের
নিকটে এখন ফিরিয়া যাইতে, এবং তাহারা অদ্যাবধি
জীবৎ আছে-কি না, তাহা দেখিতে আমাকে যাইতে দেও;
তাহাতে যিথ্রো মুসাকে কহিল, কুশলে যাও। আর পর- ১৯
মেশ্বর মিদিয়নে মুসাকে কহিয়াছিলেন, যে লোকেরা
তোমাকে বধ করিতে চাহিয়াছিল, তাহারা সকলেই মরি-
য়াছে; অতএব তুমি মিসরে ফিরিয়া যাও। তখন মুসা ২০
আপন স্ত্রী ও পুত্রগণকে গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া মিসর্-
দেশে ফিরিয়া গেল, এবং সে আপন হস্তে ঈশ্বরের সেই
যষ্টি লইল।

২১ অপর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, তুমি মিসরে ফি-
রিয়া যাইতে উদ্যত হইলে আমি তোমার হস্তে যে সকল
অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে দিয়াছি, তাহা বিবেচনা করিয়া ফিরৌ-
ণের সাক্ষাতে কর; কিন্তু আমি তাহার অন্তঃকরণ কঠিন
২২ করিব; তাহাতে সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে না। এবং
তুমি ফিরৌণ্কে কহিবা, পরমেশ্বর কহেন, ইস্রায়েল্ বংশ
২৩ আমার পুত্র অর্থাৎ আমার জ্যেষ্ঠপুত্রস্বরূপ। অতএব
আমি তোমাকে কহিতেছি, আমার সেবা করিতে তুমি
আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও; তাহাতে তুমি যদি তাহাকে
ছাড়িতে অসম্মত হও, তবে আমি তোমার পুত্রকে অর্থাৎ
তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বধ করিব।

২৪ পরে পথে উত্তরণীয় গৃহে পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন
২৫ দিয়া বধ করিতে চেষ্টা করিলেন। তখন সিপ্পোরা এক
তীক্ষ্ণ শস্ত্র লইয়া আপন পুত্রের ত্বক্ ছেদ করিয়া তাহা
তাহার চরণের নিকটে ফেলিয়া কহিল, তুমি নিতান্ত
২৬ আমার রক্তপাতি বর। পরে ঈশ্বর তাহাকে ছাড়িয়া দিলে
সে স্ত্রী ত্বকছেদ প্রযুক্ত তাহাকে কহিল, তুমি আমার
রক্তপাতি বর।

২৭ ইতিমধ্যে পরমেশ্বর হারোণ্কে কহিলেন, তুমি মসার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রান্তরে যাও। তাহাতে সে গিয়া
২৮ ঈশ্বরের পর্ব্বতে তাহার সহিত মিলিয়া তাহাকে চুম্বন
করিল। তখন মুসা ঈশ্বরের নিরূপিত তাবৎ বাক্য ও তাঁ-
হার আজ্ঞাপিত তাবৎ চিহ্ন হারোণ্কে জ্ঞাত করিল।

২৯ পরে মুসা ও হারোণ্ যাইয়া ইস্রায়েল্ বংশের প্রা-
৩০ চীনবগকে একত্র করিলে মুসার প্রতি উক্ত পরমেশ্বরের
যে কথা, তাহা হারোণ্ তাহাদিগকে কহিল, এবং লোক-
৩১ দের দৃষ্টিতে সেই সকল চিহ্ন প্রকাশ করিল। তাহাতে
লোকেরা প্রত্যয় করিল, এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বং-
শের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাদের দুঃখ দেখিয়াছেন,
ইহা বুঝিয়া তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভজনা করিল।

৫ অধ্যায়।

পরে মুসা ও হারোণ্ প্রবেশ করিয়া ফিরৌণ্‌কে কহিল, ১
ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর কহেন, প্রান্তরে আমার
উদ্দেশে উৎসব করিতে আমার লোকদিগকে যাইতে দেও।
তাহাতে ফিরৌণ কহিল, পরমেশ্বর কে, যে তাহার কথা ২
মানিয়া ইস্রায়েল্ বংশকে যাইতে দিব? আমি পরমে-
শ্বরকে চিনি না, ও ইস্রায়েল্ বংশকে যাইতে দিব না।
তাহারা কহিল, ইব্রিদের ঈশ্বর আমাদিগকে দর্শন দিলেন; ৩
অতএব আমরা বিনয় করি, প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে
হোম করিতে তিন দিনের পথ আমাদিগকে প্রান্তরে
যাইতে দেও; নতুবা তিনি আমাদিগকে মহামারীতে ও
খড়্গেতে নিপাত করিবেন। তাহাতে মিস্রীয় রাজা তাহা- ৪
দিগকে কহিল, হে মুসা ও হারোণ্, তোমরা কার্য্যহইতে
লোকদিগকে কেন নিবৃত্ত কর? তোমরা আপন ২ ভার
বহন কর্ম্মে যাও। ফিরৌণ্ আরো কহিল, দেখ, এ দেশে ৫
এই মনুয্য এখন অনেক, এবং তোমরা তাহাদিগকে ভার
বহনহইতে নিবৃত্ত করিতে চাহ।

অপর ফিরৌণ্ সেই দিনে লোকদের কর্ম্মশাসক ও ৬
অধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা দিল, তোমরা ইষ্টকাদি নির্ম্মাণার্থে ৭
পূর্ব্বের মত এই লোকদিগকে পলাল দিও না; তাহারা
যাইয়া আপনাদের জন্যে পলাল সংগ্রহ করুক। এবং ৮
পূর্ব্বে তাহাদের যত ইষ্টক নির্ম্মাণের ভার ছিল, এখন
সেই ভার দেও; তাহার কিছু ন্যূন করিও না; কেননা
তাহারা অলস, এই জন্যে চেঁচাইয়া কহে, ঈশ্বরের উদ্দেশে
হোম করিতে আমাদিগকে যাইতে দেও। অতএব ইহা- ৯
দের উপরে আরো অধিক কর্ম্মের ভার দেও; তাহাতে
তাহারা যেন পরিশ্রম করিয়া অনর্থক বাক্যে মনোযোগ
না করে।

অনন্তর কার্য্যশাসকেরা ও অধ্যক্ষেরা বাহিরে যাইয়া ১০
তাহাদিগকে কহিল, ফিরৌণ্ এই কথা কহে, আমি তো-

১১ মাদিগকে আর পলাল দিব না। তোমরা যে স্থানে পাও,
সেই স্থানে গিয়া পলাল সংগ্রহ কর, কিন্তু তোমাদের
১২ কার্য্য কিছু ন্যূন হইবে না। তাহাতে লোকেরা পলালের
পরিবর্ত্তে নাড়া সংগ্রহ করিতে তাবৎ মিসর্‌দেশে ভ্রমণ
১৩ করিল। তাহাতে কার্য্যশাসকেরা ত্বরা করাইয়া কহিল,
পলাল প্রাপ্তির সময়ে যেমন তোমরা কর্ম্ম করিতা, এখন
১৪ দিবসিক নিরূপিত কর্ম্ম তদ্রূপ সম্পূর্ণ কর। ইস্রায়েল্ বং-
শের উপরে যে কর্ম্মশাসকদিগকে ফিরৌণের অধ্যক্ষেরা
রাখিয়াছিল, তাহারাও প্রহারিত হইল, ও এই কথা
জিজ্ঞাসিত হইল, তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় ইষ্টক গঠন বিষয়ে
নিরূপিত কর্ম্ম কেন নিত্য ২ সম্পূর্ণ করাও না?
১৫ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের অধ্যক্ষেরা আসিয়া ফি-
রৌণের নিকটে চেঁচাইয়া কহিল,তুমি কেন আপন দাসদের
১৬ সহিত এমত ব্যবহার করিতেছ? কেহ তোমার দাসদিগকে
পলাল দেয় না, তথাপি তাহারা কহে, ইষ্টক নির্ম্মাণ
কর; এবং তোমার দাসেরা প্রহারিত হয়, কিন্তু তোমার
১৭ লোকদের দোষ। তাহাতে সে কহিল, তোমরা অলস,
তোমরা অলস, এই জন্যে বল, পরমেশ্বরের উদ্দেশে
১৮ হোম করিতে আমাদিগকে যাইতে দেও। এখন যাও, কর্ম্ম
কর, তোমাদিগকে পলাল দত্ত হইবে না; তথাপি তোমা-
১৯ দের ইষ্টকের সম্পূর্ণ সংখ্যা দিতে হইবে। তাহাতে তো-
মাদের দিবসিক নিরূপিত ইষ্টকের কিছু ন্যূন হইবে না,
ইহা কহিলে ইস্রায়েল্ বংশের অধ্যক্ষেরা দেখিল,
আপনারা অতি দুর্দ্দশাতে পড়িলাম।
২০ পরে তাহারা ফিরৌণের নিকটহইতে নির্গত হইয়া
পথে আপনাদের সম্মুখে মুসার ও হারোণের সাক্ষাৎ
২১ পাইল। তখন তাহারা তাহাদিগকে কহিল, পরমেশ্বর
তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচার করুণ, কেননা তোমরা
ফিরৌণের ও তাহার দাসগণের সাক্ষাতে আমাদিগকে
দুর্গন্ধস্বরূপ করিয়া মারিতে তাহাদের হস্তে খড়্গ দিলা।

পরে মূসা পরমেশ্বরের কাছে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে ২২
কহিল, হে প্রভো, তুমি এই লোকদিগের অমঙ্গল কেন
করিলা? ও আমাকে কেন পাঠাইলা? যদবধি আমি ২৩
তোমার নামে ফিরৌণের কাছে কহিতে আইলাম, তা-
বৎ সে এই লোকদিগের অমঙ্গল করিতেছে, এবং তুমি
আপন লোকদের কিছু উদ্ধার করিলা না॥

৬ অধ্যায়।

পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি ফিরৌণের ১
প্রতি যাহা করিব, তাহা তুমি এখনই দেখিবা; সে বাহু-
বল প্রকাশ করিয়া লোকদিগকে যাইতে দিবে, ও বাহু-
বল প্রকাশ করিয়া আপন দেশহইতে তাহাদিগকে দূর
করিবে। আর ঈশ্বর মূসার সহিত আলাপ করিয়া আরো ২
কহিলেন, আমি যিহোবাঃ; আমি ইব্রাহীমের ও ইস্‌হাকের ৩
ও যাকুবের কাছে যিহোবাঃ নামে বিখ্যাত না হইয়া
সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর নামে বিখ্যাত হইলাম। এবং কিনান্‌- ৪
দেশ অর্থাৎ তাহাদের প্রবাসের দেশ আমি তাহাদিগকে
দিব, তাহাদের সহিত এই নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম।
এইক্ষণে মিস্রিদের কাছে দাসত্বে নিযুক্ত ইস্রায়েল্‌ বং- ৫
শের কাতরোক্তি শুনিয়া আপনার সেই নিয়ম স্মরণ
করিলাম। অতএব ইস্রায়েল্‌ বংশকে কহ, আমি পরমে- ৬
শ্বর মিস্রিদের ভার বহনহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব,
ও দাসত্বহইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিব, এবং বিস্তীর্ণ
বাহু ও মহাদণ্ডদ্বারা তোমাদিগকে উদ্ধার করিব। আমি ৭
তোমাদিগকে আপন লোক করিয়া তোমাদের ঈশ্বর হইব;
তাহাতে আমি যে মিস্রিদের ভার বহনহইতে তোমাদের
বহিষ্কারী প্রভু পরমেশ্বর, তাহা জ্ঞাত হইবা। আমি ৮
ইব্রাহীম্‌কে ও ইস্‌হাক্‌কে ও যাকুব্‌কে যে দেশ দিতে দিব্য
করিয়াছি, সেই দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইয়া তো-
মাদের অধিকার দিব; যেহেতুক আমিই পরমেশ্বর।
পরে মসা ইস্রায়েল্‌ বংশকে তদনুসারে কহিল বটে, ৯

কিন্তু তাহারা মনের দুঃখ ও কঠিন দাসত্ব হেতুক মূসার
কথাতে মনোযোগ করিল না।
১০ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি যাইয়া মিসর-
১১ রের রাজা ফিরৌণ্‌কে কহ, তুমি ইস্রায়েল্‌ বংশকে আ-
১২ পন দেশহইতে বিদায় কর। তাহাতে মূসা পরমেশ্বরকে
কহিল, দেখ, ইস্রায়েল্‌ বংশ আমার কথায় মনোযোগ
করিল না; তবে অস্ফুটবাক্‌ যে আমি, আমার কথা
১৩ ফিরৌণ্‌ কি প্রকারে শুনিবে? তখন পরমেশ্বর মূসাকে ও
হারোণ্‌কে কহিলেন, এবং ইস্রায়েল্‌ বংশকে মিসর্‌দেশ
হইতে বাহির করণার্থে মিসরের রাজা ফিরৌণের ও
ইস্রায়েল্‌ বংশের নিকটে কহিবার জন্যে তাহাদিগকে
আজ্ঞা করিলেন।
১৪ এই সকল লোক আপন ২ পিতৃবংশের প্রধান ছিল।
ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুবেনের সন্তান হনোক্‌ ও পল্লূ ও
হিষ্রোণ্‌ ও কর্ম্মি; ইহারা রুবেনের বংশ।
১৫ এবং শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল্‌ ও যামীন্‌ ও ওহদ্‌ ও
যাখীন্‌ ও সোহর্‌ ও কিনানীয় স্ত্রীর পুত্র শৌল্‌; ইহারা
শিমিয়োনের বংশ।
১৬ বংশানুসারে লেবির বংশের নাম। গের্শোন্‌ ও
কিহাৎ ও মিরারি; লেবির বয়ঃক্রম একশত সাঁইত্রিশ
১৭ বৎসর ছিল। ও বংশানুসারে গের্শোনের সন্তানদের নাম
১৮ লিব্‌নি ও শিমিয়ি। এবং কিহাতের সন্তান অম্রাম্‌ ও
যিষ্‌হর ও হিব্রোণ্‌ ও উষীয়েল; ঐ কিহাতের একশত
১৯ তেত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ও মিরারির সন্তান মহ-
২০ লি ও মূশি; ইহারা পুরুষানুসারে লেবির বংশ। এবং
অম্রাম আপন পিষী যোকেবদ্‌কে বিবাহ করিলে সে স্ত্রী
তাহার ঔরসে হারোণ্‌কে ও মূসাকে প্রসব করিল; ঐ
২১ অম্রামের আয়ু একশত সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল। ও যিষ্‌হ-
২২ রের সন্তান্‌ কোরহ ও নেফগ্‌ ও সিথ্রি; এবং উষীয়ে-
২৩ লের সন্তান মীশায়েল্‌ ও ইলীষাফন্‌ ও সিথ্রি। এবং

হারোণ্ অম্মীনাদবের কন্যা নহশোনের ভগিনী ইলীশে-
বাকে বিবাহ করিল; তাহাতে সে স্ত্রী তাহার নিমিত্তে নাদ-
বকে ও অবীহূকে ও ইলিয়াসর্কে ও ঈথামরকে প্রসব
করিল। এবং কোরহের সন্তান অসীর্ ও ইল্কানা ও অবী- ২৪
য়াসফ্; ইহারা কোরহের বংশ। এবং হারোণের পুত্র ২৫
ইলিয়াসর্ পূটীয়েলের এক কন্যাকে বিবাহ করিলে সে
তাহার কারণ পীনিহস্কে প্রসব করিল; ইহারা লেবীয়-
দের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে বংশানুসারে প্রধান ছিল।
মিসর্দেশহইতে সৈন্যের সহিত ইস্রায়েল বংশকে আন- ২৬
য়ন কর, পরমেশ্বর যাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, তাহারা
এই হারোণ্ ও মূসা। এবং যাহারা মিসর্হইতে ইস্রায়েল্ ২৭
বংশকে প্রেরণ করিতে ফিরৌণ্ রাজাকে আজ্ঞা দিল,
তাহারা এই মূসা ও হারোণ।

অপর যে দিনে পরমেশ্বর মিসরদেশে মূসাকে কহি- ২৮
লেন, সেই দিনে এই কথা কহিলেন, আমি পরমেশ্বর; ২৯
তোমাকে যাহা কহি, তাহা মিস্রীয় রাজা ফিরৌণ্কে কহ।
তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কহিল, অস্পষ্টবাক্ ৩০
যে আমি, আমার কথা ফিরৌণ্ কি প্রকারে শুনিবে?

৭ অধ্যায়।

অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, দেখ, আমি ফিরৌ- ১
ণের কাছে তোমাকে ঈশ্বরস্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিলাম,
ও তোমার ভ্রাতা হারোণ্ তোমার প্রচারক হইবে। আমি ২
তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি, সে সকল কথা তুমি কহিবা; ও
তোমার ভ্রাতা হারোণ্ ইস্রায়েল্ বংশকে দেশহইতে
পাঠাইয়া দিতে ফিরৌণ্কে কহিবে। কিন্তু আমি ফিরৌ- ৩
ণের হৃদয় কঠিন করিব, এবং মিসর্দেশে বাহুল্য রূপে
আমার চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিব; তথাপি ফিরৌণ্
তোমাদের কথায় মনোযোগ করিবে না। অতএব আমি ৪
মিসর্দেশের প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়া মহাদণ্ড দিয়া
মিসর্হইতে আপন সৈন্যদিগকে, অর্থাৎ আপন লোক

৫ ইস্রায়েল্ বংশকে বাহির করিব। আমি মিস্রুদের প্রতি
আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাদের মধ্যহইতে ইস্রায়েল্
বংশকে বাহির করিয়া আনিলে আমিই যে পরমেশ্বর,
৬ তাহা তাহারা জানিবে। পরে মূসা ও হারোণ্ পরমেশ্বরের
৭ আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল। ফিরৌণের সহিত কথা কহ-
নের সময়ে মূসার অশীতি ও হারোণের তিরাশী বৎসর
বয়স ছিল।
৮ অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণ্কে কহিলেন,
৯ তোমরা আপনাদের কোন চিহ্ন দেখাও, এমত কথা যদি
ফিরৌণ্ তোমাদিগকে কহে, তবে হারোণ্কে কহিও, তুমি
যষ্টি লইয়া ফিরৌণের সম্মুখে নিক্ষেপ কর; তাহাতে
১০ সে যষ্টি সর্প হইবে। তখন মূসা ও হারোণ্ ফিরৌণের
নিকটে গিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল;
এবং হারোণ্ ফিরৌণের ও তাহার দাসগণের সম্মুখে
১১ আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাহা সর্প হইল। তখন
ফিরৌণ্ আপন বিদ্বানদিগকে ও গুণিগণকে ডাকিল;
তাহাতে এই মিস্রীয় মায়াবি লোকেরা আপনাদের মা-
১২ য়াতে তদ্রূপ করিল। ফলতঃ তাহারা প্রত্যেকে আপন ২
যষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে সকলি সর্প হইল, কিন্তু হারো-
১৩ ণের যষ্টি তাহাদের সকল যষ্টি গ্রাস করিল। তাহাতে
ফিরৌণের হৃদয় কঠিন হইলে পরমেশ্বর যেমন কহিয়া-
ছিলেন, তদনুসারে সে তাহাদের কথায় মনোযোগ
করিল না।
১৪ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ফিরৌণের হৃদয়
কঠিন হইয়াছে, তাহাতে সে লোকদিগকে যাইতে দিতে
১৫ সম্মত নহে। অতএব তুমি প্রাতঃকালে ফিরৌণের নিকটে
যাও, দেখ, সে জলের দিগে গেলে তাহার আগমন
পর্য্যন্ত তুমি নদীতীরে দাঁড়াও, এবং যে যষ্টি সর্প হইয়া-
১৬ ছিল, তাহাও হস্তে গ্রহণ কর। এবং ফিরৌণ্কে কহ,
তুমি প্রান্তরে আমার সেবা করিতে আমার লোকদিগকে

যাইতে দেও; ইব্রীয়দের প্রভু পরমেশ্বর আমাকে এই কথা
কহিতে তোমার নিকটে পাঠাইলেন, কিন্তু দেখ, তুমি এ
কথাতে মনোযোগ করিলা না। পরমেশ্বর এই রূপ কহি- ১৭
তেছেন, দেখ, আমি আপন হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা নদীর
জলে প্রহার করিব,তাহাতে নদীর জল রক্ত হইবে। এবং ১৮
নদীতে যে সকল মৎস্য আছে, তাহারাও মরিবে, ও নদী
দুর্গন্ধ হইবে; তাহাতে মিস্রীয় লোকেরা নদীর জল পান
করিতে বিরক্ত হইবে; ইহাতে আমিই যে পরমেশ্বর,
ইহা জ্ঞাত হইবা।

পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, হারোণ্‌কে এই ১৯
কথা কহ, তুমি আপন যষ্টি লইয়া মিসর্‌দেশের জলের
উপরে অর্থাৎ তাহার স্রোত ও নদী ও সরোবর ও
অন্যান্য জলাশয়, এই সকলের উপরে আপন হস্ত
বিস্তার কর; তাহাতে তাহারা রক্ত হইবে, এবং মিসর্‌
দেশের সর্ব্বত্র কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় পাত্রেতেও রক্ত হইবে।
তখন মূসা ও হারোণ্‌ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই ২০
রূপ করিল, ফলতঃ যষ্টি লইয়া ফিরৌণের ও তাহার
দাসগণের সম্মুখে নদীর জলের উপরে প্রহার করিল;
তাহাতে নদীর তাবৎ জল রক্ত হইল; এবং নদীর তাবৎ ২১
মৎস্য মরিলে নদী দুর্গন্ধ হইল, তাহাতে মিস্রিরা নদীর
জল পান করিতে পারিল না, এবং সকল মিসর্‌দেশে
রক্ত হইল। তখন মিস্রীয় মায়াবি লোকেরাও আপ- ২২
নাদের মায়াতে তদ্রূপ করিল; তাহাতে ফিরৌণের হৃদয়
কঠিন হইলে ঈশ্বরের বচনানুসারে সে তাহাদের কথায়
মনোযোগ করিল না। পরে ফিরৌণ্‌ ফিরিয়া আপন ২৩
ঘরে গেল; ইহাতেও মনোযোগ করিল না। কিন্তু তাবৎ ২৪
মিস্রীয় লোক নদীর জল পান করিতে না পারিলে পানীয়
জলের নিমিত্তে নদীর চতুর্দ্দিগে খনন করিল।

৮ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের নদীতে আঘাত করণের পর সাত দিন
সমাপ্ত হইলে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ফিরৌ-
ণের নিকটে যাইয়া তাহাকে এই কথা কহ, পরমেশ্বর
এই কথা কহেন, আমার সেবা করিতে আমার লোক-
২ দিগকে যাইতে দেও। যদি যাইতে দিতে অসম্মত হও,
তবে আমি ভেকদ্বারা তোমার তাবৎ প্রদেশ নষ্ট করিব।
৩ নদীতে অতিশয় ভেক উৎপন্ন করিব; তাহাতে সে সকল
ভেক উঠিয়া তোমার গৃহে ও শয়নাগারে ও শয্যাতে, এবং
তোমার দাসগণের গৃহে, ও তোমার লোকদের গৃহে,
ও তোমার তুন্দুরে ও তোমার আটামর্দ্দনের পাত্রেতে
৪ প্রবেশ করিবে। এবং তোমার ও তোমার লোকদের ও
৫ দাসগণের উপরে উঠিবে। পরে পরমেশ্বর মূসাকে
কহিলেন, হারোণ্‌কে কহ, তুমি স্রোতের ও নদীর ও
জলাশয়ের উপরে যষ্টিবিশিষ্ট হস্ত বিস্তার করিয়া মি-
৬ সর্‌দেশের উপরে ভেকের আগমন করাও। তাহাতে
হারোণ্‌ মিসরের সকল জলের উপরে আপন হস্ত
বিস্তার করিলে ভেকগণ উঠিয়া মিসর্‌দেশ ব্যাপ্ত করিল।
৭ তখন মায়াবিরাও আপন মায়াতে সেই রূপ করিয়া মিসর্‌-
দেশের উপরে ভেক আনিল।

৮ পরে ফিরৌণ্‌ মূসাকে ও হারোণ্‌কে ডাকাইয়া কহিল,
আমাহইতে ও আমার লোকদিগের হইতে এই সকল
ভেক দূর করিতে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তা-
হাতে আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম করিতে লোক-
৯ দিগকে যাইতে দিব। তখন মূসা ফিরৌণ্‌কে কহিল, ভেক
সকল যেন তোমাহইতে ও তোমার গৃহহইতে দূর হয়,
ও কেবল নদীতে থাকে, তোমার ও তোমার দাসগণের ও
লোক সকলের নিমিত্তে পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা
১০ কবে করিব? তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বল। সে
কহিল, কল্য করিও; তখন সে কহিল, আমাদের প্রভু

পরমেশ্বরের তুল্য কেহ নাই, ইহা যেন তুমি জ্ঞাত হও,
এই জন্যে তোমার বাক্যানুসারেই হউক। ভেকগণ তো- ১১
মাহইতে ও তোমার গৃহ ও দাস ও লোক সকলহইতে দূর
হইয়া কেবল নদীতেই থাকিবে। পরে মূসা ও হারোণ্ ১২
ফিরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গেল, এবং মূসা ফিরৌ-
ণের বিরুদ্ধে উৎপন্ন ভেকগণ বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে
প্রার্থনা করিল। তাহাতে পরমেশ্বর মূসার প্রার্থনা সিদ্ধ ১৩
করিলে ফিরৌণের গৃহে ও গ্রামে ও ক্ষেত্রে সকল ভেক
মরিল। তখন লোকেরা সে সকল একত্র করিয়া ঢিবি ১৪
করিলে দেশে দুর্গন্ধ হইল। কিন্তু ফিরৌণ্ বিপদের ১৫
নিবৃত্তি দেখিয়া পুনর্ব্বার আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া
পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তাহাদের কথাতে মনোযোগ
করিল না।

তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, হারোণ্কে কহ, ১৬
সমুদয় মিসর্দেশে যেন উকুণ হয়, এই নিমিত্তে তুমি
আপন যষ্টি উঠাইয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার কর। তাহাতে ১৭
তাহারা সেই রূপ করিল; ফলতঃ হারোণ্ আপন যষ্টি-
বিশিষ্ট হস্ত উঠাইয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার করিলে
মনুষ্যগণেতে ও পশুগণেতে উকুণ হইল, এবং মিসর্-
দেশের ভূমিস্থ সকল ধূলি উকুণ হইল। তখন মায়াবিরা ১৮
আপনাদের মায়াতে তদ্রূপ করিয়া উকুণ উৎপন্ন করিতে
যত্ন করিল বটে, কিন্তু কিছুই পারিল না। এবং উকুণ ১৯
মনুষ্যগণেতে ও পশুগণেতে হইলে তাহারা ফিরৌণ্কে
কহিল, এ ঈশ্বরের অঙ্গুলিকৃত কর্ম্ম; তথাপি ফিরৌণ্
অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তাহা-
দের কথায় মনোযোগ করিল না।

অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি প্রত্যূষে ২০
উঠিয়া ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াও; দেখ, সে জলের
নিকটে আইলে তাহাকে এই কথা কহ, পরমেশ্বর
কহেন, আমার সেবা করিতে আমার লোকদিগকে যা-

২১ ইতে দেও। কিন্তু যদি আমার লোকদিগকে যাইতে না
দেও, তবে আমি তোমাতে ও তোমার দাসগণেতে ও
লোকেতে ও গৃহেতে এমন মশকের ঝাঁক প্রেরণ করিব,
যে তাহাদ্বারা মিস্রিদের গৃহ ও গ্রাম পরিপূর্ণ হইবে।
২২ কিন্তু জগতের মধ্যে কেবল আমিই পরমেশ্বর, ইহা তো-
মাকে জ্ঞাত করিতে সে দিনে আমার লোকদের নিবাস-
স্থান গোশন্‌প্রদেশ ভিন্ন করিব; সে স্থানে মশকের ঝাঁক
২৩ হইবে না। আমি কল্য আপন লোকদের ও তোমার
২৪ লোকদের ভেদ করিব, এবং কল্য এ চিহ্ন হইবে। পরে
পরমেশ্বর সেই রূপ করিলেন, তাহাতে ফিরৌণের ও
তাহার দাসগণের গৃহে ও সমুদয় মিসর্‌দেশে মশকের
এমত বৃহৎ ঝাঁক উপস্থিত হইল, যে তাহাদ্বারা দেশ বিনষ্ট
হইতে লাগিল।
২৫ তখন ফিরৌণ্‌ মূসাকে ও হারোণ্‌কে ডাকাইয়া কহিল,
তোমরা যইয়া দেশের মধ্যে তোমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে
২৬ হোম কর। তাহাতে মূসা কহিল, তাহা আমাদের উপ-
যুক্ত নয়, কেননা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে
মিস্রিদের ঘৃণিত বস্তু দ্বারা হোম করিতে হয়; এখন
মিস্রিদের ঘৃণিত বস্তুর দ্বারা তাহাদের সাক্ষাতে হোম
করিলে লোকেরা কি আমাদিগকে প্রস্তর ফেলিয়া মা-
২৭ রিবে না? অতএব আমরা তিন দিনের পথ প্রান্তরে
যাইয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বর যে আজ্ঞা দিবেন,
২৮ তদনুসারে তাঁহার উদ্দেশে হোম করিব। পরে ফিরৌণ্‌
কহিল, আমি তোমাদিগকে যাইতে দিতেছি, তোমরা
প্রান্তরে গিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম
কর; কিন্তু বহুদূর যাইও না, এবং আমার জন্যে প্রা-
২৯ র্থনা কর। তখন মূসা কহিল, দেখ, তোমার ও তোমার
দাসগণের ও তোমার লোকদের নিকটহইতে কল্য সকল
মশকের ঝাঁক দূর করিতে তোমার নিকটহইতে গিয়া
ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিব, কিন্তু পরমেশ্বরের

উদ্দেশে হোম করিতে লোকদিগকে যাইতে দিতে ফিরৌণ্
পুনর্ব্বার প্রবঞ্চনা না করুক। পরে মূসা ফিরৌণের নিক- ৩০
টহইতে বাহিরে গিয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল।
তাহাতে পরমেশ্বর মূসার প্রার্থনানুসারে ফিরৌণ্ ও ৩১
তাহার দাসগণ ও লোক সকলহইতে তাবৎ মশকের ঝাঁক
দূর করিলেন; তাহার একটিও অবশিষ্ট থাকিল না।
সেই সময়েও ফিরৌণ্ আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া ৩২
লোকদিগকে যাইতে দিল না।

৯ অধ্যায়।

অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ফিরৌণের ১
নিকটে গিয়া তাহাকে কহ, ইব্রিদের প্রভু পরমেশ্বর এই
কথা কহেন, আমার সেবা করিতে তুমি আমার লোক-
দিগকে যাইতে দেও। কিন্তু যদি যাইতে দিতে অসম্মত ২
হইয়া এখন বাধক হও, তবে তোমার ক্ষেত্রস্থ অশ্ব ও ৩
গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ও গো ও মেষ প্রভৃতি পশুদের উপরে
পরমেশ্বর হস্ত বিস্তার করিবেন; তাহাতে তাহার মধ্যে
অতিশয় মহামারী হইবে। কিন্তু পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ ৪
বংশের পশুতে ও মিস্রিদের পশুতে ভেদ করিবেন; তা-
হাতে ইস্রায়েল্ বংশের কোন পশু মরিবে না। পরমেশ্বর ৫
সময় নিরূপণ করিয়া কহিলেন, কল্য আমি দেশে এই
কর্ম্ম করিব। পরদিনে পরমেশ্বর সেইরূপ করিলে মিস্রি- ৬
দের সকল পশু মরিল, কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশের পশুদের
মধ্যে একটাও মরিল না। তখন ফিরৌণ্ লোক প্রেরণ ৭
করিয়া ইস্রায়েল্ বংশের একটা পশুও মরে নাই, ইহা
দেখিল; তথাপি ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন হইলে সে
লোকদিগকে যাইতে দিল না।

অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণ্কে কহিলেন, ৮
তোমরা মুষ্টি পূর্ণ করিয়া চুলার ভস্ম লও, পরে মূসা
ফিরৌণের সাক্ষাতে তাহা আকাশের দিগে ছড়াউক।
তাহাতে মিসর্দেশের উপরে ধূলি হইবে, এবং মিসরের ৯

তাবৎ মনুষ্য ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক হইবে।
১০ তখন তাহারা চুলার ভস্ম লইয়া ফিরৌণের সম্মুখে
দাঁড়াইল; পরে মূসা আকাশের দিগে তাহা ছড়াইয়া
দিলে সকল মনুষ্যদের ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত
১১ স্ফোটক হইল। তখন সকল মিস্রীয় লোকদের ও মায়া-
বিদের গাত্রে স্ফোটক হইলে তাহার নিমিত্তে মায়াবিরা
১২ মূসার সম্মুখেও দাঁড়াইতে পারিল না। পরে পরমেশ্বর
ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন করিলেন; তাহাতে সে মূসার
দ্বারা কথিত পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তাহাদের কথাতে
মনোযোগ করিল না।
১৩ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি প্রত্যূষে
উঠিয়া ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে এই কথা
কহ, ইব্রিদের প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমার সেবা করিতে
১৪ তুমি আমার লোকদিগকে যাইতে দেও। নতুবা আমি এই
সময়ে তোমার অন্তঃকরণের ও তোমার দাসগণের ও
লোকদের উপরে সর্ব্ব প্রকার মহামারী প্রেরণ করিব;
তাহাতে তাবৎ জগতে আমার তুল্য কেহ নাই, ইহা তুমি
১৫ জ্ঞাত হইবা। এখন আমি আপন হস্ত বিস্তার করি-
য়া মহামারীদ্বারা তোমাকে ও তোমার লোকদিগকে
প্রহার করিব; তাহাতে তুমি পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইবা
১৬ আমি তোমাদ্বারা পরাক্রম দেখাইতে ও সমস্ত পৃথিবীতে
আপন নাম প্রকাশ করিতে, এতন্নিমিত্তেই তোমাকে
১৭ স্থাপন করিলাম। কিন্তু তুমি এখনো আমার লোকদিগকে
যাইতে নিষেধ করিয়া আপন দর্প্প প্রকাশ করিতেছ।
১৮ দেখ, আমি কল্য মিসর্দেশে এমত ভারি শিলাবৃষ্টি
করিব, যে মিসরের পত্তনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত এতাদৃশ
১৯ কখনো হয় নাই। এখন লোক প্রেরণ করিয়া ক্ষেত্রে
তোমার পশু প্রভৃতি যাহা থাকে, তাহা একত্র কর;
কেননা যে মনুষ্য ও পশু ক্ষেত্রে থাকিবে, গৃহে আনীত
হইবে না, তাহাদের উপরে শিলাবৃষ্টি হইলে তাহারা

প্রাণত্যাগ করিবে। তখন ফিরৌণের দাসগণের মধ্যে ২০
যে কেহ পরমেশ্বরের কথাহইতে ভীত হইল, সে শীঘ্র
আপন দাস ও পশুগণকে গৃহে আনিল। এবং যে কেহ ২১
পরমেশ্বরের বাক্যেতে মনোযোগ করিল না, সে আপন
দাস ও পশুদিগকে ক্ষেত্রে ত্যাগ করিল।

পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি আকাশের ২২
দিগে আপন হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে মিসর্দেশের
সর্ব্বত্র মনুষ্য ও পশু ও ক্ষেত্রস্থ তৃণ সকলের উপরে
শিলাবৃষ্টি হইবে। পরে মূসা আপন যষ্টি আকাশের ২৩
দিগে বিস্তার করিলে পরমেশ্বর মেঘগর্জন ও শিলাবৃষ্টি
করিলেন, এবং বিদ্যুৎ ভূমির উপরে বেগে গমন করিল;
এইরূপে পরমেশ্বর মিসর্দেশে শিলাবৃষ্টি করিলেন।
তাহাতে শিলার সহিত মিশ্রিত অগ্নিবৃষ্টিও হইলে অতি ২৪
দুঃসহ্য হইল; এরূপ শিলাবৃষ্টি মিসর্দেশে তাহার
স্থাপনাবধি কখনো হয় নাই। তাহাতে তাবৎ মিসরদে- ২৫
শের ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু সকলেই শিলাদ্বারা হত
হইল, ও ক্ষেত্রের সকল তৃণ শিলাবৃষ্টিদ্বারা নষ্ট হইল,
ও ক্ষেত্রের সকল বৃক্ষ ভগ্ন হইল। কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশের ২৬
বাসস্থান গোশন্ প্রদেশে শিলাবৃষ্টি হইল না।

পরে ফিরৌণ্ লোক প্রেরণ করিয়া মূসাকে ও হারো- ২৭
ণকে ডাকাইয়া কহিল, এই এক বার আমি পাপ কহিলাম,
পরমেশ্বর প্রকৃত, কিন্তু আমি ও আমার লোকেরা দুষ্কৃত।
গভীর মেঘগর্জ্জন ও শিলাবৃষ্টি যেন আর অধিক না হয়, ২৮
এই জন্যে তোমরা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর,
কেননা যাহা হইয়াছে, সেই প্রচুর; তাহাতে আমি
তোমাদিগকে যাইতে দিব, তোমাদের আর বিলম্ব হইবে
না। মূসা তাহাকে কহিল, আমি এখনই নগরহইতে ২৯
যাইয়া পরমেশ্বরের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিব,
তাহাতে মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত হইবে, ও শিলাবৃষ্টি আর
হইবে না; এবং এই পৃথিবী পরমেশ্বরের, তাহা তুমি

৩০ জ্ঞাত হইবা। কিন্তু তুমি ও তোমার দাসগণ তোমরা
এখনো প্রভু পরমেশ্বরহইতে ভীত নও, তাহা আমি জানি।
৩১ মশিনা ও যব সকলি নষ্ট হইল, কেননা যব শীষযুক্ত
৩২ ও মশিনা সুটিযুক্ত ছিল। কিন্তু গোম ও জনরা বড় না
৩৩ হওয়াতে নষ্ট হইল না। পরে মূসা ফিরৌণের নিকটহইতে
নগরের বাহিরে গিয়া পরমেশ্বরের প্রতি আপন হস্ত
বিস্তার করিলে মেঘগর্জ্জন ও শিলাবৃষ্টি নিবৃত্ত হইল,
৩৪ ভূমিতে আর বৃষ্টি হইল না। তখন বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি
ও মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত দেখিয়া ফিরৌণ্ আরো পাপ করিল,
এবং সে ও তাহার দাসগণ অন্তঃকরণ কঠিন করিল।
৩৫ ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন হইলে মূসার উক্ত পরমেশ্ব-
রের বাক্যানুসারে সে ইস্রায়েল্ বংশকে যাইতে দিল না।

১০ অধ্যায়।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ফিরৌণের
নিকটে যাও, আমি যেন তাহার সম্মুখে আপন চিহ্ন
২ প্রকাশ করি, এবং আমি মিসরেতে যে ২ কর্ম্ম ও তাহা-
দের মধ্যে যে ২ চিহ্ন করিলাম, তাহা তোমরা আপন
পুত্র ও পৌত্রের কর্ণে যেন কহ, এবং আমিই পরমেশ্বর,
ইহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও, এই জন্যে ফিরৌণের ও
৩ তাহার দাসগণের অন্তঃকরণ কঠিন করিলাম। তখন মূসা
ও হারোণ্ ফিরৌণের নিকটে গিয়া কহিল, ইব্রিদের
প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তুমি আমার সম্মুখে নম্র হইতে
কত কাল অসম্মত থাকিবা? আমার সেবা করিতে আমার
৪ লোকদিগকে যাইতে দেও। কিন্তু যদি যাইতে দিতে অসম্মত
হও, তবে দেখ, কল্য তোমার দেশেতে আমি পঙ্গপাল
৫ আনিব। তাহারা তোমার ভূমি সকল এমত আচ্ছন্ন
করিবে, যে তাহা কেহ দেখিতে পাইবে না; এবং শিলা-
বৃষ্টিহইতে রক্ষিত ও অবশিষ্ট যে কিছু আছে, তাহা
তাহারা খাইবে এবং ক্ষেত্রহইতে উৎপন্ন তোমাদের
৬ বৃক্ষ সকলও খাইবে। এবং তাহাদ্বারা তোমার গৃহ ও

তোমার দাসগণের গৃহ ও মিস্রীয় লোকদের গৃহ পরিপূর্ণ
হইবে; তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা ও পূর্ব্বপুরুষদের পূর্ব্ব-
পুরুষেরা পৃথিবীতে জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত কখনো এরূপ
দেখে নাই; তখন মূসা মুখ ফিরাইয়া ফিরৌণের নিকট-
হইতে বাহিরে গেল।

পরে ফিরৌণের দাসগণ তাহাকে কহিল, এ মানুষ ৭
কত কাল আমাদের ফাঁদস্বরূপ থাকিবে? এই লোকদের
প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিতে ইহাদিগকে যাইতে দেও,
মিসর্দেশ নষ্ট হইল, তাহা কি তুমি এখনও বুঝ না?
তখন মূসা ও হারোণ্ ফিরৌণের নিকটে পুনর্ব্বার আ- ৮
নীত হইলে সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আপন
প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিতে যাও, কিন্তু কে ২ যাইবা?
তাহাতে মূসা কহিল, আমরা আপন২ বালক ও বৃদ্ধ- ৯
দিগকেও সঙ্গে লইয়া যাইব, এবং আমাদের পুত্রগণকে ও
কন্যাগণকে এবং গবাদি মেষপালকেও সঙ্গে লইয়া যা-
ইব, কেননা পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসব করিতে হইবে।
তখন ফিরৌণ্ তাহাদিগকে কহিল, পরমেশ্বর যদ্যপি ১০
তোমাদের সহায় থাকেন, তথাপি আমি তোমাদিগকে
ও তোমাদের বালকগণকে যাইতে দিব না, সাবধান, গেলে
তোমাদের অমঙ্গল ঘটিবে। এরূপ নয়, তোমাদের পুরু- ১১
ষেরা গিয়া পরমেশ্বরের সেবা করুক, আর তোমরাও
ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলা; পরে তাহারা ফিরৌণের
সম্মুখহইতে দূরীকৃত হইল।

অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি মিসর্দেশে ১২
পঙ্গপালার্থে আপন হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে তাহারা
মিসর্দেশে আসিয়া শিলাবৃষ্টিহইতে অবশিষ্ট ভূমির
তৃণাদি সকল ভক্ষণ করিবে। তখন মূসা মিসর্দেশের ১৩
উপরে আপন যষ্টি বিস্তার করিলে পরমেশ্বর দেশে
সমস্ত দিবারাত্রি পূর্ব্বীয় বায়ু বহাইলেন; পরে প্রাতঃ-
কালে পূর্ব্বীয় বায়ু দ্বারা পঙ্গপাল উপস্থিত হইল। তা- ১৪

হাতে সমুদয় মিসর্‌দেশে পঙ্গপাল ব্যাপ্ত হইল; মিস-
রের তাবৎ প্রদেশে পঙ্গপাল পড়িল; সেরূপ ভয়ানক
পঙ্গপাল কখনো ছিল না, এবং পরেও কখনো হইবে
১৫ না। তাহারা সকল ভূমি আচ্ছন্ন করিল, ও তাহাদের
দ্বারা দেশ অন্ধকারাবৃত হইল, পৃথিবীতে শিলাবৃষ্টি-
হইতে অবশিষ্ট যে সকল ভূমির তৃণ ও বৃক্ষাদির ফল
ছিল, তাহা সকলি তাহারা ভক্ষণ করিল, তাহাতে মিস-
রের তাবৎ দেশে কোন বৃক্ষেতে ও ক্ষেত্রের তৃণেতে কিঞ্চিৎ-
মাত্র হরিদ্বর্ণ থাকিল না।
১৬ তখন ফিরৌণ্‌ মূসাকে ও হারোণ্‌কে শীঘ্র ডাকাইয়া
কহিল, আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের ও তোমাদের
১৭ বিরুদ্ধে পাপ করিলাম। বিনয় করি, কেবল এই বার আ-
মার পাপ ক্ষমা করিয়া আমাহইতে এই মৃত্যুস্বরূপকে
দূর করিতে আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা
১৮ কর। তাহাতে সে ফিরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গিয়া
১৯ পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর প্রবল
পশ্চিম বায়ু আনাইয়া দেশহইতে পঙ্গপালদিগকে উঠা-
ইয়া সূফ্‌সাগরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে মিসরের কোন
২০ প্রদেশে একটাও পঙ্গপাল থাকিল না। কিন্তু পরমেশ্বর
ফিরৌণের হৃদয় কঠিন করিলে সে ইস্রায়েল্‌ বংশকে
যাইতে দিল না।
২১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি আকাশের
দিগে হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে মিসর্‌দেশে অন্ধকার
২২ হইবে ও অন্ধকার প্রযুক্ত লোকেরা হাঁতড়াইবে। পরে
মূসা আকাশের দিগে হস্ত বিস্তার করিলে তিন দিন
পর্য্যন্ত মিসর্‌দেশের সর্ব্বত্র এমত গাঢ় অন্ধকার হইল,
২৩ যে এক জন অন্যকে দেখিতে পাইল না, ও তিন দিন
পর্য্যন্ত কেহ আপন স্থানহইতে উঠিতে পারিল না; কিন্তু
ইস্রায়েল্‌ বংশের সকল বাসস্থানে আলো ছিল।
২৪ তখন ফিরৌণ্‌ মূসাকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা পর-

মেশ্বরের সেবা করিতে যাও; তাহাতে তোমাদের সঙ্গে
বালকগণও যাউক, কেবল তোমাদের মেষগবাদির পাল
থাকুক। তাহাতে মূসা কহিল, আমরা আপনাদের প্রভু ২৫
পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে বলি ও হোম দ্রব্য উৎসর্গ
করিব, তাহা আমাদের হস্তে তোমার দিতে হয়। আমা- ২৬
দের পশুগণ আমাদের সহিত যাইবে, তাহার এক খূরও
অবশিষ্ট থাকিবে না; কেননা আমাদের প্রভু পর-
মেশ্বরের সেবার্থে তাহাদের মধ্যহইতে দ্রব্য লইতে
হইবে, কিন্তু কি দ্রব্যের দ্বারা পরমেশ্বরের সেবা কর্ত্তব্য,
তাহা সেস্থানে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে আমরা জানি না।
অপর পরমেশ্বর ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন করিলে ২৭
সে তাহাদের গমনে সম্মত হইল না। পরে ফিরৌণ্ তাহাকে ২৮
কহিল, আমার নিকটহইতে দূর হও; কিন্তু সাবধান,
আমার মুখ আর কখন দেখিও না; যেদিনে আমার
মখ দেখিবা, সেই দিনেই মরিবা। তাহাতে মূসা কহিল, ২৯
তুমি ভাল কহিলা, তোমার মুখ আর কখন দেখিব না।

১১ অধ্যায়।

পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি ফিরৌণের ও মিস- ১
রের উপরে আর এক উৎপাত আনিলে পর সে তোমা-
দিগকে এ স্থানহইতে যাইতে দিবে, এবং যাইতে দেওন
সময়ে তোমাদিগকে সর্ব্ব শুদ্ধ বাহির করিয়া দিবে। অতএব ২
এখন লোকদের কর্ণগোচরে কহ, প্রত্যেক পুরুষ আপন
প্রতিবাসিহইতে, ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন প্রতিবাসিনীহইতে
রূপ্যপাত্র ও স্বর্ণপাত্র চাহিয়া লউক। পরে পরমেশ্বর ৩
মিস্রিদের দৃষ্টিতে লোকদিগকে দয়ার পাত্র করিলেন,
এবং মিসর্দেশে ফিরৌণের দাসদের ও লোকদের
দৃষ্টিতে মূসা অতি সম্ভ্রান্ত পুরুষ হইল।
পরে মূসা কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি ৪
দুই প্রহর রাত্রি সময়ে মিসরের মধ্য দিয়া যাইব।
তাহাতে মিসর্দেশস্থিত সকল প্রথমজাত অর্থাৎ সিংহা- ৫

সমস্থ ফিরৌণের প্রথমজাত অবধি ও পেষণকর্ত্রী দাসীর
প্রথমজাত পর্য্যন্ত মরিবে, এবং পশুদেরও সকল প্রথম-
৬ জাত মরিবে। তাহাতে তাবৎ মিসর্দেশে কখনো হয়
৭ নাই ও হইবে না, এমত মহারোদন হইবে। কিন্তু পরমে-
শ্বর মিস্রীয় লোকেতে ও ইস্রায়েল্ লোকেতে ভেদ করেন,
ইহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও, এই জন্যে ইস্রায়েল্ বংশের
মনুষ্যদের ও পশুদের প্রতি এক কুক্কুরও জিহ্বা দোলা-
৮ ইবে না। তাহাতে তোমার এই সকল দাসেরা আমার
নিকটে নামিয়া আসিবে ও আমাকে প্রণাম করিয়া
কহিবে, তুমি ও তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তি লোকেরা বাহির হও;
পরে আমি বাহির হইব। তাহার পর সে মহাক্রুদ্ধ ফিরৌ-
ণের নিকটহইতে বাহিরে গেল।
৯ পরমেশ্বর মূসাকে কহিয়াছিলেন, ফিরৌণ্ তোমাদের
কথাতে মনোযোগ করিবে না, তাহাতে আমি মিসর্দেশে
১০ আপন ২ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বৃদ্ধি করিব। আর মূসা ও
হারোণ্ ফিরৌণের সাক্ষাতে এই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম
করিয়াছিল; কিন্তু পরমেশ্বর ফিরৌণের হৃদয় কঠিন
করিলে সে দেশহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে যাইতে দিল না।

১২ অধ্যায়।

১ অপর মিসর দেশে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণ্কে
২ কহিলেন, এই মাস তোমাদের প্রধান মাস ও বৎসরের
প্রথম মাস হইবে।
৩ ইস্রায়েল্ বংশীয় তাবৎ মণ্ডলীকে এই কথা কহ, এই
মাসের দশম দিনে তোমরা প্রত্যেক গৃহস্থ পিতৃগৃহানু-
৪ সারে এক ২ বাটীর কারণ এক ২ মেষশাবক লও। আর
মেষ ভোজন করিতে যদি পরিজন অল্প হয়, তবে সে ও
তাহার প্রতিবাসী এক মেষশাবককে লইবে, ও তোমরা
লোকদের সংখ্যা ও ভোজন শক্ত্যনুসারে মেষশাবকের
৫ বিষয়ে গণনা করিবা। তোমরা মেষপালের ও ছাগপালের
মধ্যহইতে নির্দ্দোষ ও এক বৎসর বয়স্ক পুংশাবক লইয়া

ঐ মাসের চতুর্দ্দশ দিন পর্য্যন্ত রাখিবা। পরে তোমরা ৬
ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী সন্ধ্যাকালে সেই শাবক
বলিদান করিবা। এবং তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া সেই ৭
মেষ ভোজনের গৃহের দ্বারের দুই পার্শ্বস্থ কাষ্ঠে ও উপ-
রিস্থ কাষ্ঠে ছিটাইয়া দিবা। অপর সেই রাত্রিতে অগ্নিতে ৮
দগ্ধ মাংস ও তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিবা ও তিক্ত
শাকের সহিত ভোজন করিবা। ঐ মাংস অপক্ক কিম্বা ৯
জলে সিদ্ধ ভোজন করিও না, কিন্তু অগ্নিতে তাহার মুণ্ড
ও জংঘা ও শরীর সর্ব্ব শুদ্ধ দগ্ধ করিয়া ভোজন করিও।
এবং প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই রাখিও না; ১০
যদ্যপি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে
তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিও।

এই রূপে তোমরা কটিবন্ধন করিয়া চরণে পাদুকা দিয়া ১১
হস্তে যষ্টি লইয়া তাহা ভোজন করিবা; ইহা পরমেশ্বরের
নিস্তারপর্ব্ব হইবে, এই নিমিত্তে তোমরা শীঘ্র তাহা
ভোজন করিবা। কেননা আমি অদ্য রাত্রিতে মিসর্- ১২
দেশের মধ্য দিয়া যাইয়া মিসর্দেশের মনুষ্য ও
পশ্বাদির তাবৎ প্রথমজাতকে প্রহার করিব; এবং মিস্রীয়
তাবৎ দেবের দণ্ড করিব; আমিই পরমেশ্বর। অতএব ১৩
তোমরা যে ২ গৃহে থাক, সে ২ গৃহে ঐ রক্তের চিহ্ন রা-
খিলে যে সময়ে আমি মিসরদেশের দণ্ড করিব, তৎকালে
সেই রক্ত দেখিয়া তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব, এবং
সেই দণ্ড তোমাদিগকে নষ্ট করিতে তোমাদের প্রতি ঘটিবে
না। সেই দিবস যেন তোমাদের স্মরণে থাকে, এই জন্যে ১৪
তোমরা পুরুষানুক্রমে সেই দিনকে পরমেশ্বরের পর্ব্ব-
রূপে পালন করিও; এই পর্ব্ব নিত্য বিধিমতে পালন
করিও। আর তোমরা সাত দিন পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটী ১৫
খাইও, কিন্তু প্রথম দিনে আপনাদের গৃহহইতে তাড়ীযুক্ত
রুটী দূর করিও, কেননা যে জন প্রথম দিনাবধি সপ্তম
দিন পর্য্যন্ত তাড়ীযুক্ত রুটী খাইবে, সে ইস্রায়েল্ বংশ

১৬ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। আর প্রথম দিনে তোমাদের পবিত্র
সমারোহ হইবে, এবং সপ্তম দিনেও তোমাদের পবিত্র
সমারোহ হইবে, আর ঐ দুই দিনে প্রত্যেক প্রাণির
খাদ্য আয়োজন ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ম্ম করিও না,
১৭ কেবল তাহা তোমাকর্তৃক সিদ্ধ হউক। এইরূপে তোমরা
তাড়ীশূন্য রুটী পর্ব্ব পালন করিও, কেননা সেই দিনেই
আমি মিসর্দেশহইতে তোমাদের সকলকে উদ্ধার
করিব; অতএব তোমরা পুরুষানুক্রমে বিধিমতে এই
পর্ব্ব পালন করিও।

১৮ তোমরা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সায়ংকালাবধি
ও এক বিংশতি দিনের সায়ংকাল পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য
১৯ রুটী ভোজন করিও। সপ্তাহ তোমাদের গৃহে তাড়ীর
অভাব হউক, কেননা বিদেশী কি স্বদেশী যে জন ইহাতে
তাড়ীমিশ্রিত রুটী খাইবে, সে ইস্রায়েল্ বংশের মণ্ডলী-
২০ হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। তোমরা তাড়ীযুক্ত কোন দ্রব্য খা-
ইও না, তোমরা আপন ২ তাবৎ গৃহে তাড়ীশূন্য রুটী
খাইও।

২১ তখন মূসা ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রাচীন লোককে
ডাকাইয়া কহিল, তোমরা আপনাদের জন্যে আপন ২
পরিজনানুসারে এক ২ মেষশাবক লইয়া নিস্তারপর্ব্বে
২২ বলিদান কর। এবং এক আটি এসোব্ লইয়া পাত্রস্থিত
রক্তে ডুবাইয়া দ্বারের উপরিস্থ কাষ্ঠে ও দুই পার্শ্বস্থ কাষ্ঠে
পাত্রস্থিত রক্ত ছিটাইয়া দেও, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত কেহ
২৩ গৃহদ্বারের বাহিরে যাইও না। কেননা পরমেশ্বর মিস্রি-
দিগকে বধ করিতে তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিবেন,
তাহাতে তোমাদের দ্বারের নিকট দিয়া যাওন কালে
দ্বারের উপরিস্থ কাষ্ঠে ও দুই পার্শ্বস্থ কাষ্ঠে রক্তের চিহ্ন দে-
খিলে তোমাদের গৃহে হন্তাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না।
২৪ এবং তোমরা ও তোমাদের সন্তানেরা বিধিমতে সর্ব্বদা এই
২৫ পর্ব্ব পালন করিবা। এবং পরমেশ্বর আপন প্রতিজ্ঞানু-

সারে তোমাদিগকে যে দেশ দিবেন, সে স্থানে প্রবেশ
করণ কালেও এই পর্ব্ব পালন করিবা। এবং তোমাদের ২৬
সন্তানগণ, তোমাদের এ পর্ব্বের অভিপ্রায় কি? ইহা
জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা কহিবা, পরমেশ্বর মিস্রিদিগকে ২৭
আঘাত করিবার সময়ে ও আমাদের গৃহ রক্ষা করিবার
সময়ে মিসরে প্রবাসি ইস্রায়েল্ বংশের গৃহ ত্যাগ
করিয়া গেলেন, তাহারি এই নিস্তার পর্ব্ব। তখন লোকেরা ২৮
দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল; পরে ইস্রায়েলের সন্তানেরা
যাইয়া মূসার ও হারোণের প্রতি পরমেশ্বরের উক্ত
বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিল।

অনন্তর পরমেশ্বর অর্দ্ধরাত্রি সময়ে সিংহাসনস্থিত ২৯
ফিরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি ও কারাগারস্থিত
লোকদের প্রথমজাত সন্তান পর্য্যন্ত মিসর্দেশস্থিত তাবৎ
প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে
আঘাত করিলেন। তাহাতে ফিরৌণ্ রাত্রিতে উঠিল, ৩০
এবং তাহার দাসগণ ও মিস্রীয় লোকেরা মিসরেতে
মহারোদন করিল, কেননা যে গৃহে এক জন মরে নাই,
এমত গৃহ ছিল না।

তখন রাত্রিকালেই ফিরৌণ্ মূসাকে ও হারোণ্কে ৩১
ডাকাইয়া কহিল, তোমরা ও ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ
উঠিয়া আমার লোকদের মধ্য হইতে বাহির হও, ও
বাহির হইয়া তোমাদের বাক্যানুসারে তোমরা পরমে-
শ্বরের সেবা কর। এবং তোমাদের বাক্যানুসারে মেষ- ৩২
পাল ও গবাদিপাল সকলকে লইয়া যাও, এবং আমা-
কেও আশীর্ব্বাদ কর। তখন ইস্রায়েল্ বংশ যাহাতে ৩৩
শীঘ্র দেশহইতে যায়, মিস্রিরা এমত উদ্যোগ করিল,
কেননা তাহারা কহিল, আমরাও সকলে মৃতকল্প।
তাহাতে লোকেরা তাড়ীযুক্ত করণের পূর্ব্বে আপন২ ৩৪
ছানা ময়দা বস্ত্রে বন্ধন করিয়া স্কন্ধে লইল। এবং ৩৫
ইস্রায়েল বংশ মূসার বাক্যানুসারে মিস্রিদের কাছে

৩৬ স্বর্ণপাত্র ও রূপ্যপাত্র ও বস্ত্র চাহিয়া লইল। পরমেশ্বর
মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলে
তাহারা তাহাদের প্রার্থনানুসারে তাহাদিগকে দিল। এই
রূপে তাহারা মিস্রিদের ধনাদি হরণ করিল।
৩৭ তখন ইস্রায়েলের সন্তানেরা বালক ব্যতিরেকে ছয়
লক্ষ পুরুষ পদব্রজে রামিষেষ্‌হইতে সুক্কোতে যাত্রা
৩৮ করিল। তাহাতে বিদেশীয় অনেক লোক ও মেষগবাদি
৩৯ অনেক পশু তাহাদের সহিত প্রস্থান করিল। পরে
তাহারা মিসর্‌হইতে আনীত ছানাময়দাদ্বারা তাড়ীশূন্য
পিষ্টক প্রস্তুত করিল; তাহার মধ্যে তাড়ী ছিল না,
কেননা তাহারা মিসর্‌হইতে দূরীকৃত হওন কালে বিলম্ব
করিতে না পারাতে আপনাদের জন্যে কিছুই খাদ্য
প্রস্তুত করিতে পারে নাই।
৪০ ইস্রায়েল্‌ বংশ চারিশত ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত মিসর্‌
৪১ দেশে বসতি করিয়াছিল। পরে চারিশত ত্রিশ বৎসর
গত হইলে সেই দিনে পরমেশ্বরের সৈন্য মিসর্‌হইতে
৪২ বাহির হইল। পরমেশ্বরের মিসর্‌দেশহইতে তাহাদের
বাহির করণের নিমিত্তে সে রাত্রি তাঁহার উদ্দেশে অতি
মান্য হইল, ও পরমেশ্বরের সেই রাত্রি ইস্রায়েল্‌ বংশের
পুরুষানুক্রমে অতি মান্য হয়।
৪৩ অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণ্‌কে কহিলেন,
নিস্তারপর্ব্বের এই বিধি; কোন বিদেশি লোক ইহা
৪৪ ভোজন করিবে না। কিন্তু রূপ্যদ্বারা ক্রীত প্রত্যেক পুরুষ
৪৫ দাস যদি ত্বকচ্ছেদী হয়, তবে খাইতে পারে। নতুবা বি-
দেশী কিম্বা বেতনজীবি দাস তাহা খাইতে পারিবে না।
৪৬ আর এক গৃহেতে তাহা ভোজন করিও; সেই মাংসের
কিঞ্চিৎও গৃহের বাহিরে লইয়া যাইও না; ও তাহার
৪৭ এক অস্থিও ভগ্ন করিও না; আর ইস্রায়েল্‌ বংশের সকল
৪৮ মণ্ডলী এই পর্ব্ব করিবে। এবং তোমার সহিত প্রবাসি
কোন বিদেশি লোক যদি পরমেশ্বরের নিস্তারপর্ব্ব পা-

লন করিতে চাহে, তবে সে পুরুষপরিবারের সহিত ত্বক-
ছেদী হইয়া পর্ব্ব করণার্থে আগমন করুক, তাহাতে সে
দেশীয় লোকের তুল্য হইবে; কিন্তু কোন অত্বক্ছেদী
তাহা ভোজন না করুক। আর দেশজাত লোক ও তোমাদের ৪৯
মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয় লোকদের প্রতি একই বিধি
হইবে। তাহাতে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ সেই রূপ ৫০
করিল, অর্থাৎ মূসার ও হারোণের প্রতি পরমেশ্বরের
যে আজ্ঞা ছিল, তদনুসারেই করিল। এইরূপে পরমেশ্বর ৫১
সেই দিনে সৈন্যের সহিত ইস্রায়েল্ বংশকে মিসর্দেশ-
হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

১৩ অধ্যায়।

পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, প্রথমজাত সন্তান- ১
গণকে আমার উদ্দেশে পবিত্র কর; কেননা ইস্রায়েল্ ২
বংশের মধ্যে মনুষ্য কিম্বা পশু হউক, তাহাদের প্রথম
গর্ব্ভের সন্তান আমার হইবে।

অনন্তর মূসা লোকদিগকে কহিল, তোমরা যে দিনে ৩
মিসর্হইতে ও দাসত্বরূপ গৃহহইতে মুক্ত হইলা, অর্থাৎ
যে দিনে পরমেশ্বর সে স্থানহইতে আপন বাহুবলে
তোমাদিগকে বাহির করিলেন, সেই দিনকে স্মরণে রা-
খিও; তাহাতেও তাড়ীযুক্ত রুটী খাইও না। তোমরা ৪
আবীব্ মাসের এই দিনে বাহির হইলা। পরে যে ৫
সময়ে পরমেশ্বর তোমাকে কিনানীয় ও হিত্তিয় ও ইমো-
রীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় দেশে আনিবেন, অর্থাৎ
তিনি তোমাকে যে দেশ দিতে তোমার পুর্ব্বপুরুষদের
কাছে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে
এই মাসে তুমি এই পর্ব্ব পালন করিও। সপ্তাহ পর্য্যন্ত ৬
তাড়ীশূন্য রুটী খাইও, ও সপ্তম দিনে পরমেশ্বরের
উদ্দেশে উৎসব করিও। এবং সপ্তাহ তাড়ীশূন্য রুটীর ৭
ভোজন হউক, এবং তোমার নিকটে তাড়ীযুক্ত রুটী দৃষ্ট
না হউক, এবং তোমার তাবৎ প্রদেশের মধ্যে তাড়ী

৮ দৃষ্ট না হউক। এবং সেই দিনে তুমি আপন পুত্রকে
ইহা জ্ঞাত কর, মিসর্হইতে আমার বাহির হওন সময়ে
পরমেশ্বর আমার প্রতি যে২ কর্ম্ম করিলেন, তাহার
৯ স্মরণার্থে এই ব্যবহার হয়। এবং এই বিধি তোমার
হস্তের চিহ্নস্বরূপ ও স্মরণার্থে নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থানে
ভূষণস্বরূপ হইবে, পরমেশ্বরের ব্যবস্থা তোমার মুখে
থাকিবে, কেননা পরমেশ্বর পরাক্রমি হস্তদ্বারা মিসর্-
১০ হইতে তোমাকে বাহির করিলেন। অতএব রীত্যনুসারে
তুমি প্রতি বৎসর এই বিধি পালন করিবা।
১১ পরমেশ্বর তোমার ও তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে
১২ যে প্রকার দিব্য করিয়াছিলেন, তদনুসারে যখন কিনা-
নীয় দেশে তোমাকে প্রবেশ করাইয়া তোমাদিগকে তাহা
দিবেন, তৎকালে তুমি আপনার ও পশুগণের প্রথমজাত
সন্তানগণকে পরমেশ্বরের নিমিত্তে পৃথক করিবা; সে
১৩ সকল প্রথমজাত পুংসন্তান পরমেশ্বরের হইবে। এবং
গর্দ্দভের তাবৎ প্রথমজাতের পরিবর্ত্তে মেষশাবক দিবা;
যদি পরিবর্ত্ত না কর, তবে তাহার গলা ভাঙ্গিবা; ও
তোমার সন্তানদের মধ্যে মনুষ্যের প্রথমজাত সকলকে
পরিবর্ত্ত করিতে হয়।
১৪ পরে তোমার পুত্র ভবিষ্যৎকালে ‘এ কি?’ ইহা তো-
মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কহিবা, যে সময়ে পরমেশ্বর
আপন পরাক্রমি হস্তদ্বারা আমাদিগকে মিসর্হইতে
১৫ অর্থাৎ দাসত্বরূপ গৃহহইতে বাহির করিলেন, এবং
ফিরৌণ্ আমাদিগকে কষ্টে যাইতে দিল, তৎকালে
পরমেশ্বর মিসর্দেশে মনুষ্যের ও পশ্বাদির তাবৎ
প্রথমজাত সন্তানকে বধ করিলেন, এই নিমিত্তে আমি
পুংলিঙ্গ সকল প্রথমজাতকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
বলিদান করি; কিন্তু আমার বংশের প্রথমজাত সকল
১৬ সন্তানকে মুক্ত করি। এই বিধি তোমার হস্তে চিহ্ন-
স্বরূপ ও নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থানের ভূষণস্বরূপ হইবে, কেননা

পরমেশ্বর বাহুবলদ্বারা আমাদিগকে মিসর্‌হইতে বাহির
করিয়া আনিলেন।
অপর ফিরৌণ্‌ লোকদিগগকে ছাড়িয়া দিলে পিলে- ১৭
ষ্টীয় দেশ দিয়া যাইতে অল্প পথ হইলেও ঈশ্বর সে
পথ দিয়া তাহাদিগকে গমন করাইলেন না, কেননা ঈশ্বর
কহিলেন, তাহা হইলে লোকেরা যুদ্ধ দেখিয়া অনুতাপ
করিয়া মিসরে ফিরিয়া যাইবে। এই জন্যে ঈশ্বর সূফ ১৮
সাগরের প্রান্তরে তাহাদিগকে বক্রপথে গমন করাইলেন;
তাহাতে ইস্রায়েল্‌ বংশ শৃঙ্খলমতে মিসর্‌হইতে বাহির
হইল। এবং মূসা যূষফের অস্থি আপন সঙ্গে লইল, ১৯
কেননা সে ইস্রায়েল্‌ বংশকে শক্ত দিব্য করাইয়া কহিয়া-
ছিল, ঈশ্বর অবশ্য তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন,
এবং তোমরা আপনাদের সঙ্গে আমার অস্থি এ স্থান-
হইতে লইয়া যাইবা।
পরে তাহারা সুক্কোৎহইতে যাত্রা করিয়া এথমে ২০
অর্থাৎ অরণ্যের ধারে শিবির স্থাপন করিল। পরমেশ্বর ২১
দিবসে পথে লইয়া যাওনার্থে মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিতে
দীপ্তিদানার্থে অগ্নিস্তম্ভে স্থিত হইয়া তাহাদের অগ্রে২
গমন করিলেন; এইরূপে দিবারাত্রি তাহাদিগকে গমন
করাইলেন। তিনি লোকদের সম্মুখহইতে দিনে মেঘস্তম্ভ ২২
ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ দূর করিলেন না।

১৪ অধ্যায়।

অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল্‌ ১
বংশকে কহ, তোমরা ফিরিয়া পীহহীরোতের পূর্ব্বদিগে ২
মিগ্‌দোলের ও সমুদ্রের মধ্যে বাল্‌সিফোনের সম্মুখে
শিবির স্থাপন করিও; তোমরা তাহার অগ্রে ভূমিতে
সমুদ্রের নিকটেই শিবির স্থাপন করিও। কেননা ফি- ৩
রৌণ্‌ ইস্রায়েল্‌ বংশের বিষয়ে কহিবে, তাহারা দেশের
মধ্যে বদ্ধ আছে, ও অরণ্যদ্বারা রুদ্ধ আছে। এবং আমি ৪
ফিরৌণের হৃদয় কঠিন করিলে সে তোমাদের পশ্চাৎ২

ধাবমান হইবে, এবং ফিরৌণের ও তাহার সকল সৈন্য-
দ্বারা আমি সম্ভ্রম পাইব; তাহাতে আমিই পরমেশ্বর,
ইহা মিস্রিরা জ্ঞাত হইবে; তখন তাহারা সেইরূপ করিল।
৫ পরে লোকেরা পলাইল, এই সম্বাদ মিস্রীয় রাজাকে
জ্ঞাত করিলে ফিরৌণ্ ও তাহার দাসগণের অন্তঃকরণ
লোকদের বিষয়ে অনুতাপিত হইল, এবং তাহারা
কহিল, আমরা কেন এমত করিলাম? দাসত্বহইতে
৬ ইস্রায়েল্ বংশকে কেন ছাড়িয়া দিলাম? তখন রাজা
আপন রথ প্রস্তুত করাইল ও আপন লোকদিগকে সঙ্গে
৭ লইল। এবং মনোনীত ছয় শত রথ ও মিস্রিদের তাবৎ
৮ রথ ও প্রত্যেক রথে যোদ্ধাগণ লইল। এবং পরমেশ্বর
মিস্রীয় রাজা ফিরৌণের হৃদয় কঠিন করিলে সে ইস্রায়েল্
বংশের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল, এবং ইস্রায়েলের
৯ সন্তানেরা মহাবলদ্বারা চলিয়া গেল। কিন্তু মিস্রিরা অর্থাৎ
ফিরৌণের সকল অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ় ও সৈন্যগণ
তাহাদের পশ্চাৎ২ গমন করিলে যে সময়ে তাহারা
সমুদ্রের তীরে বাল্সিফোনের সম্মুখে পীহহীরোতের
নিকটে শিবির স্থাপন করিতেছিল, এমত সময়ে তাহারা
তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল।
১০ অপর ইস্রায়েল্ বংশেরা চক্ষু তুলিয়া ফিরৌণ্ নিকট-
বর্ত্তী হইতেছে ও মিস্রীয় লোকেরা পশ্চাৎ২ আসিতেছে,
ইহা দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল, এবং ইস্রায়েল্
১১ বংশেরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিল। এবং
মূসাকে কহিল, মিসরে কি কবর ছিল না, তন্নিমিত্তে
কি আমাদিগকে প্রান্তরে মারিতে আনিলা? আমাদের
সঙ্গে এমত ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে মিসর্হইতে
১২ কেন বাহির করিলা? আর আমাদিগকে থাকিতে দেও,
আমরা মিস্রিদের সেবা করি, কেননা প্রান্তরে মরণাপেক্ষা
মিস্রিদের সেবা করা আমাদের মঙ্গল, এই কথা কি
আমরা তোমাকে মিসরে কহি নাই?

পরে মূসা লোকদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও ১৩
না, স্থির হও, পরমেশ্বর অদ্য কি রূপে তোমাদিগকে
উদ্ধার করেন, তাহা দেখ। তোমরা অদ্য মিস্রিদিগকে
দেখিতেছ বটে, কিন্তু আর কখনো দেখিবা না। পরমে- ১৪
শ্বর তোমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিবেন, তোমরা স্থির
হইয়া থাক।

অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি আমাকে ১৫
আর কেন ডাকিতেছ? ইস্রায়েল্ বংশকে অগ্রসর হইতে
কহ। এবং তুমি আপন যষ্টি লইয়া আপন হস্ত সমুদ্রের ১৬
উপরে বিস্তার করিয়া তাহা দুই ভাগ কর; তাহাতে
ইস্রায়েল্ বংশ সমুদ্রের মধ্যদিয়া শুষ্ক ভূমিতে চলিয়া
যাইবে। এবং দেখ, আমি মিস্রিদের অন্তঃকরণ কঠিন ১৭
করিলে তাহারা তাহাদের পশ্চাৎ২ যাইবে; তাহাতে
আমি ফিরৌণের ও তাহার সকল সৈন্যের ও রথের ও
অশ্বারূঢ়গণের দ্বারা সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইবে। ফিরৌণ্ ও তা- ১৮
হার রথ ও তাহার অশ্বারূঢ়গণ দ্বারা সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলে
পর, আমিই যে পরমেশ্বর, ইহা মিস্রীয় লোকেরা জ্ঞাত
হইবে।

তখন ইস্রায়েল্ বংশের সৈন্যাগ্রে গমনকারি ঈশ্বরের ১৯
দূত তাহাদের পশ্চাৎ২ আইল, ও মেঘস্তম্ভ তাহাদের
সন্মুখহইতে যাইয়া তাহাদের পশ্চাৎ দাঁড়াইল। সে ২০
মেঘস্তম্ভ মিস্রীয় লোকদের ও ইস্রায়েল্ বংশের উভয়
শিবিরের মধ্যে থাকিল, তাহাতে সে তাহাদের প্রতি
মেঘ ও অন্ধকারস্বরূপ হইল; কিন্তু রাত্রিতে ইস্রায়েল্
বংশের প্রতি আলো করিল, এই নিমিত্তে সমস্ত রাত্রিতে
এক দল অন্য দলের নিকটে আসিতে পারিল না।

পরে মূসা সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলে ২১
পরমেশ্বর সেই তাবৎ রাত্রি প্রবল পূর্ব্বীয় বায়ু বহাইয়া
সমদ্রকে ফিরাইলেন ও সমুদ্রকে শুষ্ক করিলেন, ও জল
দুই ভাগ হইল। তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ শুষ্ক পথ দিয়া ২২

সমুদ্রের মধ্যে গেল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল
প্রাচীরস্বরূপ হইল।
২৩ পরে মিস্রিরা অর্থাৎ ফিরৌণের তাবৎ অশ্ব ও রথ ও
অশ্বারূঢ়গণ সকলে ধাবমান হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ২
২৪ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। আর রাত্রির শেষ প্রহরে
পরমেশ্বর অগ্নি ও মেঘস্তম্ভের মধ্য দিয়া মিস্রীদের সৈন্য
২৫ অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন। ও
তাহাদের রথের চাকা খুলিলে তাহারা অতি কষ্টে রথ
চালাইল; তাহাতে মিস্রিলোকেরা কহিল, আইস, আমরা
ইস্রায়েল্ বংশহইতে পলায়ন করি, কেননা পরমেশ্বর
মিস্রিদের প্রতিকূলে তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন।
২৬ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি সমুদ্রের উপরে
আপন হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে মিস্রিদের ও তাহাদের
রথের ও অশ্বারূঢ়দের উপরে পুনর্ব্বার জল আসিবে।
২৭ তখন মূসা সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলে
প্রাতঃকাল হইলে সমুদ্র সমান হইতে লাগিল; তাহাতে
মিস্রিরা তাহার সন্মুখহইতে পলায়ন করিল, তথাপি
পরমেশ্বর সমদ্রের মধ্যে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন।
২৮ ফলতঃ জল পরাবৃত্ত হইলে তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়-
দিগকে আচ্ছাদন করিল, তাহাতে ফিরৌণের যে সকল
সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা-
২৯ দের এক জনও অবশিষ্ট থাকিল না। কিন্তু ইস্রায়েল্
বংশ শুষ্ক পথ দিয়া সমুদ্রের মধ্য দিয়া গেল, এবং জল
৩০ তাহাদের বামে ও দক্ষিণে প্রাচীরস্বরূপ হইল। এই
রূপে সেই দিনে পরমেশ্বর মিস্রিদের হস্তহইতে ইস্রায়েল্
বংশকে রক্ষা করিলেন, ও ইস্রায়েল্ বংশ মিস্রিদিগকে
৩১ সমুদ্রের তীরে মৃত দেখিল। পরমেশ্বর মিস্রিদের মধ্যে যে
আশ্চর্য্য পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, তাহা ইস্রায়েল্ বংশ
দেখিল, তাহাতে লোকেরা পরমেশ্বরের প্রতি ভয় করিয়া
পরমেশ্বরেতে ও তাঁহার দাস মূসাতে বিশ্বাস করিল।

১৫ অধ্যায়।

পরে মূসা ও ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে ১
এই গীত গান করিয়া কহিল, আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে
গান করি; তিনি আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন,
এবং অশ্ব ও অশ্বারূঢ়গণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।
পরমেশ্বর আমার বল ও গানস্বরূপ হইয়া আমার পরি- ২
ত্রাতা হইলেন; তিনি আমার ঈশ্বর, অতএব আমি
তাঁহার প্রশংসা করিব; এবং তিনি আমার পৈতৃক ঈশ্বর,
এই জন্যে তাঁহার গুণানুবাদ করিব। যিহোবাঃ নামে যে ৩
পরমেশ্বর, তিনিই যুদ্ধকর্ত্তা। তিনি ফিরৌণের রথ ও ৪
সৈন্যগণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে তাহার
মনোনীত সেনাপতিগণ সূফ্ সাগরে মগ্ন হইল; ও গভীর ৫
জল তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিলে তাহারা প্রস্তরের
ন্যায় তলাইয়া গেল। হে পরমেশ্বর, তোমার দক্ষিণ হস্ত ৬
বলদ্বারা গৌরবান্বিত হইল; হে পরমেশ্বর, তোমার
দক্ষিণ হস্ত শত্রুগণকে চূর্ণ করিল। তুমি আপনার বিপরীত- ৭
গামি লোকদিগকে আপন উত্তম মহিমাতে নষ্ট করিলা,
তোমার প্রেরিত ক্রোধ নাড়ার ন্যায় তাহাদিগকে ভক্ষণ
করিল। এবং তোমার ক্রোধের নিশ্বাসদ্বারা জল রাশী- ৮
কৃত হইল ও স্রোত সেতুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইল, ও সমু-
দ্রের মধ্যে গভীর জল কঠিন হইল। তাহাতে শত্রুগণ ৯
কহিল, আমরা বেগে গিয়া তাহাদিগকে ধরিব, এবং লুট
ভাগ করিয়া লইলে তাহাদ্বারা আমাদের অভিলাষ পূর্ণ
হইবে, ও খড়্গ নিষ্কোষ করিলে আমাদের হস্ত তাহা-
দিগকে বিনষ্ট করিবে। কিন্তু তুমি আপন নিশ্বাসদ্বারা ১০
হূঙ্কার করিলে তাহারা সমুদ্রজলে আচ্ছন্ন হইল, ও গভীর
জলেতে সীসার ন্যায় তলাইয়া গেল। হে পরমেশ্বর, ১১
দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কে আছে? এবং তো-
মার সমান পবিত্রতাতে আদরণীয় ও ভয়ানকত্ব প্রযুক্ত
স্তবনীয় ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী কে আছে? তুমি আপন ১২

দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলে পৃথিবী শত্রুগণকে গ্রাস
১৩ করিল। তুমি দয়াতে আপন লোকদিগকে মুক্ত করিয়া
গমন করাইতেছ, এবং আপন পরাক্রমেতে তাহাদিগকে
১৪ তোমার পবিত্র নিবাসে লইয়া যাইতেছ। ইহা শুনিয়া
অন্য লোকেরা ভীত হইবে, ও পিলেষ্টীয় লোকেরা
১৫ উদ্বিগ্নতাতে মগ্ন হইবে। এবং ইদোমের সকল রাজা
চমৎকৃত হইবে, ও মোয়াবের বলবান লোকেরা কম্পগ্রস্ত
১৬ হইবে, ও কিনান্ নিবাসি সকল দ্রুব হইবে। যাবৎ
লোকেরা পার না হয়, তাবৎ ভয় ও আশঙ্কা তাহাদিগকে
আক্রমণ করিবে। হে পরমেশ্বর, তোমার ক্রীত লোকেরা
যাবৎ পার না হয়, তাবৎ তোমার বাহুবলদ্বারা তাহারা
১৭ প্রস্তরের ন্যায় স্থির হইয়া থাকিবে। হে পরমেশ্বর, তুমি
আপন নিবাসার্থে যে স্থান নির্ম্মাণ করিলা, ও তোমার হস্ত
যে পবিত্র স্থান স্থাপন করিল, তাহার মধ্যে অর্থাৎ
আপন- অধিকারের পর্ব্বতে তাহাদিগকে প্রবেশ করাইয়া
১৮ বাস করাইবা। পরমেশ্বর সর্ব্বদা রাজত্ব করিবেন।
১৯ ফিরৌণের অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ় সৈন্যগণ সমুদ্রের মধ্যে
প্রবেশ করিলে পরমেশ্বর তাহাদের উপরে পুনর্ব্বার সমুদ্র
জল আনিলেন; কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানেরা শুষ্ক পথে
সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিল।
২০ পরে হারোণের ভগিনী মরিয়ম্ ভবিষ্যদ্বক্ত্রী হস্তে
মৃদঙ্গ লইলে অন্য স্ত্রী সকলও মৃদঙ্গ লইয়া নৃত্য করণ
২১ পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ২ বাহির হইল। তখন মরিয়ম্
তাহাদিগকে এই গান করিতে কহিল, তোমরা পরমেশ্ব-
রের উদ্দেশে গান কর; তিনি আপন মহিমা প্রকাশ
করিলেন; এবং অশ্ব ও অশ্বারূঢ়গণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ
করিলেন।
২২ অনন্তর মূসা ইস্রায়েল্ বংশকে সূফ্ সাগরহইতে
আনিলে পর তাহারা শূরের প্রান্তরের দিগে গমন
করিল; প্রায় তিন দিন প্রান্তরে গিয়া জল পাইল না।

পরে তাহারা মারাতে উপস্থিত হইলে তিক্ততা প্রযুক্ত ২৩
মারার জল পান করিতে পারিল না; এই জন্যে তাহার
নাম মারা (তিক্ততা) রাখিল। অতএব লোকেরা মূসার ২৪
বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিল, আমরা কি পান করিব?
তাহাতে সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে পর- ২৫
মেশ্বর তাহাকে এক প্রকার কাষ্ঠ দেখাইলেন; তাহা
লইয়া মূসা জলেতে নিক্ষেপ করিলে জল মিষ্ট হইল।
সেই স্থানে পরমেশ্বর তাহাদের নিমিত্তে বিধি ও ব্যবস্থা
নিরূপণ করিলেন, এবং তাহাদের পরীক্ষা লইয়া কহি-
লেন, তোমরা যদি আপন প্রভু পরমেশ্বরের কথাতে ২৬
মনোযোগ কর, ও তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা উচিত তাহাই
কর, ও তাঁহার আজ্ঞাতে কর্ণ দেও, ও তাঁহার ব্যবস্থা সকল
পালন কর, তবে আমি মিস্রীয় লোকদিগকে যে সকল
রোগ ভোগ করাইলাম, তাহা তোমাদিগকে ভোগ করিতে
দিব না; আমি পরমেশ্বর তোমাদের আরোগ্যকারী।

পরে তাহারা এলীমে উপস্থিত হইলে সে স্থানে বারো ২৭
জলের উনুই ও সত্তরি খর্জ্জূর বৃক্ষ থাকাতে তাহারা
জলের উনুইর নিকটে শিবির স্থাপন করিল।

১৬ অধ্যায়।

অপর মিসর্দেশ ত্যাগ করণের পর দ্বিতীয় মাসের ১
পঞ্চদশ দিনে ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী এলীম্হইতে
যাত্রা করিয়া এলীম্ ও সীনয়্ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সীন্
প্রান্তরে উপস্থিত হইল। তখন ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ ২
মণ্ডলী মূসার ও হারোণের প্রতিকূলে প্রান্তরে বচসা
করিল। এবং ইস্রায়েল্ বংশ তাহাদিগকে কহিল, আমরা ৩
যখন মাংসের হাঁড়ির নিকটে বসিয়া তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন
ভোজন করিতাম, হায় ২ তখন যদি আমরা মিসর্দেশে
পরমেশ্বরের হস্তে মরিতাম! তোমরা ক্ষুধাদ্বারা তাবৎ
মণ্ডলীকে মারিতে আমাদিগকে প্রান্তরে বাহির করিয়া
আনিলা।

৪ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমা-
দের নিমিত্তে স্বর্গহইতে খাদ্য দ্রব্য বর্ষণ করিব, তাহাতে
লোকেরা বাহিরে গিয়া দিনের নিরূপিত পরিমাণানুসারে
খাদ্য সংগ্রহ করিবে; তাহাতে তাহারা আমার ব্যবস্থাতে
৫ চলে কি না, আমি তাহাদের এই পরীক্ষা লইব। ষষ্ঠ
দিনে তাহারা যাহা আনিবে, তাহা পাক করিলে দিনে২
৬ যাহা সংগ্রহ করে, তাহার দ্বিগুণ হইবে। পরে মূসা ও
হারোণ্ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে কহিল, পরমেশ্বর
যে তোমাদিগকে মিসর্হইতে বাহির করিয়া আনিলেন,
৭ ইহা তোমরা সায়ংকালে জ্ঞাত হইবা। এবং প্রাতঃকালে
তোমরা পরমেশ্বরের মহিমা দেখিবা, কেননা পরমেশ্ব-
রের প্রতি তোমাদের যে বচসা, তাহা তিনি শুনিলেন;
আমরা কে, যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে বচসা কর?
৮ পরে মূসা কহিল, পরমেশ্বর সায়ংকালে ভোজনার্থে
তোমাদিগকে মাংস দিবেন, ও প্রাতঃকালে তৃপ্তি পর্য্যন্ত
তোমাদিগকে খাদ্য দিবেন; পরমেশ্বরের প্রতি তোমাদের
যে বচসা, তাহা তিনি শুনিলেন; আমরা কে? আমাদের
বিপরীতে নয়, কিন্তু পরমেশ্বরের বিপরীতে তোমাদের
বচসা হয়।

৯ অপর মূসা হারোণ্কে কহিল, তুমি ইস্রায়েল্ বংশের
তাবৎ মণ্ডলীকে কহ, তোমরা পরমেশ্বরের সম্মুখে আইস;
১০ তিনি তোমাদের বচসা শুনিলেন। হারোণ্ ইস্রায়েল্
বংশের মণ্ডলীকে ইহা কহিতেছিল, ইত্যবসরে তাহারা
প্রান্তরের প্রতি দৃষ্টি করিলে মেঘস্তম্ভের মধ্যে পরমে-
শ্বরের তেজ দৃষ্ট হইল।

১১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি ইস্রায়েল্
১২ বংশের বচসা শুনিলাম। তুমি তাহাদিগকে কহ, তোমরা
সায়ংকালে মাংস ভোজন করিবা ও প্রাতঃকালে খাদ্য
দ্রব্যে তৃপ্ত হইবা, তাহাতে আমি যে তোমাদের প্রভু
১৩ পরমেশ্বর, তাহা জ্ঞাত হইবা। পরে সন্ধ্যাকালে ভাটুই

পক্ষিগণ উপস্থিত হইয়া শিবির স্থান ব্যাপিল, এবং
প্রাতঃকালে সৈন্যস্থলের চতুর্দ্দিগে নীহার পড়িল। পরে ১৪
পতিত নীহার উর্দ্ধগত হইলে প্রান্তরের উপরে ভূমিতে
ক্ষুদ্র অথচ গোল নীহারের ন্যায় ক্ষুদ্র দ্রব্য পড়িয়া
রহিল। অপর ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহা দেখিয়া ১৫
পরস্পর কহিল, মান্ হূ? (এ কি?) কেননা সে কি, তাহা
তাহারা জানিল না। তাহাতে মূসা কহিল, পরমেশ্বর
তোমাদিগকে এই দ্রব্য ভোজন করিতে দিলেন।

এখন পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তোমরা প্রত্যেক ১৬
জন আপন২ ভোজন শক্তি বুঝিয়া তাহা সংগ্রহ কর;
অর্থাৎ এক জনের নিমিত্তে এক২ ওমর্ তোমাদের প্রা-
ণিদের সংখ্যানুসারে আপন২ তাম্বুতে স্থিত লোকদের
জন্যে তাহা গ্রহণ কর। তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ সেইরূপ ১৭
করিল; কেহ অধিক ও কেহ অল্প সঞ্চয় করিল। পরে ১৮
তাহারা ওমরেতে তাহা পরিমাণ করিলে, যে অধিক
সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অধিক হইল না; এবং যে
অল্প সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অল্প হইল না; এই
রূপে তাহারা ভোজন শক্ত্যনুসারে সংগ্রহ করিল। পরে ১৯
মূসা কহিল, তোমরা কেহ প্রাতঃকালের জন্যে ইহার
কিছু রাখিও না। কিন্তু তাহারা মূসার কথা গ্রাহ্য না ২০
করিয়া কেহ২ প্রাতঃকালের নিমিত্তে কিছু২ রাখিল,
এবং তাহাতে কীট জন্মিল ও দুর্গন্ধ হইল; অতএব মূসা
তাহাদের উপরে ক্রোধ করিল। এই রূপে প্রতিদিন প্রাতঃ- ২১
কালে তাহারা আপন২ ভোজন শক্ত্যনুসারে তাহা সংগ্রহ
করিল, কিন্তু প্রখর রৌদ্র হইলে তাহা গলিয়া গেল।

পরে ষষ্ঠ দিনে তাহারা পরিমিতের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২২
প্রতি জন দুই২ ওমর্ দ্রব্য সংগ্রহ করিলে মণ্ডলীর
অধ্যক্ষ সকল আসিয়া মূসাকে জ্ঞাত করিল। তাহাতে ২৩
মূসা তাহাদিগকে কহিল, পরমেশ্বর এই আজ্ঞা দিলেন,
কল্য পরমেশ্বরের পবিত্র বিশ্রামবার হইবে; অতএব

তোমাদের যাহা ভাজিতে হয়, তাহা ভাজ; ও যাহা পাক
করিতে হয়, তাহা পাক কর; এবং অবশিষ্ট দ্রব্য প্রাতঃ-
২৪ কালের জন্যে তুলিয়া রাখ। তাহাতে তাহারা মূসার
আজ্ঞানুসারে প্রতঃকাল পর্য্যন্ত তাহা রাখিল; কিন্তু
২৫ তাহাতে দুর্গন্ধ হইল না ও কীটও জন্মিল না। পরে মূসা
কহিল, অদ্য তোমরা তাহা ভোজন কর, কেননা অদ্য
পরমেশ্বরের বিশ্রামবার; অদ্য প্রান্তরে তাহা পাইবা না।
২৬ তোমরা ছয় দিন তাহা সংগ্রহ করিবা, কিন্তু সপ্তম দিনে
অর্থাৎ ঈশ্বরের বিশ্রামবারে তাহা কিঞ্চিৎও পাইবা না।
২৭ তথাচ কেহ ২ সপ্তম দিনেও তাহা সংগ্রহ করিতে গেল;
২৮ কিন্তু কিছুই পাইল না। তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে
কহিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন করিতে
২৯ কত কাল অসম্মত থাকিবা? দেখ, পরমেশ্বর তোমাদিগকে
বিশ্রামদিন দিয়াছেন, এই জন্যে এই ষষ্ঠ দিনে দুই
দিনের উপযুক্ত খাদ্য দিলেন; অতএব তোমরা প্রতি
জন সপ্তম দিনে আপন ২ স্থানহইতে বাহির না হইয়া
৩০ স্ব ২ স্থানে থাক। তখন লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম
৩১ করিল। এবং ইস্রায়েল্ বংশ ঐ খাদ্যের নাম মান্না
রাখিল; সে মান্না ধন্যাকৃতি ও শুক্লবর্ণ, তাহার রস মধু-
মিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল।
৩২ পরে মুসা কহিল, পরমেশ্বর এই আজ্ঞা করিলেন,
তিনি তোমাদিগকে মিসর্দেশহইতে আনয়নকালে প্রান্ত-
রের মধ্যে যে অন্ন ভোজন করাইলেন, তাহা যেন
তোমাদের পুরুষানুক্রমে দেখে, এই জন্যে তাহাদের
৩৩ নিমিত্তে এক ওমর্ পরিমাণ মান্না রাখ। তখন মূসা
হারোণ্কে কহিল, তুমি একটা পাত্র লইয়া এক ওমর্
পরিমাণ মান্না পূর্ণ করিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে রাখ;
তাহা তোমাদের ভাবিপুরুষদের নিমিত্তে রাখা যাইবে।
৩৪ তখন হারোণ্ মূসার প্রতি উক্ত পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে সাক্ষ্যরূপ সিন্দুকের নিকটে থাকিতে তাহা তুলিয়া

রাখিল। এবং ইস্রায়েল্ বংশ নিবাসদেশে উপস্থিত না ৩৫
হওন পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর সেই মান্না ভোজন করিল,
ও কিনান্দেশের সীমাতে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত তাহা
খাইল। এক ওমর্ ঐফার দশমাংশ। ৩৬

১৭ অধ্যায়।

অপর ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী নিরূপিত পথে ১
পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সীন্ প্রান্তরহইতে যাত্রা করিয়া
রিফীদীমে গিয়া শিবির স্থাপন করিল; কিন্তু সে স্থানে
লোকদের পানার্থে জলাভাব ছিল। অতএব লোকেরা ২
মূসার সহিত বচসা করিয়া কহিল, আমাদিগকে জল দেও,
আমরা পান করিব। তাহাতে মূসা কহিল, তোমরা আমার
সহিত কেন বচসা কর? ও কেন পরমেশ্বরের পরীক্ষা লও?
তখন লোকেরা সেই স্থানে জলাভাবে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বচসা ৩
করিয়া মূসাকে কহিল, তুমি আমাদিগকে ও আমাদের
সন্তানগণকে ও পশুগণকে পিপাসাদ্বারা মারিতে মিসর্-
দেশহইতে কেন আনিলা? তাহাতে মূসা পরমেশ্বরকে ৪
প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমি এই লোকদের নিমিত্তে কি
করিব? তাহারা আমাকে প্রায় প্রস্তর ফেলিয়া মারিতে
উদ্যত হইতেছে। তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ৫
যাহাদ্বারা নদীতে আঘাত করিলা, সেই যষ্টি হস্তে লইয়া
কতক প্রাচীনগণকে সঙ্গে করিয়া ইস্রায়েল্ বংশের লোক-
দের অগ্রে ২ যাও। দেখ, আমি হোরেব্ পর্ব্বতের উপরে ৬
তোমার সম্মুখে দাঁড়াইলে তুমি সেই শৈলে আঘাত করিও;
তাহাতে তাহাহইতে জল নির্গত হইলে লোকেরা তাহা
পান করিবে। তখন মূসা ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনদের ৭
দৃষ্টিতে সেইরূপ করিল। এবং সেই স্থানে ইস্রায়েল্
বংশের বিবাদ প্রযুক্ত, এবং পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে
আছেন কি না? ইহা কহিয়া পরমেশ্বরের পরীক্ষা লওন
প্রযুক্ত সেই স্থানের নাম মস (পরীক্ষা) ও মির্রাবা
(বিবাদ) রাখিল।

৮ ঐ সময়ে অমালেক্ লোক রিফীদীমে আসিয়া ইস্রায়েল্
৯ বংশের সহিত যুদ্ধ করিলে মূসা যিহোশূয়কে কহিল,
তুমি আমাদের মধ্যহইতে মনুষ্য মনোনীত করিয়া লইয়া
অমালেক্ লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাও; আমি কল্য
আপন হস্তে ঈশ্বরের যষ্টি লইয়া পর্ব্বতের শিখরে
১০ দাঁড়াইব। তখন যিহোশূয় মূসার আজ্ঞানুসারে অমালেক
লোকদের সহিত যুদ্ধ করিলে, মূসা ও হারোণ্ ও হূর পর্ব্ব-
১১ তের শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিল। কিন্তু যে সময়ে মূসা
আপন হস্ত ঊর্দ্ধ করে, সেই সময়ে ইস্রায়েল্ বংশ জয়ী
হয়; এবং যে সময়ে আপন হস্ত নামায় সেই সময়ে, অমা-
১২ লক্ লোকেরা জয়ী হয়। অপর মূসার হস্ত ভারী হইলে
তাহারা এক প্রস্তর আনিয়া তাহার নীচে রাখিল, তখন
মূসা তাহার উপরে বসিল, এবং হারোণ্ ও হূর এক জন
এক দিগে ও অন্য জন অন্য দিগে তাহার হস্ত তুলিয়া
ধরিল; তাহাতে সূর্য্য অস্ত হওন পর্য্যন্ত তাহার হস্ত স্থির
১৩ থাকিল। অতএব যিহোশূয় অমালেক্ ও তাহার লোক-
দিগকে খড়্গদ্বারা পরাস্ত করিল।

১৪ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এই কথা স্মরণার্থে
পুস্তকে লেখ, এবং যিহোশূয়ের কর্ণগোচরে তাহা পাঠ
কর; আমি আকাশের অধোভাগহইতে অমালেকের
১৫ স্মরণ লোপ করিব। পরে মূসা এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া
তাহার নাম যিহোবা-নিষি (পরমেশ্বর আমার ধ্বজা-
১৬ স্বরূপ) রাখিল। এবং পুরুষানুক্রমে অমালেকের সহিত
পরমেশ্বরের যুদ্ধ হইবে, এই কথা পরমেশ্বরের ধ্বজাতে
লিখিতে আজ্ঞা দিল।

১৮ অধ্যায়।

১ অনন্তর ঈশ্বর মূসার প্রতি ও আপন লোক ইস্রায়েল্
বংশের প্রতি এই ২ কর্ম্ম করিয়াছেন, এবং মিসর্ দেশ-
হইতে ইস্রায়েল্ বংশকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন,
২ এই সকল কথা শুনিয়া মূসার শ্বশুর মিদীয়নের যাজক

যিথ্রো মূসা কর্তৃক আপন গৃহে প্রেরিতা তাহার ভার্য্যা
সিপ্পোরাকে ও তাহার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইল। ঐ দুই ৩
পুত্রের একের নাম গের্শোম্ (এই স্থানে বিদেশী), কেননা
সে কহিল, আমি অন্যদেশে বিদেশী হইলাম। এবং ৪
অন্যের নাম ইলীয়েষর্ (ঈশ্বর আমার উপকারী),কেননা
সে কহিল, আমার পিতার ঈশ্বর আমার উপকারী হইয়া
ফিরৌণের খড়্গহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। পরে ৫
মূসার শ্বশুর যিথ্রো মূসার ঐ দুই পুত্রকে ও ভার্য্যাকে সঙ্গে
লইয়া প্রান্তরে, অর্থাৎ ঈশ্বরের পর্ব্বতে যে স্থানে শিবির
স্থাপন করিয়াছিল, সেই স্থানে মূসার নিকটে আইল।
এবং মূসাকে কহিল, আমি তোমার শ্বশুর য়িথ্রো ও ৬
তোমার ভার্য্যা ও তাহার সহিত তোমার দুই পুত্র তোমার
নিকটে আইলাম।

তখন মূসা আপন শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ৭
বাহিরে গিয়া তাহাকে প্রণাম ও চুম্বন করিল, এবং পর-
স্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলে পর তাহারা তাম্বুতে প্রবেশ
করিল। পরে পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে ফিরৌ- ৮
ণের প্রতি ও মিস্রিদের প্রতি কি২ করিয়াছেন, এবং
পথে তাহাদের প্রতি কি২ পরিশ্রম ঘটিয়াছে, ও পরমে-
শ্বর কি প্রকারে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এই
সকল কথা মূসা আপন শ্বশুরকে জ্ঞাত করিল। তাহাতে ৯
পরমেশ্বর মিস্রিদের হস্তহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে উদ্ধার
করিয়া তাহাদের মঙ্গল করিয়াছেন, এই সকলের নিমিত্তে
য়িথ্রো অতি আহ্লাদিত হইল। এবং সে কহিল, যে পর- ১০
মেশ্বর মিস্রিদের ও ফিরৌণের হস্তহইতে তোমাদিগকে
উদ্ধার করিয়াছেন এবং মিস্রিদের হস্তহইতে লোকদিগকে
উদ্ধার করিয়াছেন তিনি ধন্য। এবং পরমেশ্বর সকল ১১
দেবতাহইতে মহান্, ইহা এখন আমি জ্ঞাত হইলাম;
কেননা তাহারা যে বিষয়ে গর্ব্ব করিল, সে বিষয়ে তিনি
তাহাদের উপরে জয়ী হইলেন। পরে মূসার শ্বশুর য়িথ্রো ১২

পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম ও নৈবেদ্য করিল, এবং হারোণ
ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীন লোকেরা আসিয়া পরমে-
শ্বরের সম্মুখে মূসার শ্বশুরের সহিত ভোজন করিল।
১৩ পরদিনে মূসা লোকদের বিচার করিতে বসিলে লো-
কেরা প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাহার সম্মুখে
১৪ দাঁড়াইল। পরে লোকদের বিষয়ে যাহা২ করিল, মূসার
শ্বশুর তাহা দেখিয়া কহিল, তুমি লোকদের সহিত কেমন
ব্যবহার করিতেছ? তুমি একাকী কেন বৈস? ও সকল
লোক প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তোমার নিকটে
১৫ কেন দাঁড়ায়? তাহাতে মূসা আপন শ্বশুরকে কহিল,
লোকেরা ঈশ্বরের বিচার জিজ্ঞাসা করিতে আমার কাছে
১৬ আইসে; ও তাহাদের কোন বিবাদ হইলে আমার কাছে
আইসে, তাহাতে বাদির ও প্রতিবাদির বিষয়ে আমি
বিচার করি, এবং ঈশ্বরের বিধি ও ব্যবস্থা সকল তাহা-
১৭ দিগকে জ্ঞাত করি। পরে মূসার শ্বশুর কহিল, তুমি যাহা
১৮ কর, সে ভাল নয়। তুমি ও তোমার সঙ্গি লোকেরা উভ-
য়ই ক্ষীণ হইবা, কেননা এ কার্য্য তোমার ক্ষমতাহইতেও
১৯ গুরুতর; তুমি একাকী ইহা করিতে পার না। অতএব
আমার কথায় মনোযোগ কর, আমি তোমাকে পরামর্শ
দি, তাহাতে ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন; তুমি ঈশ্বরের
সম্মুখে লোকদের পক্ষ হইয়া তাহাদের কথা ঈশ্বরের
২০ কাছে জানাও। এবং তুমি তাহাদিগকে বিধি ও ব্যবস্থার
উপদেশ দেও ও তাহাদের গন্তব্য পথ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম
২১ দেখাও। তদ্ভিন্ন তুমি সকলের মধ্যহইতে কর্ম্মক্ষম
মনুষ্যদিগকে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভয়কারি ও সত্য-
বাদি ও লোভ ঘৃণাকারি লোকদিগকে মনোনীত করিয়া
তাহাদিকে লোকদের উপরে সহস্রপতি ও শতপতি ও
২২ পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত কর। এবং
তাহারা সর্ব্বকালে লোকদের বিচার করিবে; কিন্তু কোন
মহাবিচার হইলে তোমার নিকটে আনিবে, ও ক্ষুদ্র

বিচার সকল তাহারা করিবে; তাহাতে তাহারা তোমার
সহিত ভার বহিলে তোমার কর্ম্ম লঘু হইবে। তুমি যদি ২৩
এমত কর, এবং ঈশ্বর তোমাকে এমত করিতে আজ্ঞা
দেন, তবে তুমি সহিতে পারিবা, এবং এই সকল লোকে-
রাও কুশলে আপনাদের স্থানে গমন করিবে। তাহাতে ২৪
মূসা শ্বশুরের বাক্যে মনোযোগ করিয়া তাহার বাক্যানু-
সারে সকল কর্ম্ম করিল। পরে মূসা তাবৎ ইস্রায়েল্ ২৫
বংশহইতে কর্ম্মক্ষম মনুষ্যদিগকে মনোনীত করিয়া
লোকদের মধ্যে প্রধান অর্থাৎ সহস্রপতি ও শতপতি ও
পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত করিল। তাহাতে ২৬
তাহারা সর্ব্বকালে লোকদের বিচার করিত; কিন্তু কঠিন
বিচার সকল মূসার কাছে আনিত, এবং আপনারা
ক্ষুদ্র ২ কথার বিচার করিত। পরে মূসা আপন শ্বশুরকে ২৭
বিদায় করিলে সে স্বদেশে প্রস্থান করিল।

১৯ অধ্যায়।

ইস্রায়েল্ বংশ মিসরদেশহইতে যে দিনে যাত্রা করিল, ১
তিন মাসের পর সেই দিনে সীনয় প্রান্তরে উপস্থিত
হইল। তাহারা রিফীদীম্হইতে যাত্রা করিয়া সীনয় পর্ব্ব- ২
তের প্রান্তরে উপস্থিত হইলে সেই প্রান্তরে শিবির স্থাপন
করিল; ইস্রায়েল্ বংশ সেই পর্ব্বতের সম্মুখে শিবির স্থা-
পন করিল। পরে মূসা ঈশ্বরের নিকটে আরোহণ করিলে ৩
পরমেশ্বর পর্ব্বতহইতে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি
যাকুবের সন্তানগণকে এই কথা কহ, ও ইস্রায়েল্ বংশকে-
ইহা জ্ঞাত কর। আমি মিস্রিদের প্রতি যাহা করিলাম, ৪
এবং যেমন উৎক্রোশ পক্ষী পক্ষদ্বারা, তেমনি তোমা-
দিগকে বহিয়া আপনার নিকটে আনিলাম, তাহা তোমরা
দেখিলা। এখন যদি তোমরা আমার কথা শুন ও ৫
আমার ব্যবস্থা পালন কর, তবে তাবৎ পৃথিবী আ-
মার হইলেও তোমরা সকল লোক অপেক্ষা আমার
বিশেষ অধিকার হইবা, এবং আমার নিমিত্তে যাজকদের ৬

এক বংশ ও পবিত্র জাতি হইবা; এই সকল কথা তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ।
৭ তখন মূসা আসিয়া তাহাদের প্রাচীনগণকে ডাকা-
ইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে এই সকল কথা তাহা-
৮ দের সম্মুখে প্রস্তাব করিল। তাহাতে তাবৎ লোক এক
সঙ্গে সকলেই স্বীকার করিয়া কহিল, পরমেশ্বর যে সকল
৯ কথা কহিলেন, তাহা আমরা করিব। তখন মূসা পরমেশ্ব-
রের কাছে তাহাদের কথা নিবেদন করিলে পরমেশ্বর
মূসাকে কহিলেন, আমি নিবিড় মেঘে তোমার নিকটে
আসিয়া তোমার সহিত কথা কহিব; তাহা লোকেরা
শুনিতে পাইয়া সর্ব্বদা তোমাতে প্রত্যয় করিবে; পরে
মূসা লোকদের কথা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত করিল।
১০ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি লোকদের
নিকটে যাইতে অদ্য ও পরদিনে বস্ত্র ধৌত করাইয়া
১১ তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া তৃতীয় দিনের জন্যে সকলে
প্রস্তুত হও, কেননা তৃতীয় দিনে পরমেশ্বর সকল লোকের
১২ সাক্ষাতে সীনয় পর্ব্বতের উপরে নামিবেন। অতএব তুমি
লোকদের চতুর্দ্দিগে সীমা নিরূপণ করিয়া এই কথা কহ,
তোমরা পর্ব্বতারোহণে ও তাহার সীমা স্পর্শ করণে সাব-
ধান হও, কেননা যে কেহ পর্ব্বত স্পর্শ করিবে, সে অবশ্য
১৩ হত হইবে। অতএব কেহ যেন তাহাতে হস্ত স্পর্শ না
করে; যদি করে, তবে সে প্রস্তরাঘাতে অবশ্য হত
হইবে, কিম্বা বাণদ্বারা বিদ্ধ হইবে; পশু হউক কি মনুষ্য
হউক, সে কদাচ বাঁচিবে না; তূরী বাজিলে তাহারা পর্ব্ব-
তের নিকটে আসিবে।
১৪ পরে মূসা পর্ব্বতহইতে নামিয়া লোকদের নিকটে
আসিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিল, এবং তাহারা আপ-
১৫ নাদের বস্ত্র ধৌত করিল। পরে সে লোকদিগকে কহিল,
তোমরা তৃতীয় দিনের জন্যে প্রস্তুত হও; আপন২
১৬ ভার্য্যার নিকটে যাইও না। পরে তৃতীয় দিনে প্রাতঃকাল

হইলে মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও পর্ব্বতের উপরে নিবিড়
মেঘ ও অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে তুরীধ্বনি হইতে লাগিল;
তাহাতে শিবিরের তাবৎ লোক কম্পান্বিত হইল। পরে ১৭
মূসা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে লোকদিগকে
শিবিরহইতে বাহির করিলে তাহারা পর্ব্বতের তলে
দাঁড়াইল। তখন সীনয় পর্ব্বত ধূমময় হইল; কেননা পর- ১৮
মেশ্বর তাহার উপরে অগ্নিতে নামিলেন, এবং চূলার
ধূমের ন্যায় তাহাহইতে ধূম উঠিল, তাহাতে সকল পর্ব্বত
অতিশয় কাঁপিতে লাগিল। পরে ক্রমে ২ তূরীর শব্দ ১৯
অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তখন মূসা কথা কহিলে
ঈশ্বর আকাশবাণীতে তাহার উত্তর করিলেন। পরে ২০
পরমেশ্বর সীনয় পর্ব্বতের উপরে অর্থাৎ পর্ব্বতশৃঙ্গের
উপরে নামিলে পর সেই স্থানে মূসাকে ডাকিলেন; তা-
হাতে মূসা আরোহণ করিল। তখন পরমেশ্বর মূসাকে ২১
কহিলেন, লোকেরা যেন পরমেশ্বরকে দেখিতে সীমা
লংঘন না করে, ও তাহাদের অনেকে বিনষ্ট না হয়, এই
জন্যে তুমি নামিয়া গিয়া লোকদিগকে বারণ কর। আর ২২
যে যাজকগণ পরমেশ্বরের কাছে আইসে, তাহাদের
উপরে তিনি যেন আক্রমণ না করেন, এই জন্যে তাহারা
আপনাদিগকে পবিত্র করুক। তাহাতে মূসা পরমেশ্বরকে ২৩
কহিল, লোকেরা সীনয় পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে
না, কেননা পর্ব্বতের সীমা নিরূপণ কর, ও তাহা পবিত্র
কর, তুমি আমাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছ। তখন পরমে- ২৪
শ্বর তাহাকে কহিলেন, যাও, নাম, পরে তুমি হারো-
ণের সহিত আরোহণ কর, কিন্তু যাজকগণের ও লোক-
দের উপরে পরমেশ্বর যেন আক্রমণ না করেন, এই
জন্যে তাহারা তাঁহার নিকটে আসিতে সীমা অতিক্রম
না করুক। তখন মূসা লোকদের কাছে নামিয়া তাহা- ২৫
দিগকে সেই রূপ আজ্ঞা করিল।

২০ অধ্যায়।

১ পরে ঈশ্বর এই সকল কথা কহিলেন, যিনি মিসর্‌দেশ
২ অর্থাৎ দাসত্বরূপ গৃহহইতে তোমাদিগকে আনিয়াছেন,
তোমাদের সেই প্রভু পরমেশ্বর আমি।
৩ আমার সাক্ষাতে তোমার আর কোন দেবতা না
৪ থাকুক। এবং তুমি আপনার নিমিত্তে কোন খোদিত
প্রতিমার অর্থাৎ উপরিস্থ স্বর্গে কিম্বা নীচস্থ পৃথিবীতে
কিম্বা পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে স্থিত কোন বস্তুর মূর্ত্তি
৫ নির্ম্মাণ করিও না। এবং তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও
তাহাদের সেবাও করিও না; কেননা আমি তোমার প্রভু
পরমেশ্বর পাপে ক্রোধকারি ঈশ্বর, এবং যে পিতৃলো-
কেরা আমাকে ঘৃণা করে, তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তাহা-
৬ দের সন্তানদের উপরে অধর্ম্মের প্রতিফলদাতা; কিন্তু
যাহারা আমাতে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা পালন
৭ করে, তাহাদের সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত দয়াকারী। তুমি
আপন প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না, কেননা
যে কেহ তাঁহার নাম নিরর্থক লয়, পরমেশ্বর তাহাকে
৮ নিরপরাধী করিয়া গণনা করেন না। এবং বিশ্রামদিনকে
৯ স্মরণ করিয়া পবিত্র কর। ছয় দিন শ্রম করিয়া ব্যবসা-
১০ য়াদি সমস্ত কর্ম্ম কর। কিন্তু সপ্তম দিনে অর্থাৎ তোমার
প্রভু পরমেশ্বরের বিশ্রামদিনে তুমি কি তোমার পুত্র কি
কন্যা কি দাস কি দাসী কি পশু কি দ্বারবর্ত্তি বিদেশী,
১১ কেহ কোন কার্য্য করিও না। কেননা পরমেশ্বর আকাশ ও
পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তুকে ছয় দিনে নির্ম্মাণ
করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন, এই নিমিত্তে পরমে-
শ্বর বিশ্রামদিনকে বর দিয়া পবিত্র করিলেন।
১২ আর তুমি আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর, তাহাতে
তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যে দেশ দেন, সেই
১৩ দেশে তোমার দীর্ঘকাল আয়ু হইবে। নরহত্যা করিও
১৪ না। পরদার করিও না। চুরি করিও না। আপন প্রতি-

বাসির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ দিও না। আপন প্রতি- ১৭
বাসির গৃহে লোভ করিও না; এবং আপন পৃতিবাসির
ভার্য্যাতে কি দাসেতে কি দাসীতে কি গোরুতে কি গর্দ্দ-
ভেতে কি তোমার প্রতিবাসি লোকের কোন বস্তুতে লোভ
করিও না।

তখন সকল লোক মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও তূরির শব্দ ১৮
ও ধূমযুক্ত পর্ব্বত দেখিল, এবং দেখিলে পর পৃথক
হইয়া দূরে দাঁড়াইল; এবং মূসাকে কহিল, তুমি আমা- ১৯
দের সহিত কথা কহ, তাহা আমরা শুনিব; কিন্তু ঈশ্বর
আমাদের সহিত কথা না কহুন, নতুবা আমরা মরিব।
তাহাতে মূসা লোকদিগকে কহিল, ভয় করিও না; তো- ২
মাদের সম্মুখে যেন ঈশ্বরের প্রতি ভয় থাকে ও পাপ
যেন না কর, এই জন্যে ঈশ্বর তোমাদের পরীক্ষা লইতে
আইলেন। তখন লোকেরা দূরে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু ২১
যে স্থানে ঈশ্বর ছিলেন, মূসা সেই ঘোর অন্ধকারের
নিকটে গমন করিল।

অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল্ ২২
বংশকে এই কথা কহ, আমি আকাশে থাকিয়া তোমা-
দের সহিত আলাপ করিলাম, ইহা আপনারা দেখিলা।
অতএব তোমরা আমার সাক্ষাতে রূপ্যময়ী প্রতিমা ২৩
করিও না, এবং আপনাদের নিনিত্তে স্বর্ণময়ী প্রতিমাও
করিও না।